উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

MLD

৭ বৈশাখ ১৪৩২ সোমবার ৫.০০ টাকা 21 April 2025 Monday 14 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 331

JSW Energy

১,৬০০ মেগাওয়াট
তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের শিলান্যাস

উজ্জ্বল উপস্থিতি:

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

উপস্থিত থাকবেন:

সজ্জন জিন্দল, চেয়ারম্যান - জেএসডব্লিউ গ্রুপ

পার্থ জিন্দল, এমডি - জেএসডব্লিউ সিমেন্ট ও জেএসডব্লিউ পেইন্টস

ডঃ মনোজ পন্থ, আইএএস, চিফ সেক্রেটারি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

বাংলার
শক্তি
জীবিকার বৃদ্ধি
দেশের
প্রগতি

শালবনি । ২১ এপ্রিল, ২০২৫ । দুপুর ২টো

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর দূরদর্শী নেতৃত্বের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা জানিয়ে উজ্জ্বল, স্বনির্ভর এবং স্থায়ী ভবিষ্যত গড়ে তোলার লক্ষ্যে তাদের দীর্ঘদিনের শপথকে আবার স্মরণ করছে জেএসডব্লিউ এনার্জি।

শালবনিতে ১,৬০০ মেগাওয়াট আল্ট্রা-সুপারক্রিটিক্যাল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সাথে একটি যুগান্তকারী অংশীদারিত্বে হাত মিলিয়েছি আমরা। নিশ্চিতভাবেই পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যুৎ-সুরক্ষা এবং শিল্প-আকাঙ্ক্ষার একটি ভিত্তিপ্রস্তর এই প্রকল্প।

এটি শুধু একটি বিদ্যুৎ-কেন্দ্রই নয়, একটি প্রতিশ্রুতিও।

অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার, সম্ভাবনা তৈরি করার এবং অঞ্চল জুড়ে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন চালানোর প্রতিশ্রুতি এই প্রকল্প।

Scan for
Live Webcast

ফ্যাটি লিভার রোধে ভরসা স্বাস্থ্যকর খাবার

১৯ এপ্রিল পেরিয়ে এলাম বিশ্ব লিভার দিবস। উদ্দেশ্য, লিভারের স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতার পাশাপাশি লিভারের রোগ প্রতিরোধে যত্ন নিতে উৎসাহিত করা। এবছরের থিম 'খাবারই ওষুধ', অর্থাৎ লিভার ভালো রাখতে এবং রোগ প্রতিরোধে পুষ্টির ভূমিকা অনস্বীকার্য। মনে রাখবেন, আপনার প্রেসক্রিপশনে কী আছে তার থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ আপনার প্লেটে কী আছে। লিখেছেন শিলিগুড়ির নেওটিয়া গেটওয়েল মাল্টিস্পেশালিটি হসপিটালের গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজিস্ট **ডাঃ নাদিম পারভেজ**

লিভারকে বলা হয় পাওয়ারহাউস, কারণ এটি শরীরকে ডিটক্সিফাই করে, পুষ্টি প্রক্রিয়াকরণে এবং বিপাকের হার নিয়ন্ত্রণ করে। তবুও লিভারের রোগ যেমন ফ্যাটি লিভার, ভাইরাল হেপাটাইটিস, সিরোসিস এবং লিভার ক্যানসার ক্রমে বাড়ছে। আর এসবের জন্য অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস এবং অনিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন দায়ী।

বাস্তবে ফ্যাটি লিভার অতি পরিচিত সমস্যা এবং বিশ্বজুড়ে লিভার সিরোসিসের অন্যতম বড় কারণ, বিশেষ করে ভারতে। যেভাবে ব্যাপক হারে ওবিসিটি, ডায়াবিটিস বাড়ছে, অনিয়ন্ত্রিত জীবনযাপনে মানুষজন অভ্যস্ত হচ্ছেন এবং অস্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়ার প্রবণতা বাড়ছে, তাতে ফ্যাটি লিভার যেন একটা ট্রেন্ড হয়ে উঠেছে। মোদ্দা কথা, এটি লাইফস্টাইল ডিজিজ, তাই প্রতিরোধযোগ্যও।

যা খাবেন

- ফল, সবজি, শুঁটি জাতীয় খাবার, গোটা শস্য এবং প্রোটিন
- স্বাস্থ্যকর চর্বি পেতে বাদাম, বীজ, জলপাই তেল ও মাছ খান

যা খাবেন না

- চিনি এবং প্রক্রিয়াজাত খাবার তালিকা থেকে বাদ দিন
- মদ্যপান ও চিনিযুক্ত পানীয় এড়িয়ে চলুন

এছাড়া স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস, নিয়মিত শরীরচর্চা এবং স্বাস্থ্যকর ওজন- সুস্থ লিভারের কার্যকারিতা পুনরুদ্ধারে এবং ফ্যাটি লিভার ডিজিজ প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। স্বাস্থ্যকর খাবার শুধু শরীরকে পুষ্ট করে না, সক্রিয়ভাবে লিভারকেও রক্ষা করে। 'খাবারই ওষুধ'– এটা শুধু থিম নয়, এটা একটা জীবনধারা। কম মাত্রা দিয়ে শুরু করুন, বুঝেশুনে খান এবং প্রতিটা কামড়ে আপনার লিভারকে সম্মান করুন।

আইবিএস মোকাবিলার উপায়

১৯ এপ্রিল ছিল ওয়ার্ল্ড ইরিটেবল বাওয়েল সিনড্রোম দিবস (আইবিএস)। এটি এমন এক অবস্থা যাতে পেটে অস্বস্তি হয়। এক্ষেত্রে দু'রকম সমস্যা হতে পারে- কোষ্ঠকাঠিন্য বা ডায়ারিয়া কিংবা উভয়ই হতে পারে। তবে এই সমস্যার পুরোপুরি কোনও সমাধান নেই। একে অনেকটাই নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এজন্য লক্ষণ অনুযায়ী খাদ্যাভ্যাসে কিছু পরিবর্তন আনা দরকার। লিখেছেন জেনারেল ফিজিশিয়ান (ডায়াবিটিস)
ডাঃ এস এ মল্লিক

আইবিএস কী

ইরিটেবল বাওয়েল সিনড্রোম বা আইবিএস পরিপাকতন্ত্রের সমস্যা, যেখানে আপনার বৃহৎ অন্ত্রে অনিয়ম ঘটে। এটি কোনও মারাত্মক রোগ না হলেও দৈনন্দিন জীবনে ভীষণ অসুবিধা করতে পারে।

লক্ষণ

- পেট ব্যথা বা অস্বস্তি
- কোষ্ঠকাঠিন্য বা ডায়ারিয়া (দুটোই ঘুরে ঘুরে হতে পারে)
- পেটে গ্যাস বা ফাঁপা ভাব
- মলত্যাগের পরে আরাম বোধ
- অতিরিক্ত গ্যাস

কারণ

আইবিএসের নির্দিষ্ট কারণ এখনও পুরোপুরি জানা যায়নি। তবে কিছু সাধারণ কারণ হতে পারে -

- মানসিক চাপ বা উদ্বেগ
- হরমোনের ওঠানামা
- খাদ্যতালিকার গণ্ডগোল
- অল্প ঘুম বা বিশ্রামের অভাব
- অ্যান্টিবায়োটিক বা অন্য ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া

নিয়ন্ত্রণের ঘরোয়া উপায়

- **খাদ্য নিয়ন্ত্রণ অত্যন্ত জরুরি :** বেশি মশলা ও ফ্যাটযুক্ত খাবার এড়িয়ে চলুন। লো ফোডম্যাপ ডায়েট অনুসরণ করুন অর্থাৎ বিশেষ কিছু কার্বোহাইড্রেট এড়ানো দরকার। বেশি করে ফাইবার খান (যদি কোষ্ঠকাঠিন্য হয়)। ডায়ারিয়ার ক্ষেত্রে দুধ, কফি ও কৃত্রিম মিষ্টি এড়িয়ে চলুন। ছোট ছোট ভাগে খাবার খান, বেশি খেলে সমস্যা বাড়ে।
- **পর্যাপ্ত জল পান করুন :** দিনে অন্তত ২.৫–৩ লিটার জল খান। এছাড়া সুপ, ডাবের জল, ফলের রস সহায়ক।
- **মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণ করুন :** যোগ, মেডিটেশন বা ব্রিদিং এক্সারসাইজ করুন। দৈনিক ৩০ মিনিট হাঁটা অভ্যাস করুন। মন ভালো রাখুন। পছন্দের গান শুনুন, বই পড়ুন বা কাজ করুন।
- **ঘুম এবং বিশ্রাম অপরিহার্য :** প্রতিদিন অন্তত ৭–৮ ঘণ্টা ঘুম দরকার। রাতে দেরি করে খাওয়া বা ঘুমানো এড়িয়ে চলুন।
- **প্রোবায়োটিক খাবার খান :** দই, ঘরে তৈরি আচার ইত্যাদি অন্ত্রে ভালো ব্যাকটিরিয়া বাড়ায়। প্রয়োজনে প্রোবায়োটিক সাপ্লিমেন্টও নেওয়া যেতে পারে।

কখন ডাক্তার দেখাবেন

- ওজন হঠাৎ কমে গেলে
- রক্ত মেশানো মলত্যাগ হলে
- অতিরিক্ত দুর্বলতা বা অ্যানিমিয়া হলে
- ঘনঘন বমি হলে

মনে রাখবেন

আইবিএস সম্পূর্ণ নিরাময়যোগ্য না হলেও, ঘরোয়া পদ্ধতিতে এটি খুব সহজেই নিয়ন্ত্রণ করা যায়। স্বাস্থ্যকর জীবনধারা, সঠিক খাবার এবং মানসিক প্রশান্তিই আইবিএসের সবচেয়ে বড় ওষুধ। নিয়ম মেনে চললে আপনি নিশ্চিন্ত জীবনযাপন করতে পারবেন।

বয়স্কদের পড়ে যাওয়া এড়াতে যা করবেন

চোমাজানা বয়স্ক মানুষের হঠাৎ পড়ে যাওয়ার খবর প্রায়ই শোনা যায়, বিশেষ করে বাথরুমে। একজন বয়স্ক ব্যক্তি পড়ে গেলে বিপদ অনেক। মাথায় আঘাত লেগে রক্তক্ষরণ হতে পারে। ভেঙে যেতে পারে হাত-পা। আঘাত লাগতে পারে শরীরের অন্যান্য অঙ্গেও। তার ওপর বয়স্কদের ভেঙে যাওয়া হাড় সহজে জোড়া লাগতে চায় না। ব্যথাবেদনায় ভুগতে হয় অনেক বেশি। পড়ে গিয়ে আঘাত লাগলে অপরের ওপর নির্ভরশীলতা আরও বেড়ে যায়। শারীরিক এবং মানসিক যন্ত্রণার সঙ্গে যোগ হয় আবারও পড়ে যাওয়ার ভয়। এই অবস্থায় যা করবেন -

- ঘরের ভেতরে যেন যথেষ্ট আলোর ব্যবস্থা থাকে। রাতে ঘুম ভেঙে বিছানা ছেড়ে এদিক-ওদিক গেলেও যেন বয়স্ক মানুষটা সবকিছু স্পষ্ট দেখতে পান। তাঁর নাগালের মধ্যেই জল রাখুন, যাতে রাতে ঘুম ভাঙলে সহজেই নিজে নিয়ে খেতে পারেন। উঠে কোথাও যেতে না হয়।
- জল, তেল, অন্যান্য তরল কিংবা পাউডার জাতীয় জিনিস অল্প পরিমাণে মেঝেতে পড়ে থাকলেও কিন্তু বিপদ ঘটতে পারে চোখের নিমেষে। তাই সতর্ক থাকুন।
- বাথরুমের মেঝে শুকনো রাখুন। বাথরুমের দেওয়ালে বেশ কিছু হাতল লাগিয়ে নিতে পারেন যাতে কমোড থেকে ওঠার সময় কিংবা পা ধোয়ার পরে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিটি হাতল ধরে ভারসাম্য ঠিক রাখতে পারেন।
- ঘরের কোথাও যেন এমন কিছু পড়ে না থাকে, যাতে বাধা পেয়ে একজন মানুষ পড়ে যেতে পারেন। শিশুর ছোট্ট একটা খেলনার কারণেও কিন্তু বয়স্ক ব্যক্তি টাল সামলাতে না পেরে পড়ে যেতে পারেন। শোয়া বা বসা অবস্থা থেকে তাড়াহুড়ো না করে ধীরে ধীরে ওঠার জন্য উৎসাহ দিন।
- বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি হালকা মাথা ঘোরানোর কথা বললে অবহেলা করবেন না। চোখে সমস্যা থাকলেও তিনি পড়ে যেতে পারেন। বাইরে গেলে কানের সমস্যার কারণেও ঘটতে পারে দুর্ঘটনা। এ ধরনের সমস্যা থাকলে দ্রুত চিকিৎসা করান।
- হাঁটার জন্য প্রয়োজনে লাঠি কিংবা ওয়াকারের ব্যবস্থা করতে হবে। তাঁর সঙ্গে সবসময় কেউ থাকলে অবশ্যই ভালো। বিশেষ করে বাথরুমে যাওয়ার সময় কেউ একজন সঙ্গে থাকা উচিত।
- বয়োজ্যেষ্ঠদের জন্য বাথরুমে ছোট্ট টুল রাখতে পারেন। তাঁদের জন্য সঠিক মাপের জুতো ও স্যান্ডেল রাখতে হবে। জুতো-স্যান্ডেলের তলা যেন পিচ্ছিল হয়ে না যায়, সেদিকে খেয়াল রাখুন।
- পায়ের নখ সুন্দরভাবে কেটে দিন। পায়ে ব্যথা, জড়তা, ক্ষত বা অন্য সমস্যা হলে চিকিৎসা করান।
- শরীরচর্চাতে উৎসাহ দিন। তবে সেটা যেন বয়স এবং শারীরিক অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।

বহুবিধ শারীরিক সমস্যার জন্যই একজন মানুষ পড়ে যেতে পারেন। যেমন ডায়াবিটিস বা রক্তচাপের ওঠানামা, মাথা ঘোরা প্রভৃতি। চিকিৎসকের কাছে গেলে এসব সমস্যা ধরা পড়ার সম্ভাবনা থাকে। চিকিৎসা করানোও সহজ হয়।

ব্যস্ত জীবনে সুস্থ থাকার উপায় জানা আছে আপনার? লিখে পাঠান আমাদের। আপনার লেখা ছাপা হবে উত্তরবঙ্গ সংবাদের সুস্থ থাকুন পাতায়। শর্ত দুটো – আপনাকে হতে হবে স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ এবং লেখা পাঠাতে হবে ইউনিকোডে। সঙ্গে দেবেন যোগাযোগের নম্বর। লেখা পাঠানোর ঠিকানা– health.uttarbanga@gmail.com

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

MLD

ট্রাম্প বিরোধিতায় উত্তাল আমেরিকা
» ৮

কটূক্তিতে প্রতিবাদী মা, মেয়ে আক্রান্ত
মেয়েকে কটূক্তির প্রতিবাদ করায় এক মদ্যপ তরুণের হাতে আক্রান্ত হলেন মা। তাঁকে বাঁচাতে গিয়ে আক্রান্ত হন কলেজ পড়ুয়া মেয়েও। অভিযুক্তের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ। » ১০

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

মালদা		রায়গঞ্জ		বালুরঘাট		শিলিগুড়ি	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
৩৩°	২৩°	৩২°	২৫°	৩২°	২২°	৩৩°	২৮°

আইপিএলের ৬৭ নম্বর হাফ সেঞ্চুরি বিরাটের » ১১

৭ বৈশাখ ১৪৩২ সোমবার ৫.০০ টাকা 21 April 2025 Monday 14 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 331

সময়ের কথা

জাত বড়, তাই চাপা পড়ছে ভাতের লড়াই

জয়দীপ সরকার

আজ ২১ এপ্রিল, উত্তরবঙ্গের খাদ্য আন্দোলনের শহিদ দিবসের ৭৪ বছর। যথাযোগ্য মর্যাদায় এই দিনটির প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী উদযাপনের শুরু হতেই পারত আজ, যদিও মূল ধারার রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনগুলোর সে উদ্যোগ নেই। আসলে ভোটের অঙ্কে দিনটি আর গুরুত্বপূর্ণ নয়। এই দিনটিকে স্মরণে রেখে শঙ্খ ঘোষ 'যমুনাবতী' লিখেছিলেন। গত ৭৪ বছরে মূলধারার বাঙালি বৌদ্ধিক সমাজও সেভাবে এই দিনটিকে ইতিহাসে জায়গা দেয়নি।

ইন্টারনেটে কোনও সার্চ ইঞ্জিনে যদি টাইপ করি 'খাদ্য আন্দোলন', তাহলে যে দিনটি দেখায় তা হল, ১৯৫৯ সালের ৩১ অগাস্ট, যে আন্দোলনের প্রথম শহিদ নুরুল ইসলাম। কিন্তু তারও আট বছর আগে, ১৯৫১ সালে আজকের দিনেই স্বাধীন ভারতের প্রথম খাদ্য আন্দোলনে পঞ্চশহিদকে বরণ করেছিল রাজনগর কোচবিহারের রাজপথ।

১৯৪৭ সালে ক্ষমতা হস্তান্তরের মাধ্যমে দ্বিখণ্ডিত ভারত যখন স্বাধীন হয়, করদ রাজ্য কোচবিহার দুই খণ্ড থেকেই নিজেকে বিচ্ছিন্ন রাখার সিদ্ধান্ত নেয়। ১৯৪৯ সালে রাজতন্ত্রের অবসান ঘটে এবং কোচবিহার ভারতভুক্ত হয়। কিন্তু কোচবিহার থেকে দিনাজপুর তখন এক গভীর সমস্যায়। দেশভাগ ও দাঙ্গার কারণে পূর্ববঙ্গ থেকে লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু মানুষ ভিড় জমাচ্ছেন উত্তরের এই দুই ভূখণ্ডে। কোচবিহারের সমস্যাটা আরও একটু বেশি ছিল। কারণ, পূর্বতন করদ রাজ্যের জন্য নতুন দেশটার কোনও সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ছিল না। তৎকালীন রাজ্য সরকারও অনেকটাই নিস্পৃহ ছিল কোচবিহারের উদ্বাস্তু স্রোত নিয়ে।

১৯৫০-এর শেষেই এই অঞ্চলে এক মন চালের দাম পৌঁছোয় ৭০-৮০ টাকায়। দেখা দেয় তীব্র খাদ্যসংকট। প্রজামণ্ডলের নেতৃত্বে ফরওয়ার্ড ব্লক, সোশ্যালিস্ট পার্টি সহ বিভিন্ন বামপন্থী দলের সমন্বয়ে ১৯ এপ্রিল, ১৯৫১ খাদ্য পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার দাবিতে সাগরদিঘির পাড়ে অনশন আন্দোলন অনুষ্ঠিত হয়। ২০ এপ্রিল জেলাজুড়ে পালিত হয় সাধারণ ধর্মঘট। ২১ এপ্রিল খাদ্যের দাবিতে জেলা শাসকের অফিসের দিকে এগোতে থাকে ভুখা মানুষের মিছিল। সেই মিছিলের শুরুতেই ছিলেন জেনকিন্স স্কুল, মিশনারি বা নৃপেন্দ্রনারায়ণ স্কুল ও সুনীতি অ্যাকাডেমির ছাত্রছাত্রীরা। আন্দোলন থামাতে পুলিশ নির্বিচারে গুলি চালালে প্রাণ হারান সাত বছরের এক শিশু ও দুই তরুণী সহ পাঁচজন : বকুল তালুকদার (৭), কবিতা বসু (২৫), বন্দনা তালুকদার (১৬), সতীশ দেবনাথ (১৫) ও বাদল বিশ্বাস (২০)। আহত হয়েছিলেন আরও ৪১ জন।

'পাঁচ শহীদের তাজা খুনে লাল সাগর-দীঘির জল/ তখন তোমার দুচোখে আগুন কিন্তু অচঞ্চল/ সেদিন এরপর দশের পাতায়

সিপিএমের ব্রিগেড সমাবেশ। রবিবার। - পিটিআই

রুটি-রুজির লড়াইয়ের ডাক ব্রিগেডে

শ্রমজীবী ভোটব্যাংক ফেরানোয় নজর

রিমি শীল

কলকাতা, ২০ এপ্রিল : প্রথমে নজর ছিল যুব সংগঠনের দিকে। তাদের নামে ব্রিগেড করার পর এবার তাদের এককালের ভোটব্যাংক কৃষক, শ্রমিক তথা নিম্ন আয়ের মানুষের ওপর ভরসা রাখল সিপিএম। রবিবার কৃষক, শ্রমিক, খেতমজুর সংগঠনগুলিকে সামনে রেখেই ব্রিগেড সমাবেশ আয়োজন করেছিল সিপিএম। ওই সমাবেশ থেকে গ্রামে গ্রামে পৌঁছে যাওয়ার বার্তা দেওয়া হল দলের কর্মীদের। প্রতিটি সংগঠনকে প্রান্তিক মানুষদের কাছে পৌঁছোনোর বার্তা দেওয়া হল। '২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের ঘণ্টা বাজিয়ে মঞ্চ থেকে তৃণমূলের উইকেট ফেলার ডাক দিলেন নেতা-নেত্রীরা। রাজ্যের ও কেন্দ্রের শাসকদলকে একযোগে বিঁধে সমাজের কৃষক, খেতমজুর, শ্রমিকদের সংগঠিত করতে ব্রিগেডের মাঠ থেকে ডাক দিলেও আগামী দিনের কোনও সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি ঘোষণা করতে পারেননি দলীয় নেতারা। শুধু সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম ও খেতমজুর ইউনিয়নের নেত্রী বন্যা টুডুর বক্তব্যে উঠে এল গ্রামে গ্রামে বুথ স্তর পর্যন্ত লড়াই পৌঁছে দেওয়ার বার্তা।

সাধারণ পাঁচটি মুখ। এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ বক্তা বলতে সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম। তবে এদিন নজর কেড়েছেন পঞ্চম বক্তা খেতমজুর ইউনিয়নের নেত্রী বন্যা টুডু। একমাত্র মহিলা বক্তা হিসেবে তাঁর উদ্দীপ্ত বক্তব্যে হাততালির ঝড় ওঠে আমজনতার মাঝে। তিনি ছিলেন এদিনের অন্যতম আকর্ষণ। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারকে একযোগে বিঁধে তিনি বলেন, 'শহরের মানুষ আমাদের কথা জানে না। আমরা লড়াই করি। অনেকেই বলেন, ব্রিগেডে এত লোক, ভোটবাক্স তো শূন্য। আসলে ভোটবাক্স আর রুটিরুজির লড়াইটা আলাদা। তাই মা-বোনেরা কাজ ফেলেও এই প্রখর রোদে ব্রিগেডে এসেছে। শুধু ব্রিগেডে বক্তব্য শুনে চলে গেলে হবে না, আমাদের লড়াই করতে হবে। অঞ্চলে, গ্রামে, বুথে যাব। কোথাও এদিকওদিক হচ্ছে কি না সব দেখব। ওরা বলে খেলা হবে। আমরাও খেলা করব। ব্যাট নেব, বল নেব, '২৬-এর নির্বাচনে আমরা দেখিয়ে দেব, উইকেট ফেলব।'

> মানুষের চাকরি গিয়েছে। সাম্প্রদায়িক হিংসা ছড়ানো হচ্ছে। মুর্শিদাবাদকে বাংলাদেশের মতো সংখ্যালঘু নিধনের জায়গা হতে দিতে পারি না। যাঁরা খুন হলেন তাঁদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। আমরা চাই বিচার বিভাগীয় তদন্ত হোক।
>
> **মহম্মদ সেলিম**
> রাজ্য সম্পাদক, সিপিএম

এদিনের জনসমাগমে আপ্লুত দলের রাজ্য নেতৃত্ব। সেলিমের দাবি, 'এই ব্রিগেড বুকে কাঁপন ধরাবে। মানুষের চাকরি গিয়েছে। সাম্প্রদায়িক হিংসা ছড়ানো হচ্ছে। মুর্শিদাবাদকে বাংলাদেশের মতো সংখ্যালঘু নিধনের জায়গা হতে দিতে পারি না। যারা খুন হলেন তাদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। আমরা চাই বিচার বিভাগীয় তদন্ত হোক। নিয়োগে দুর্নীতির পাহাড় ২৬ হাজার মানুষের চাকরি গিয়েছে। আমাদের দাবি, যেখানে সাম্প্রদায়িক হিংসা ছড়াবে পুলিশকে তার বিরুদ্ধে মামলা করতে হবে। না হলে আমরা রাজ্যের সব থানায় এফআইআর করব। বাঁচতে গেলে হিন্দু ও মুসলিম একসঙ্গে লড়তে হবে। লড়াই মন্দির, মসজিদ ঘিরে নয়। বিজেপি, তৃণমূলের স্ক্রিপ্ট একজনই লিখেছেন-মোহন ভাগবত। বন্যা বলেছে, উইকেট ফেলে দেবে। ফুটবলের ভাষায় বলতে গেলে, একটু নেমে খেলতে হয়। যাতে চোদ্দো তলা থেকে চোরগুলিকে টেনে নামাতে পারি। '২৬-এর লড়াই শুরু হোক এখান থেকে। গ্রামে গ্রামে এই লড়াই ছড়িয়ে দিতে হবে।' প্রান্তিক মানুষদের উদ্দেশে বার্তা দিয়ে সিটুর রাজ্য সম্পাদক অনাদি সাহু বলেন, 'কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের অর্থনৈতিক নীতি শ্রমিক, এরপর দশের পাতায়

এটিএমে সেলোফেন টেপ সাঁটার পর হাতেনাতে ধৃত

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ২০ এপ্রিল : বালুরঘাট থানা থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে এটিএম জালিয়াতি করতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়ল এক তরুণ। এটিএমে ঢুকে শাটার নামিয়ে দিয়ে মেশিনে সেলোটেপ লাগানোর সময় হাতেনাতে ধরা পড়ে ওই প্রতারক। এটিএম রক্ষণাবেক্ষণের কর্মীরা এই প্রতারকের কৌশল বুঝতে পেরে তার পিছু ধাওয়া করে। তাকে ধরে বালুরঘাট থানায় নিয়ে গিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

পুলিশ জানিয়েছে, ওই তরুণের নাম জাহিদ খান। বাড়ি বিহার রাজ্যের গয়া জেলার ফতেপুর থানা এলাকায়। পুলিশের প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা গিয়েছে, বিহার থেকে বালুরঘাটে

হাতেনাতে পাকড়াও ভিনরাজ্যের তরুণ

এমনই একদল এটিএম প্রতারকের দল এসেছে। যারা বিভিন্ন এটিএমে এমন কৌশলে জালিয়াতি করছে। ওই তরুণকে জিজ্ঞাসাবাদ করে তার সঙ্গীদের খোঁজ চালাচ্ছে পুলিশ। রবিবার দুপুরে থানা মোড় চত্বরে এমন ঘটনায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে শহরজুড়ে। পুলিশ আরও জানতে পেরেছে, জালিয়াতির কৌশল। বিশেষ কায়দায় যন্ত্রে সেলোটেপ লাগিয়ে দিলে এটিএম থেকে টাকা তুলতে চাইলে টাকা সেখানেই আটকে যাবে। এরপর গ্রাহক ফিরে যেতেই ওই টাকা তুলে নেয় প্রতারকরা।

বালুরঘাট থানার কাছে একটি আবাসনের নীচে থাকা এটিএমে এমন ঘটনা ঘটেছে। সেখানেই শাটার নামিয়েই ওই জালিয়াতির কাজ চলছিল। প্রথমদিকে এটিএম রক্ষণাবেক্ষণ সংস্থার প্রতিনিধি বলে অনেকে মনে করেন। কিন্তু সেইসময় স্থানীয় মানুষ ও এটিএম রক্ষণাবেক্ষণকারী সংস্থার অন্য কর্মীরা এগিয়ে এলে ওই তরুণ সোজা ছুট দেয়। সকলে মিলে ধাওয়া করে ওই প্রতারক তরুণকে পাকড়াও করে বালুরঘাট থানার পুলিশের হাতে তুলে দেয়।

ধৃতের কাছ থেকে উদ্ধার হওয়া একটি ব্যাগ থেকে সেলোটেপ ও কাঁচি উদ্ধার করেন স্থানীয়রা। সেগুলি পুলিশ বাজেয়াপ্ত করেছে। পরে জানা যায়, ওই এটিএম থেকে এক শিক্ষক ৫ হাজার টাকা তুলছিলেন। এরপর দশের পাতায়

আট মাস বিহারে কাজ করে বাংলাদেশে ফেরার চেষ্টা

বিএসএফের জালে ৫

অনির্বাণ চক্রবর্তী

কালিয়াগঞ্জ, ২০ এপ্রিল : প্রতিবেশী দেশে কিছুটা রাজনৈতিক স্থিতাবস্থা ফিরে আসতেই অনুপ্রবেশকারীদের হিড়িক লেগেছে বাংলাদেশে ফেরার। আর নিজের দেশে ফিরতে গিয়েই উত্তর দিনাজপুরে ভারতের সীমান্ত এলাকায় বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের গ্রেপ্তারের সংখ্যা বাড়ছে প্রতিনিয়ত। শনিবার সন্ধ্যায় এমনই পাঁচজন বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের হাতেনাতে ধরলেন রাধিকাপুরের চকশিবানন্দপুরের সীমান্তে কর্তব্যরত বিএসএফ জওয়ানরা। ধৃতরা জেরায় স্বীকার করেছে, তারা আট মাস বিহারে শ্রমিকের কাজ করেছিলেন। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতেই বাংলাদেশে ফেরার চেষ্টা করেন।

উল্লেখ্য, কালিয়াগঞ্জের দক্ষিণে অনন্তপুর এবং পূর্বে রাধিকাপুরের বিস্তৃত এলাকা জুড়ে কাঁটাতার যুক্ত ভারত-বাংলাদেশ বর্ডার রয়েছে।

কথা প্রসঙ্গে রাধিকাপুরের বাসিন্দারা ভয়ে ভয়ে জানালেন, গত বছর অগাস্টে বাংলাদেশে রাজনৈতিক উত্তেজনা তৈরি হতেই প্রাণের ভয়ে প্রচুর মানুষ চোরাগোপ্তায় কাঁটাতারের বেড়া গলিয়ে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে আশ্রয় নিয়েছিলেন। সেই সময় শুধুমাত্র রাধিকাপুর এলাকার বর্ডার দিয়েই বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশি ভারতে ঢুকে পড়েন। তারপর থেকে ভারতে বসে নজর রাখছিলেন বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতির উপর।

শনিবার ধৃত ৫ বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী পুলিশের কাছে স্বীকার করেছেন যে, তাঁরা বিহারে গিয়ে শ্রমিকের কাজ করছিলেন। বাংলাদেশ ফেরার পথে তাঁদের চকশিবানন্দপুর এলাকায় কর্তব্যরত বিএসএফ আটক করে। ধৃতদের কালিয়াগঞ্জ থানার হাতে তুলে দেন বিএসএফ কর্তারা।

কালিয়াগঞ্জ থানার আইসি দেবব্রত মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, 'ধৃত ব্যক্তিদের মধ্যে একটি পরিবারও রয়েছে।'

কালিয়াগঞ্জ থানার পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতদের মধ্যে একজনের নাম চিত্র দেবশর্মা (৩৯)। এছাড়াও ধরা পড়েছেন চিত্রের স্ত্রী নমিতা বালা (৩৩) এবং চিত্রের ছেলে দিপু দেবশর্মা (১৮)। প্রত্যেকেরই বাড়ি দিনাজপুর জেলার বোঁচাগঞ্জ এলাকায়। এছাড়া গ্রেপ্তার করা হয়েছে দিনাজপুর জেলার চাপাডাঙ্গির বাসিন্দা আশানন্দ রায় (৩০) এবং বিরোল এলাকার বিনয় রায়কে (১৮)। রবিবার সকালে ধৃত বাংলাদেশি নাগরিকদের রায়গঞ্জ জেলা আদালতে পেশ করা হয়।

নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক রাধিকাপুরের এক বিজেপি নেতা বলেন, 'গত বছর অগাস্ট মাসে বাংলাদেশে রাজনৈতিক উত্তেজনা সৃষ্টি হতেই প্রায় ৫০ হাজার মানুষ বাঁচার তাগিদে কাঁটাতারের বেড়া গলিয়ে এপারে এসেছিলেন। সে সময় ভারতের বেশ কিছু দালাল লক্ষ লক্ষ টাকা রোজগার করেছেন।'

কালিয়াগঞ্জের বিজেপি নেতা উত্তম রায়ের মন্তব্য, 'সেই সময় প্রচুর বাংলাদেশি প্রাণের ভয়ে এপারে এসেছিলেন। আজও দু'একজন করে অনুপ্রবেশ করছে।'

বিএসএফ তাহলে কি করছে? জবাবে উত্তমের জবাব, 'চোখে পড়লে বিএসএফ ধরছে।'

অনুপ্রবেশের প্রমাণ

- বাংলাদেশ থেকে প্রচুর মানুষ কাঁটাতারের বেড়া গলে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে আশ্রয় নিয়েছিল
- সেই সময় শুধুমাত্র রাধিকাপুর এলাকার বর্ডার দিয়েই বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশি ভারতে ঢুকে পড়ে
- শনিবার ধৃত ৫ বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী পুলিশের কাছে স্বীকার করেছে যে, তাঁরা বিহারে গিয়ে শ্রমিকের কাজ করছিল
- বাংলাদেশ ফেরার পথে তাঁদের চকশিবানন্দপুর এলাকায় কর্তব্যরত বিএসএফ আটক করে

চকশিবানন্দপুরের কাঁটাতারের বেড়া। - ফাইল চিত্র

পিছিয়েই থাকা নাকি উন্নয়ন ?
কোন পথে হবে উত্তরের উত্তরণ
বলবেন আপনারাই
লিখব আমরা
আপনাদের মনের কথা
উত্তরবঙ্গের কিছু দিকচিহ্ন খবরের ভিডিও দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

বৃষ্টি, রোদ বা গরম। কাজ করে যায়। রবিবার বালুরঘাটে। - মাজিদুর সরদার

এডিশন স্পেশাল

১০ কোটির রেশম সুতো নিয়ে বেপাত্তা ব্যবসায়ী
» বিস্তারিত দুইয়ের পাতায়

ধর্ষণের পর বিষ খাইয়ে খুনের চেষ্টা
» বিস্তারিত দুইয়ের পাতায়

নেশার ঠেক ভাঙলেন কাউন্সিলার
» বিস্তারিত নয়ের পাতায়

মুর্শিদাবাদের অশান্তিতে উত্তর দিনাজপুর থেকে ধৃত জাফরাবাদে জোড়া খুনের অন্যতম অভিযুক্ত। ওই ঘটনায় আগুনে ঘি ঢালতে একাধিক ভিডিও ব্যবহার করা হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। তার মধ্যে একটি আলিপুরদুয়ারের ফালাকাটার।

বাবা-ছেলে খুনে চোপড়ায় গ্রেপ্তার

মনজুর আলম

চোপড়া, ২০ এপ্রিল : মুর্শিদাবাদের অশান্তির ঘটনায় এবার নাম জড়িয়ে গেল উত্তর দিনাজপুরের। সামশেরগঞ্জের জাফরাবাদে বাবা-ছেলেকে খুনের অন্যতম অভিযুক্ত জিয়াউল শেখকে চোপড়ার কালাগছ এলাকা থেকে শনিবার পাকড়াও করা হয়েছে। স্থানীয় চোপড়া থানার পুলিশ এই ঘটনায় মুখ খুলতে নারাজ। তবে জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার সুপার আনন্দ রায় একটি বিবৃতি দিয়ে এখবর জানিয়েছেন।

পুলিশসূত্রে বলা হচ্ছে, এলাকায় এসটিএফ টিম এসেছিল। তবে কোনওরকম গ্রেপ্তারির বিষয়ে স্থানীয় থানায় কিছুই জানানো হয়নি। খুনের ঘটনায় চোপড়ার নাম জড়িয়ে যাওয়ার পর রবিবার দিনভর এনিয়ে চর্চা চলে চোপড়ায়। স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা গিয়েছে, এর আগে চোপড়ায় ফেরিওয়ালার কাজ করত জিয়াউল। তাহলে কি খুনের ঘটনার পর গা-ঢাকা দিতেই চোপড়ার চেনা জায়গায় এসে উঠেছিল? প্রশ্নের জবাব মিলছে না। ধৃত জিয়াউল সামশেরগঞ্জের সুলিতলা এলাকার বাসিন্দা। রবিবার তাকে জঙ্গিপুরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কালাগছ এলাকায় তাকে খুব একটা কেউ চিনতেন না। তাই সেখানকার লোকজন প্রথমে কিছু বুঝতেও পারেননি। তবে যে এলাকায় জিয়াউল আশ্রয় নিয়েছিল, সেখানকার কেউ আবার এব্যাপারে কিছু বলতে পারছেন না, বা বলতে চাইছেন না।

স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে যতটুকু জানা গিয়েছে, দু'দিন আগেই নাকি কালাগছ এলাকায় এসে উঠেছিল জিয়াউল। এখানে কাজেও যোগ দিয়েছিল। এই জায়গা তার চেনা। কয়েকবছর আগে এখানেই ঘরভাড়া নিয়ে ফেরিওয়ালার কাজ করত জিয়াউল। কালাগছ মাছ বাজারের অদূরে পরিচিত ফেরিওয়ালাদের ডেরায় উঠেছিল। মালদা, মুর্শিদাবাদ জেলার অনেকেই এই এলাকায় ফেরিওয়ালার কাজ করেন। তাদের সঙ্গে মিশে যাওয়ার উদ্দেশ্য নিয়েই সে এসেছিল বলে মনে করা হচ্ছে।

দু'দিনের মধ্যে কাজও খুঁজে নিয়েছিল। এরপর দশের পাতায়

যা ঘটেছিল

- ধৃত জিয়াউল সামশেরগঞ্জের সুলিতলা এলাকার বাসিন্দা। রবিবার তাকে জঙ্গিপুরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে
- কালাগছ এলাকায় তাকে খুব একটা কেউ চিনতেন না। তাই সেখানকার লোকজন প্রথমে কিছু বুঝতেও পারেননি
- তবে যে এলাকায় জিয়াউল আশ্রয় নিয়েছিল, সেখানকার কেউ আবার এব্যাপারে কিছু বলতে পারছেন না, বা বলতে চাইছেন না
- স্থানীয়দের সূত্রে জানা গিয়েছে, দু'দিন আগেই নাকি কালাগছ এলাকায় এসেছিল জিয়াউল। এখানে কাজেও যোগ দিয়েছিল

মুর্শিদাবাদে অশান্তিতে ফালাকাটার ছবি

নিউজ ব্যুরো

২০ এপ্রিল : অশান্তি পাকানোর 'যথাযথ উদ্যোগ' থাকলে, কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, তা আগে থেকে বলা যায় না। তেমনই কোথাকার ছবি কোন প্রসঙ্গে 'ব্যবহার' করা হবে, বলা যায় না সেটাও। গত মাসখানেকের মধ্যে গঙ্গার দুই পাড়ের দুই এলাকায় অশান্তি পাকিয়ে উঠেছিল। মালদার মোথাবাড়িতে ইদের আগে। মুর্শিদাবাদে ইদের পরে। ওয়াকফ সংশোধনী আইনের প্রতিবাদ নিয়ে যে গণ্ডগোলের শুরু মুর্শিদাবাদে, সেই ঘটনার রেশ এখনও কাটেনি। সেখানে বাবা-ছেলেকে খুনের ঘটনায় আরও এক অভিযুক্ত সদ্য ধরা পড়েছে উত্তর দিনাজপুর থেকে। আর মুর্শিদাবাদের ঘটনায় এবার নাম জড়িয়ে গেল আলিপুরদুয়ারের। কীভাবে? মুর্শিদাবাদে অশান্তির আগুনে ঘি ঢালতে একাধিক ভিডিও ব্যবহার করা হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। তার মধ্যে একটি ভিডিও আলিপুরদুয়ার জেলার ফালাকাটার।

ফালাকাটার সঙ্গে মুর্শিদাবাদের দূরত্ব কয়েকশো কিলোমিটার। তাও সেখানকার ভিডিও বেমালুম চালিয়ে দেওয়া হয়েছে মুর্শিদাবাদের বলে। এভাবে গুজব ছড়ানোর বিষয়টি ধরেছে ক্যুইন্ট নামক একটি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম, যারা এধরনের ভুয়ো খবর যাচাই করার কাজ করে। কী রয়েছে সেই ভিডিওতে? তাতে দেখানো হয়েছে, দুজন বিহারের হিন্দু বাসিন্দা মাথায় ফেজ টুপি পরে রয়েছেন। তাঁদের আটকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় সেই ভিডিও পোস্ট করে দাবি করা এরপর দশের পাতায়

পাশে পারলালপুর, ২১৫ জনকে ফেরাল প্রশাসন

অরিন্দম বাগ

পারলালপুর (বৈষ্ণবনগর), ২০ এপ্রিল : 'পটাই, একটু শুনে যাস। একটিবার স্কুলে যাস তো...।' মায়ের ডাকে খেলা ফেলে রান্নাঘরের দিকে ছোটে পটাই। রবিবার সকালে পাড়ার বন্ধুদের সঙ্গে মাঠে খেলছিল। মায়ের ডাকে খেলায় ছেদ পড়লেও ১২-১৩ বছরের ছেলেটা জানে, নিশ্চয়ই কোনও কাজ পড়েছে। তা না হলে মা এভাবে ডাকত না। রান্নাঘরে যেতেই ছেলের হাতে একটা কাগজের ঠোঙা তুলে দিলেন হৈমন্তী। ছেলেকে বলে উঠলেন, 'একটু স্কুলে যা বাবা। গতকাল সকালে নিভার পাঁচ বছরের মেয়েটা লজেন্স খেতে চেয়েছিল। তখন সঙ্গে পয়সা ছিল না। আজ সকালে কিনেছি। লজেন্স ক'টা মেয়েটাকে দিয়ে আয়। বাচ্চা মেয়ে, কতদিন লজেন্স খায়নি। আর নিভাকে বলিস, রান্নাটা সেরেই স্কুলে যাচ্ছি। ওর সঙ্গে কথা হবে।' তখনও হৈমন্তী ভাবেননি বিকেলেই পারলালপুরের ক্যাম্পটা খালি হয়ে যাবে।

আর তেমনটাই ঘটল ছুটির দিনের শেষবেলায়। কালিয়াচক-৩ নম্বর ব্লকের বিডিও সুকান্ত সিকদারের বক্তব্য, 'রবিবার বিকেলে পারপালপুর হাইস্কুলের ক্যাম্প বন্ধ করা হয়েছে। আজ প্রায় ২১৫ জন শরণার্থী নিজেদের ঘরে ফিরে গিয়েছেন। তাঁদের জন্য পর্যাপ্ত খাবার ও যাতায়াতের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কিছু শরণার্থী পুলিশের সাহায্যে সড়ক পথে গিয়েছেন। কিছু মানুষ আবার ক্যুইক রেসপন্স টিমের সহায়তায় নদী পথে বাড়ি ফিরেছেন।'

পরিস্থিতি অবশ্য এমনটা ছিল না। কিন্তু কিছু মানুষের তৈরি বিপর্যয়ে মুর্শিদাবাদ-মালদা এখন যেন একইসূত্রে জড়িয়ে আছে। অথচ ১২ এপ্রিলের আগে বছর আঠাশের নিভাকে মোটেই চিনতেন না হৈমন্তী। তাঁর বাড়ি গঙ্গার ওপারে বেতবোনা গ্রামে। নদীর এপারে মালদার পারলালপুরে থাকেন তিনি নিজে। তাঁদের মধ্যে এই হৃদ্যতা এই ক'দিনে তৈরি হল কীভাবে? হৈমন্তী জানালেন, 'গত সপ্তাহে শুক্রবারের রাত। হঠাৎ দেখি, নদীর ওপারে আগুন জ্বলছে। শনিবার সকালে জানতে পারি, ওপারের ভীতসন্ত্রস্ত লোকজন প্রাণের তাগিদে এপারে চলে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সেদিন সন্ধেয় প্রথম নৌকায় বেশ কিছু ঘরছাড়া মানুষ আমাদের গ্রামে আসে। গ্রামের আরও অনেকের সঙ্গে আমিও গঙ্গার ঘাটে ছিলাম। ঘাট থেকে ছেলেমেয়ে সহ নিভাকে আমিই স্কুলে নিয়ে এসেছিলাম। সেদিন থেকে ওর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছে। প্রথমদিকে দিনে কয়েকবার ওর সঙ্গে দেখা করতে যেতাম। ওদের যা লাগত সব নিয়ে যেতাম। এখন পুলিশ স্কুলে ঢুকতে দিচ্ছে না। তাই পাঁচিলের উপর দিয়ে ওদেরকে সব দিচ্ছি। ওর মেয়েটা গতকাল লজেন্স খেতে চেয়েছিল। আজ ছেলেকে দিয়ে পাঠালাম।'

> যেদিন এই মানুষগুলো স্কুলে আশ্রয় নিয়েছেন, সেদিন থেকেই আমাদের পরিস্থিতি বদলে গিয়েছে। ধুলিয়ানের অবস্থা এখনও স্বাভাবিক নয়। বাজার খোলেনি। আমরা নিজেদের সবজি ধুলিয়ান বাজারেই নিয়ে যাই। সবজি এখন জমিতে পাকছে, পচছে। শ্রমিকও পাওয়া যাচ্ছে না।
>
> **উজ্জ্বল বিশ্বাস**
> স্থানীয় বাসিন্দা

শুধু হৈমন্তী নন, গোটা পারলালপুর গ্রামটাই এখন বেতবোনার ঘরছাড়াদের ঘনিষ্ঠ 'আত্মীয়'। বুক দিয়ে আগলে রেখেছেন বিধ্বস্ত মানুষগুলিকে। প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা করার আগে যাতে প্রশাসন তাঁদের ঘরে ফেরাতে না পারে, তার জন্য রাত জেগেছে পারলালপুর। অবশ্য গতকাল দুপুরে ২১টি পরিবার নিজেদের বাড়ি ফিরে গিয়েছে। রবিবার সকাল পর্যন্ত স্কুলে রয়েছেন ২১৫ জন। এঁদের অধিকাংশই মহিলা। সঙ্গে রয়েছে বাচ্চারাও। পারলালপুরের বাসিন্দাদের সাফ কথা, এই এরপর দশের পাতায়

পুকুরে ডুবে তরুণের মৃত্যু

বালুরঘাট, ২০ এপ্রিল : পুকুরে স্নান করতে গিয়ে তলিয়ে মৃত্যু হল এক তরুণের। মৃতের নাম পিতর কাওয়া(২৬)। বাড়ি বালুরঘাট ব্লকের চকভৃগু পঞ্চায়েতের মামনাতে। পিতর কাওয়া শ্রমিক।

পরিবার সূত্রে খবর, পিতর প্রতিদিন বাড়িতে বা বাড়ির পাশে টিউবওয়েলে স্নান করত। শনিবার বাড়ির পাশে পুকুরে স্নান করতে যায়। আচমকাই পিতর তলিয়ে যায়। স্থানীয়রা দ্রুত তাঁকে উদ্ধার করে বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসে। সেখানেই চিকিৎসকরা তরুণকে মৃত ঘোষণা করেন।

মৃতের মামা জোসেফ টপনো বলেন, 'ভাগ্নে প্রতিদিনই টিউবওয়েলেই স্নান করত। গতকাল দুপুরে পুকুরে স্নান করতে গিয়ে ডুবে যায়। কীভাবে মৃত্যু হল, তা এখনও পরিষ্কার নয়। রবিবার বালুরঘাট থানার পুলিশ দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠিয়েছি। তারা ঘটনা খতিয়ে দেখছে।

ট্র্যাক্টরের সঙ্গে সংঘর্ষে জখম

হেমতাবাদ, ২০ এপ্রিল : হেমতাবাদ থেকে বাজার করে বাইকে বাড়ি ফেরার পথে মাটি বোঝাই ট্র্যাক্টরের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে গুরুতর জখম হল এক তরুণ। রবিবার দুর্ঘটনাটি ঘটেছে হেমতাবাদ থানার মস্তানপাড়া এলাকায়। জখম তরুণের নাম মহম্মদ কাইফ (১৯)। বাড়ি হেমতাবাদ থানার বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী বাহারাইল সংলগ্ন নওদা গ্রামে। গুরুতর জখম কাইফকে উদ্ধার করে স্থানীয়রা প্রথমে কাইফকে হেমতাবাদ গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। কিন্তু তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাঁকে রায়গঞ্জ মেডিকেলে স্থানান্তরিত করার পরামর্শ দেন কর্তব্যরত জরুরি বিভাগের চিকিৎসক। এদিন সন্ধে সাড়ে ছটা নাগাদ রায়গঞ্জ মেডিকেলে তাঁকে ভর্তি করা হয়। উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে তাঁকে রেফার করা হবে বলে মেডিকেল কলেজ সূত্রে জানা গিয়েছে। বর্তমানে ওই তরুণ মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে।

নিখোঁজ কিশোরী

হরিশ্চন্দ্রপুর, ২০ এপ্রিল : শুক্রবার বাড়ি থেকে বেরিয়ে পার্শ্ববর্তী তুলসীহাটাতে গিয়ে নিখোঁজ হয়ে যায় এক কিশোরী। হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকার সুলতান নগর গ্রাম পঞ্চায়েতের মনোহরপুর এলাকার ঘটনা। নিখোঁজ ওই কিশোরীর নাম সীমা দাস (১৫)। পরিবারের তরফে জানা গিয়েছে, তুলসীহাটার চুরিপট্টি এলাকায় ওই কিশোরী একটি কাজে গিয়েছিল। কিন্তু তারপর আর বাড়ি ফেরেনি। অনেক খোঁজাখুঁজির পর ওই কিশোরীর হদিস না মেলায় বাধ্য হয়ে এদিন পুলিশের দ্বারস্থ হন পরিজনেরা। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

আগুন নেভানোর প্রশিক্ষণ

মালদা, ২০ এপ্রিল : সপ্তাহব্যাপী চলছে অগ্নিনির্বাপণ সপ্তাহ। এই উপলক্ষ্যে মালদা দমকল বিভাগের পক্ষ থেকে জেলার হিমঘর মালিক কর্তৃপক্ষদের নিয়ে একটি বিশেষ সচেতনতা ও মহড়ার আয়োজন করা হল। ইংরেজবাজার ব্লকের বাঁধাপুকুর এলাকায় একটি হিমঘরে ওই বিশেষ শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। হঠাৎ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটলে দমকলকর্মীদের আসার আগে হিমঘর কর্মীদের কী করণীয় সেই বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিলেন দমকল বিভাগের কর্মীরা। উপস্থিত ছিলেন দমকল বিভাগের ইংরেজবাজার স্টেশনের ফায়ার অফিসার জয়ন্ত প্রকাশ সিং, মালদা হিমঘর ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি উজ্জ্বল সাহা প্রমুখ। দমকল আধিকারিক জয়ন্ত প্রকাশ সিং বলেন, 'অগ্নিনির্বাপণ সপ্তাহ চলছে। বিভিন্ন শিল্পকেন্দ্রগুলিতে অগ্নিনির্বাপণ সম্বন্ধে সচেতন করা হচ্ছে। হিমঘর মালিকদের নিয়েও একটি সচেতনতা শিবির করা হল।'

মাঠ থেকে মিষ্টি কুমড়ো সংগ্রহে ব্যস্ততা। রবিবার বালুরঘাটের সৈয়দপুরে। - মাজিদুর সরদার

নাবালিকাদের ওপর অত্যাচারের দুই ঘটনা

ধর্ষণের পর বিষ খাইয়ে খুনের চেষ্টা

রায়গঞ্জ

রায়গঞ্জ, ২০ এপ্রিল : দশম শ্রেণির এক ছাত্রীকে শনিবার ভুট্টা খেতে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ ও বিষ খাইয়ে খুনের চেষ্টার অভিযোগে চাঞ্চল্য ছড়াল রায়গঞ্জ থানার প্রত্যন্ত গ্রামে। আপাতত ১৫ বছরের ওই নাবালিকা রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পুলিশি পাহারায় চিকিৎসাধীন। ওই ঘটনায় পুলিশের কাছে এক তরুণের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে। অভিযুক্তের খোঁজে রবিবার সকাল থেকে তল্লাশি শুরু করেছেন তদন্তকারীরা।

ঘটনার জেরে ভিনরাজ্যে নির্মাণ শ্রমিকের কাজে কর্মরত ওই তরুণের বিরুদ্ধে রায়গঞ্জ মহিলা থানায় পকসো ধারায় মামলা রুজু করেছে নাবালিকার মা। ওই নাবালিকার মায়ের বক্তব্য, 'আমার মেয়ের সঙ্গে ওই তরুণের দীর্ঘ দুবছর প্রেমের সম্পর্ক ছিল। মেয়ে একবার গর্ভবতী হয়ে পড়ে। আমাদের না জানিয়ে ওই তরুণ মেয়ের গর্ভপাত করায়। সম্প্রতি আমার মেয়ের সঙ্গে মনোমালিন্য চলছিল। ছেলেটি জানিয়ে দেয় তার পক্ষে আমার মেয়েকে বিয়ে করা সম্ভব নয়। বিষয়টি এলাকার পঞ্চায়েতের সদস্যকে জানানো হয়েছে।'

আক্রান্ত নাবালিকার মায়ের আরও অভিযোগ, 'শনিবার বিকেলে মেয়েকে ফোনে ডেকে বাড়ির লাগোয়া ভুট্টা খেতে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে ওই তরুণ। পাশাপাশি মুখে বিষ ঢেলে খুনের চেষ্টা করে। আমি চাই অভিযুক্ত তরুণের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হোক।'

রায়গঞ্জ মহিলা থানার পুলিশ আধিকারিক জানান, একটি ধর্ষণের অভিযোগ দায়ের হয়েছে এবং পকসো আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে। অভিযুক্তের খোঁজে তল্লাশি চলছে।

প্রেমের ফাঁদে ফেলে যৌন নির্যাতনে ধৃত

তপন

তপন, ২০ এপ্রিল : সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে প্রেমের ফাঁদে ফেলে এক নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল এক তরুণের বিরুদ্ধে। ঘটনায় পুলিশ অভিযুক্ত তরুণকে গ্রেপ্তার করেছে।

পুলিশসূত্রে জানা গেছে, কয়েক মাস আগে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে তপন ব্লকের ১৭ বছর বয়সি ওই নাবালিকার সঙ্গে কুমারগঞ্জের অভিযুক্ত ওই তরুণের আলাপ হয়। ধীরে ধীরে তাদের বন্ধুত্বের সম্পর্ককে প্রেমে পরিণত করে ওই তরুণ। শনিবার ওই নাবালিকাকে ফুঁসলে বালুরঘাটে ডেকে নেয় ওই তরুণ। আর সেখানেই ওই নাবালিকাকে ধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ। বাড়ি ফিরে নাবালিকা পরিবারের লোকজনকে বিষয়টি খুলে বলে। এরপর পরিবারের লোকজন শনিবার রাতে ওই তরুণের বিরুদ্ধে তপন থানায় ধর্ষণের অভিযোগ দায়ের করে। প্রেমের ফাঁদে ফেলে নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগ পেতেই তরুণের খোঁজে কুমারগঞ্জে হানা দেয় তপন থানার পুলিশ। কিন্তু খবর পেয়ে তার আগেই লুকিয়ে যায় ওই তরুণ। বিভিন্ন স্থানে তল্লাশির পর রবিবার বিকেলে ওই অভিযুক্ত তরুণকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

নাবালিকার এক আত্মীয় অভিযোগ করে বলেন, 'সোশ্যাল মিডিয়ার চক্করে পড়ে মেয়ের এত বড় ক্ষতি হবে ভাবতে পারছি না। ওই তরুণ প্ল্যানিং করেই মেয়েকে ফাঁসিয়েছিল। পুলিশ অভিযুক্ত তরুণকে কঠিন শাস্তি দিক।'

তপন থানার আইসি জনমারি ভিয়ান্নে লেপচা বলেন, 'নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগে এক তরুণকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে।'

চুরি করায় উত্তম-মধ্যম

মানিকচক, ২০ এপ্রিল : চুরি করতে এসেছিল দু'জন। এক চোর পালিয়ে গেলেও দ্বিতীয়জনকে গ্রামবাসীরা ধরে ফেলে। চলে উত্তম-মধ্যম। পরে খবর দেওয়া হয় পুলিশে। পুলিশ এসে চোরকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়।

ঘটনাটি ঘটেছে মানিকচকের মথুরাপুরে। শনিবার রাত সাড়ে দশটা নাগাদ মথুরাপুর সুভাষ সরণির প্রাক্তন শিক্ষক বৈদ্যনাথ ঘোষের বাড়ির ছাদ দিয়ে ঘরে ঢোকার চেষ্টা করে দুই চোর। ঘটনাটি লক্ষ করেন প্রতিবেশী এক মহিলা। তার চিৎকারে এলাকার লোকজন বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে বাড়ি ঘিরে ফেলেন। এরই মধ্যে এক চোর কোনওরকমে পালিয়ে যায়। ঘটনায় আতঙ্কিত বৃদ্ধ ঘোষ দম্পতি।

টাকা তোলায় গ্রেপ্তার

রায়গঞ্জ, ২০ এপ্রিল : নাজিরপুরের বাসিন্দা রেবিনা খাতুন গত মাসের ২৭ তারিখে এটিএমে টাকা তুলতে যান। ওই সময় হেমতাবাদের বাসিন্দা মহম্মদ বরজাহান সহ কয়েকজনের বিরুদ্ধে ওই মহিলাকে ভুল বুঝিয়ে কারচুপি করে ধাপে ধাপে ৬০ হাজার টাকা তুলে নেওয়ার অভিযোগে ওঠে। ওই মহিলা রায়গঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করে পুলিশ।

অবশেষে সিসিটিভি ফুটেজ দেখে রবিবার ভোর রাতে বরজাহানকে তার বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তার বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ। রবিবার ধৃতকে রায়গঞ্জ আদালতে তোলা হলে বিচারক তাকে সাতদিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন।

আলোচনা সভা

রায়গঞ্জ, ২০ এপ্রিল : রবিবার বিকেলে রায়গঞ্জের ক্যারিটাস হলে অনুষ্ঠিত হল মরণোত্তর দেহ ও অঙ্গদান বিষয়ক একটি আলোচনা সভা। রায়গঞ্জ সিস্টার নিবেদিতা নামক একটি বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার আয়োজনে এই আলোচনা সভার প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণদর্পণের সহ সভাপতি স্বপন কুমার বন্ধু। সকালে সংগঠনের পক্ষ থেকে একটি রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। ১০ জন রক্তদান করেন।

সচেতনতা শিবির

সামসী, ২০ এপ্রিল : মালদা জেলা ট্রাফিক পুলিশ ও রতুয়া থানার যৌথ উদ্যোগে শনিবার দেবীপুরে একটি পথ নিরাপত্তা ও ট্রাফিক আইন বিষয়ে সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় ২৫০ জন এই শিবিরে অংশগ্রহণ করেন। শিবিরে পথ নিরাপত্তা ও ট্রাফিক আইন নিয়ে মূল্যবান তথ্য তুলে ধরা হয়।

১ মে থেকে কলকাতায় মালদা ভবনে বুকিং

সৌরভ ঘোষ

মালদা, ২০ এপ্রিল : জেলা পরিষদের উদ্যোগে কলকাতার বুকে স্থায়ীভাবে গড়ে উঠল 'একটুকরো মালদা'। সল্টলেক স্টেডিয়াম থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে, সেক্টর-৩ এর মূল রাস্তার ধারে চালু হল 'মালদা ভবন'। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী গত ২১ জানুয়ারি ভবনটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেও, আজ রবিবার থেকে এটি জনসাধারণের জন্য চালু হল। সাধারণ মানুষের সাধ্যের মধ্যেই থাকছে ছয়টি বড় হল রুম, চারটি ভিআইপি রুম ও একটি বড় ডর্মিটরি রুম। ১ মে থেকে অনলাইন বুকিংয়ের মাধ্যমে ভবনে ঘর সংরক্ষণ করা যাবে। মালদা জেলার যে কেউ এখন সহজেই এই সুবিধা নিতে পারবেন।

মালদা জেলা পরিষদের সভাধিপতি লিপিকা বর্মন ঘোষ বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরেই জেলার মানুষের একটি স্থায়ী আবাসনের চাহিদা ছিল কলকাতায়, আজ তা পূরণ হল। ভবনের রক্ষণাবেক্ষণ ও সাধারণ মানুষের সেবায় যেন কোনও ঘাটতি না হয়, সেদিকে জেলা পরিষদ কড়া নজর রাখছে।' জেলা পরিষদের শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক স্থায়ী কমিটির কর্মাধ্যক্ষ ফজলুল হকের কথায়, 'এই ভবন সারা জেলার সাধারণ মানুষের ভোগান্তি কমাবে যারা প্রয়োজনীয় দরকারে কলকাতা যান। এব্যাপারে কারও সুপারিশ প্রয়োজন হবে না।' তিনি মনে করেন, এই ভবনটি মালদার সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, প্রশাসনিক ও ব্যক্তিগত যোগাযোগের ক্ষেত্রেও একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হয়ে উঠবে ভবিষ্যতে।

মালদা ভবন নির্মাণের মধ্য দিয়ে জেলার সঙ্গে রাজধানীর সংযোগ আরও মজবুত হল বলে মনে করছেন সমাজ সচেতন নাগরিক থেকে রাজনীতিবিদরা। শহরের বুদ্ধিজীবী মহলের একাংশের আশা, এই ভবনের মাধ্যমে জেলার মানুষের কলকাতায় আসা-যাওয়ার ঝক্কি অনেকটাই কমবে। বিশেষ করে চিকিৎসা কিংবা উচ্চশিক্ষার প্রয়োজনে স্বল্প সময়ের জন্য যারা আসেন, তাঁদের জন্য এটি একটি বড় সহায় হয়ে উঠবে। তাঁদের মতে, 'এটি শুধু একটি ভবন নয়, বরং মালদার আত্মপরিচয়ের এক দৃশ্যমান রূপ, যা ভবিষ্যতে জেলার উন্নয়ন ও গর্বের প্রতীক হয়ে উঠবে।'

ঝুলন্ত দেহ

বালুরঘাট, ২০ এপ্রিল : এক তরুণের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল বালুরঘাট ব্লকের ডাঙা পঞ্চায়েতের চকবাখর রাজবাড়িতে। মৃতের নাম ভরত ওঁরাও (২৩)। রবিবার দুপুরে বালুরঘাট থানার পুলিশ দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য জেলা হাসপাতালে পাঠায়। মৃত্যুর কারণ নিয়ে ধন্দে রয়েছে পরিবার। ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

পেশায় নির্মাণ শ্রমিক ভরতের শনিবার সন্ধ্যায় ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। খবর পেয়ে রাতেই ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বালুরঘাট থানার পুলিশ।

ভরতের প্রতিবেশী সঞ্জিত শীল বলেন, 'কি কারণে যে এমন ঘটনা ঘটল, আমরা কেউ কিছুই বুঝতে পারছি না।'

চোলাই সহ ধৃত

কালিয়াগঞ্জ, ২০ এপ্রিল : চোলাই সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল কালিয়াগঞ্জ থানার পুলিশ। উদ্ধার হয়েছে ১৫লিটার চোলাই। শনিবার রাতে ঘটনাটি ঘটে শহরের টায়ার কোম্পানি এলাকায়। ধৃতের নাম সুরেশ রায়। বাড়ি ধনকৈল পঞ্চায়েতের হরিহরপুরে এলাকায়। কালিয়াগঞ্জ থানার আইসি দেবব্রত মুখার্জি বলেন, '১৫ লিটার চোলাই সহ সুরেশ রায় নামে একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।'

দাদাকে কোলে নিয়ে দোকানদারি নেহার

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ২০ এপ্রিল : জন্ম থেকেই বিশেষভাবে সক্ষম নেহার ৩২ বছরের দাদা সোনু গুপ্তা । উচ্চতা মাত্র দেড়ফুট। ঠিকভাবে বসতেও পারে না। হাঁটতে পারে না। এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতে হলে বোনের কোলে চেপে যেতে হয় সোনুকে।

সোনুদের বাড়ি রায়গঞ্জ শহরের শক্তিনগরে। পাঁচ বছর আগে মা আরতি গুপ্তা গত হন। বাবা বাবলু গুপ্তা রায়গঞ্জের একটি হোটেলে কাজ করেন। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত সেখানেই থাকেন। বাড়ি ফেরা হয় না। এদিকে, সোনুদের বাড়িতে ছোট্ট গালামালের একটি দোকান রয়েছে। দাদাকে কোলে নিয়েই সংসারের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি বাড়ির ছোট্ট গালামালের দোকান চালাতে হয় নেহাকে। দাদার পড়াশোনা ও দেখভালের জন্য নিজের পড়াশোনা মাঝপথে বন্ধ হয়ে যায় নেহার। শারীরিক প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক পর্যন্ত পড়াশোনা করেছেন সোনু । দাদার জন্য এত আত্মত্যাগের পরেও মুখে হাসি লেগেই রয়েছে নেহার। তাই দোকানের খরিদ্দার সামাল দেওয়ার পাশাপাশি দোকানের মাল নিয়ে আসা, ঘরের রান্নাবান্না ও দাদার যাবতীয় দায়িত্ব নেহাকেই সামলাতে হয়। গত পাঁচ বছর ধরে এটাই নেহার জীবনের নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। ও শুধু একটাই কথা বলে- 'আমি না দেখলে দাদাকে দেখবে কে?

নেহা জানান, 'বিশেষ চাহিদাসম্পন্নদের জন্য সমাজের অন্য মানুষের সাহায্য এবং সমর্থন প্রয়োজন। দাদা এক হাজার টাকা মানবিক ভাতা পেলেও আর কোনও সরকারি সাহায্য পান না। তবুও বেঁচে থাকার জন্য লড়াই করতে হচ্ছে। সরকারি চাকরির জন্য আমি ও দাদা দু'জনেই চেষ্টা করছি। জানি না সরকারি চাকরি পাব কি না।'

রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ দেবাশিস বিশ্বাস গত শুক্রবার সোনু ও নেহার সঙ্গে দেখা করে এসেছেন। উনি প্রথম বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন সোনুর পড়াশোনার বিষয়টি নিয়ে রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলেন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ওদের বাড়িতে গিয়ে সোনুর ভর্তির ব্যবস্থা করে। যদিও স্নাতক পাঠক্রম এখনও শেষ করতে পারেনি সে। দাদা সোনুকে স্কুলে ও রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়ে যেতেন নেহা।

সোনুর কথায়, 'এতদূর এগিয়েছি মা ও বোনের জন্য। মা মারা যাওয়ার পর বোন আমার একমাত্র ভরসা। পড়াশোনা করতে খুব কষ্ট হয়। তবুও চাকরির জন্য আমরা দু'জনেই চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। বোন নিজেও পড়ে, আমাকেও পড়ায়। সরকারের কাছে একটা চাকরির আবেদন জানাই।'

বিপাকে পড়ে মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ কাটাই শিল্পীরা

১০ কোটির রেশম সুতো নিয়ে বেপাত্তা ব্যবসায়ী

সেনাউল হক

কালিয়াচক, ২০ এপ্রিল : শতাধিক রেশমের ঘাই মালিকদের কাছ থেকে প্রায় ১০ কোটি টাকার রেশম সুতা নিয়ে বেপাত্তা এক রেশম ব্যবসায়ী। ফলে কালিয়াচকের কাটাই শিল্পীরা পড়েছেন মহা বিপাকে। হাহাকার পড়ে গিয়েছে কালিয়াচকের শেরশাহি এলাকায়। টাকা উদ্ধারের জন্য মালদা জেলা প্রশাসন ও মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ হয়েছেন প্রতারিতরা।

কালিয়াচকের মধ্যে শেরশাহি, মোজমপুর, লক্ষ্মীপুর, আলিপুর, বসনিটোলা ,মারুপুর এলাকায় প্রচুর রেশম কাটাইয়ের ঘাই রয়েছে। ওই এলাকাগুলি রেশম শিল্পের হাব হিসাবে পরিচিত। ছোট থেকে বড় সব ধরনের রেশম ব্যবসায়ী দেখা যাবে ওই সব গ্রামে। প্রত্যেকদিন ভোর ৩টা থেকে গোটা এলাকায় রেশম কাটাই যন্ত্রের শব্দ। প্রতিটি বাড়িতে গিয়ে দেখা মিলবে রেশম কাটাই মেশিনের। সামান্য পুঁজিকে হাতিয়ার করে শত শত মানুষ রেশম শিল্পের সঙ্গে যুক্ত।

এলাকার মানুষজনের দাবি, বেশিরভাগ চাষি সাদ্দাম হোসেন নামের এক বড় ব্যবসায়ীর কাছে রেশম সুতা বিক্রি করতেন। প্রথমে ধারে রেশম সুতা কিনলেও পরে টাকা মিটিয়ে দিতেন। অভিযোগ, চৈত্র বন্ধের সুতো নেওয়ার পরে চলতি মাসের ১২ তারিখ সাদ্দাম হোসেন বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যান। এই খবর চাউর হতেই বাড়িতে খাওয়াদাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে সব রেশম চাষিদের।

চাষিদের দাবি, রাজ্য সরকারের পরিকাঠামো সংক্রান্ত অনেক সুযোগসুবিধা দেওয়ায় রেশম শিল্প যখন ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করেছে, ঠিক সেই মুহূর্তে ছোট ব্যবসায়ীদের ঘুম কেড়ে নিয়েছেন ওই ব্যবসায়ী। দাবি, সাদ্দাম হোসেন প্রায় ২০০ জন ছোট রেশম ব্যবসায়ীদের প্রায় ১০ কোটি টাকার সুতা নিয়ে গা-ঢাকা দিয়েছেন। রেশমচাষি মহম্মদ ইশার অভিযোগ, 'ধারদেনা করে ব্যবসা করে সংসার টিকিয়ে রেখেছি। এখন আমরা কি করব কিছুই বুঝে উঠতে পারছিনা।' অপর এক চাষি লালু শেখ জানিয়েছেন, 'আমরা জেলা প্রশাসন ও মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপের দাবি জানিয়েছি। সমস্ত বিষয় জানিয়ে জেলা শাসক ও রেশম দপ্তরের ডেপুটি ডিরেক্টরের কাছে আবেদন জানিয়েছি।'

> ৫ লক্ষ, ৭ লক্ষ করে প্রায় ১০ কোটি বাকি রয়েছে সাদ্দামের কাছে। এখন আমরা দিশেহারা হয়ে পড়েছি। সাদ্দামকে খুঁজে বার করবার জন্য প্রশাসনের কাছে অনুরোধ জানিয়েছি।
>
> **রুহুল আমিন**
> **রেশমচাষি**

যদিও সাদ্দামের স্ত্রী রুমা বিবির সাফাই, 'বেশ কয়েকদিন থেকেই আমার স্বামী নিখোঁজ হয়ে গিয়েছেন। আমরা কালিয়াচক থানায় একটি নিখোঁজ ডায়েরি করেছি। আমার স্বামী রেশমের সুতো নিয়ে মণিপুর গিয়েছিলেন। তারপরে আর কোনও খোঁজখবর পাচ্ছি না। আমার স্বামী নেই , আমি কোথা থেকে টাকা দেব?'

অভিযোগ প্রসঙ্গে রেশম সম্প্রসারণ আধিকারিক সমীরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আশ্বাস, 'বিষয়টি চাষিদের কাছ থেকে জেনেছি। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

অভিযোগপত্র হাতে প্রতারিতরা। - সংবাদচিত্র

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

ঝুঁকির পারাপার।। জলপাইগুড়ির দোমুখায় ছবিটি তুলেছেন নীলকমল রায়।

বোমায় আহত শিশুদের বাড়িতে কমিশন

দুর্ভাগ্যজনক বললেন চেয়ারপার্সন

সেনাউল হক ও হরষিত সিংহ

কালিয়াচক ও মালদা, ২০ এপ্রিল : বোমা বিস্ফোরণে আহত দুই শিশুর পরিবারের সঙ্গে দেখা করলেন রাজ্য শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারপার্সন তুলিকা দাস। রবিবার দুপুরে কালিয়াচক থানা থেকে সরাসরি তুলিকা চলে যান বীরনগর পঞ্চায়েতের রমাশংকরটোলায়। পরে তিনি বলেন, 'বসতির পাশেই বোমা ফেটে জখম হচ্ছে শিশুরা, খুব দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। সঙ্গে আতঙ্কেরও কারণ। যে সমস্ত এলাকায় ঝোপঝাড় রয়েছে, তার আশেপাশের শিশুরা যেন সুরক্ষিত থাকে সেই বিষয়গুলি দেখা হবে। শিশুদের নিরাপত্তা, সুরক্ষা দেওয়া আমাদের কাজ। পুলিশ পুলিশের কাজ করছে।'

এদিন কালিয়াচক যাওয়ার সময় চেয়ারপার্সনের সঙ্গে ছিলেন কালিয়াচকের এসডিপিও ফয়সাল রাজা, কালিয়াচক থানার আইসি সুমন রায়চৌধুরী সহ প্রশাসনিক আধিকারিকরা।

গত বৃহস্পতিবার দুপুরে দিনুটোলা গ্রামে একটি পরিত্যক্ত বাড়িতে বিস্ফোরণ ঘটে। ওই বাড়ির পাশে পাঁচ-ছয়জন নাবালক ক্রিকেট খেলছিল। খেলার সময় তাদের একটি বল ওই বাড়িতে চলে যায়। বাচ্চারা বল খুঁজতে যায় ওই বাড়িতে। বল ভেবে একটি বোমা নিয়ে খেলতে গিয়ে বিস্ফোরণ ঘটে। গুরুতর জখম হয় সাত বছরের শিশু। তার ভাইও আহত হয়। বোমা বিস্ফোরণের ফলে দুই ভাইয়ের একজন বেহুঁশ হয়ে পড়ে যায়। যদিও অন্য শিশুরা দূরে থাকায় তাদের কোনও ক্ষতি হয়নি। বিকট শব্দ শুনতে পেয়ে স্থানীয়রা ছুটে আসেন। পরিত্যক্ত বাড়িতে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন আহতকে। তারপর তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়।

এদিন শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারপার্সন রমাশংকরটোলায় গিয়ে আহতদের পরিবারের সঙ্গে কথা বলেন। কি করে ঘটনাটি ঘটেছিল সমস্ত বিষয়টি একজনের কাছ থেকে জানতে চান।

সমস্ত কিছু শোনার পরে শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারপার্সন তুলিকা দাস ওই দরিদ্র পরিবারটিকে আর্থিক সহায়তার কথা জানান। সেইসঙ্গে তাদের বাড়িতে বিদ্যুতের সংযোগ করে দেওয়া হবে বলেও আশ্বাস দেন।

পরে মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে জখম শিশুদের দেখে তুলিকা দাস জানান, পুলিশ অবশ্যই পুলিশের কাজ করছে। রবিবার ঘটনাস্থল থেকে ফিরে মালদা হাসপাতালে আসেন শিশু সুরক্ষা কমিশনের তিন সদস্যের প্রতিনিধিদল। পরে এই বিষয়ে তুলিকা দাস বলেন, 'এলাকায় সচেতনতা বৃদ্ধি করা হবে। বাবা-মায়েদের নিয়ে আলোচনা করা দরকার। বিশেষ করে যে সমস্ত এলাকায় এমন ঘটনা ঘটছে।'

পরকীয়ায় অভিযুক্তকে মার

মানিকচক, ২০ এপ্রিল : মানিকচকের এক প্রত্যন্ত গ্রামে পরকীয়া করতে গিয়ে গৃহবধূর বাপের বাড়ির লোকজন এবং গ্রামবাসীর হাতে ধরা পড়ল এক তরুণ। ওই তরুণকে গাছে বেঁধে মারধর করা হয়। পরে ওই গৃহবধূ সহ অভিযুক্ত তরুণকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

এই ঘটনায় অভিযুক্ত তরুণের পরিবারের লোকজন চড়াও হয় গৃহবধূর বাপের বাড়িতে। অভিযোগ, মারধর করা হয়। পুলিশে অভিযোগ জানালে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকির মুখে পড়তে হয় গৃহবধূর বাপের বাড়ির লোকজনকে। তবে হুমকির মুখে নতিস্বীকার না করে অভিযুক্তের বাবা সহ ৬ জনের বিরুদ্ধে মানিকচক থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন গৃহবধূর বাপের বাড়ির লোকজন।

মোবাইলের টাওয়ারে উঠে হুলুস্থুল

মালদা, ২০ এপ্রিল : রবিবার ইংরেজবাজারে মোবাইলের টাওয়ারে উঠে এক তরুণ ঝাঁপ দেওয়ার চেষ্টা করে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাঁকে উদ্ধার করে পুলিশ। পরে ইংরেজবাজার থানায় নিয়ে আসে। যোগাযোগ করে তরুণের পরিবারের সঙ্গে। পরে পরিবার ওই মানসিক ভারসাম্যহীন তরুণকে নিয়ে যান।

ঘটনাটি ঘটেছে ইংরেজবাজারের যদুপুর ১ নম্বর পঞ্চায়েতের সোনাতলায়। ঝাঁপ দেওয়ার চেষ্টা করে ২৬ বছরের সাধন মণ্ডল। বাড়ি যদুপুর ১ নম্বর পঞ্চায়েতের নাগড়পাড়ায়। রবিবার সকাল ১০ টা নাগাদ স্থানীয় কয়েকজন সাধনকে মোবাইলের টাওয়ারের ওপর বসে থাকতে দেখেন। ঝড়ের গতিতে খবর ছড়িয়ে পড়ে। খবর দেওয়া হয় ইংরেজবাজার থানায়। সেখান থেকে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে কোনওরকমে সাধনকে টাওয়ার থেকে নামায়।

কাফ সিরাপ বাজেয়াপ্ত

ডালখোলা, ২০ এপ্রিল : গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ কাফ সিরাপ উদ্ধার করল পুলিশ। ঘটনায় অভিযুক্ত এক তরুণকে গ্রেপ্তার করেছে ডালখোলা থানার পুলিশ। শনিবার রাতে ডালখোলা থানার রানিগঞ্জ পঞ্চায়েতের পাতনোরের মমিনপাড়া এলাকায় এক টিনের গুমটিতে তল্লাশি অভিযান চালায় ডালখোলা থানার পুলিশ। ওই গুমটি থেকে বিভিন্ন ব্রান্ডের ৬৩৭টি কাফ সিরাপের বোতল বাজেয়াপ্ত করা হয়। ওসি দিব্যেন্দু দাসকে নিয়ে এই অভিযানে নেতৃত্ব দেন ডালখোলা মহকুমা পুলিশ আধিকারিক রবিরাজ অবস্থি। পুলিশ জানিয়েছে, এই ঘটনায় ওই গ্রামেরই বাসিন্দা শেখ জাকির হুসেন নামে এক তরুণকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এই চক্রে আরও কে বা কারা জড়িত আছে তা জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

Learners to Leaders
Nurtured by ALLEN
Result: JEE Main 2025
ALLEN JEE Main 2025 results validated by
Official result validator
EY
AIR 1 PERFECT 300/300 SCORE
OM PRAKASH BEHERA
3-year classroom course
AIR 10 Overall 100 %ile
SAKSHAM JINDAL
3-year classroom course
AIR 11 Overall 100 %ile
ARNAV SINGH
6-year classroom course
11 Students in Top 25 AIR
20 State Toppers
33 Students in Top 100 AIR
AIR 13 Overall 100 %ile
ARCHISMAN NANDY
1-year classroom course
AIR 16 Overall 100 %ile
RAJIT GUPTA
7-year classroom course
AIR 17 Overall 100 %ile
MOHAMMAD ANAS
6-year classroom course
AIR 22 Overall 100 %ile
LAKSHYA SHARMA
6-year classroom course
AIR 26 Vaibhav Vatsal 1-year classroom course
AIR 34 Kalp H Shah 2-year classroom course
AIR 35 Vedansh Garg 2-year classroom course
AIR 49 Yashaswi Jain 6-year classroom course
AIR 50 Dishaanth Basu 1-year classroom course
AIR 51 Aritro Ray 1-year Online Live Course
AIR 55 Dhruba Jyoti Panja 1-year classroom course
AIR 60 Samudra Sarkar 4-year classroom course
AIR 63 Vivaan Bhatia 7-year classroom course
AIR 65 Devesh Bhaiya 7-year classroom course
AIR 72 Akshat Kr. Chaurasia 2-year classroom course
AIR 74 Shiv Velnad 3-year classroom course
AIR 76 Garv 3-year classroom course
AIR 85 Udit Jaiswal 2-year classroom course
AIR 87 Aagam Shah 6-year classroom course
AIR 88 Darshil Dayma 2-year classroom course
AIR 91 Jay Agarwal 2-year classroom course
AIR 92 Thrayambhakesh H 3-year classroom course
AIR 99 Shourya Agrawal 2-year classroom course
As per result compiled till 19 April 2025 (07:00 PM)
Online Test Series & DLP Course Champions
Overall 100 %ile AIR 1 Devdutta Majhi 1-year Online Test Series
Overall 100 %ile AIR 7 Aayush Chaudhari 6-Months Online Test Series
Overall 100 %ile AIR 15 Harssh A Gupta 1-year Online Test Series
Overall 100 %ile AIR 23 Harsh Jha 1-year Online Test Series
AIR 40 Aryan Mishra 2-year DLP
AIR 61 Sohan K. Chelekar 1-year Online Test Series
AIR 76 Yash Kumar 1-year Online Test Series
ALLEN Siliguri Champions
AIR 967 Mayank Khoria 2-year classroom course
AIR 1148 Pritish Nandy 3-year classroom course
AIR 1564 Vatsal Varenya 2-year classroom course
AIR 1999 Pranshu Goyal 2-year classroom course
AIR 2340 Sayurjya Mondal 3-year classroom course
AIR 3278 Armaan Saha 3-year classroom course
AIR 4078 Aaronya Chakraborty 2-year classroom course
AIR 8194 Jaydeep Paul 2-year classroom course
AIR 9278 Saptarshi Ghosh 2-year classroom course
AIR 10233 Aditya Pan 2-year classroom course
AIR 10266 Raj Sah 2-year classroom course
AIR 12166 Khwaish Goyal 2-year classroom course
AIR 14416 Abhirup Mahato 2-year classroom course
AIR 17216 Aditya Gupta 2-year classroom course
ADMISSIONS OPEN
NEET (UG) | JEE (Main+Adv.) | Olympiads | Class 7th to 12th & 12th Pass
NEW BATCHES FROM 23 APRIL ONWARDS
For test dates & course start dates visit website or nearest center.
SIGN-UP FOR
ASAT
(Scholarship Test)
TEST DATES:
27 April & 04 May
GET UP TO 90 % SCHOLARSHIP*
For Direct Admission — Visit Your Nearest ALLEN Center.
*Subject to the scholarship rules and the T&Cs.
ALLEN
ALLEN Siliguri
95137 84242
allen.ac.in/siliguri
ALLEN Kota Center
0744-3556677
allen.ac.in
Disclaimer: We provide an academic ecosystem and environment to prepare students for their target examinations. Studying in a coaching institute does not guarantee selection for the examination. Selection depends on preparation, admission seats in competitive exam and the number of applicants appearing. All the students mentioned are part of paid courses. DLP: Distance Learning Program.

নাম জড়াল বিজেপির ৯০ জনের

লাঠিচার্জ কাণ্ডে সুকান্তর বিরুদ্ধে মামলা পুলিশের

সুবীর মহন্ত ও রূপক সরকার

বালুরঘাট, ২০ এপ্রিল : নিয়োগ দুর্নীতি ও মুর্শিদাবাদ কাণ্ডের প্রতিবাদে শনিবার বালুরঘাটে বিজেপি কর্মীদের বিক্ষোভে অশান্তির জেরে সুকান্ত মজুমদার সহ ৯০ জনের বিরুদ্ধে সুয়োমোটো মামলা দায়ের করল পুলিশ। তাতে পুলিশের উপর হামলা, সরকারি সম্পত্তি নষ্ট সহ একাধিক ধারা যুক্ত করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার ছাড়াও বিজেপির দুই বিধায়ক বুধরাই টুডু আর সত্যেন্দ্রনাথ রায়ের নামও রয়েছে ওই মামলায়।

অন্যদিকে, পুলিশের লাঠির আঘাতে মাথায় চোট পেয়েছেন বিজেপির জেলা সাধারণ সম্পাদক বাপি সরকার। গতকালই সিটি স্ক্যানে তাঁর মাথায় রক্ত জমাট বাঁধার বিষয়টি নজরে আসে। এরপর রবিবার দুপুরে বিজেপি নেতাকে চিকিৎসার জন্য কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হয়। পুলিশের বিরুদ্ধেও পালটা অভিযোগ করা হবে বলে জানিয়েছেন সুকান্ত মজুমদার। প্রসঙ্গত, নিয়োগে দুর্নীতি ও মুর্শিদাবাদ কাণ্ডের প্রতিবাদে বালুরঘাটে প্রতিবাদ সভা আর এসডিও অফিস চলো কর্মসূচি ছিল বিজেপির। সেই কর্মসূচিকে কেন্দ্র করেই ধুন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল শনিবার বিকেলে বালুরঘাট ডিএম অফিস চত্বরে।

বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশকে লাঠিচার্জ করতে হয়। অভিযোগ, পুলিশের সেই লাঠির আঘাতে বিজেপির একাধিক নেতা-কর্মী আহত হন। এদিকে বিজেপির তরফে পালটা পুলিশি হামলা চালানো হয়েছিল বলে অভিযোগ উঠেছে। ঘটনায় বালুরঘাট থানার আইসি সুমন্ত বিশ্বাস সহ বেশ কয়েকজন কর্মী আহত হন। একজন সিভিক কর্মীর মাথা ফেটে যায়। আহত বিজেপি কর্মীদের চিকিৎসার জন্য বালুরঘাট সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। আহত পুলিশকর্মীদেরও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় চিকিৎসার জন্য।

এবিষয়ে বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের অভিযোগ, 'গতকাল আমাদের শান্তিপূর্ণ আন্দোলন ছিল। বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা বাঁশের ব্যারিকেডের উপর বিক্ষোভ দেখাচ্ছিল। কোনও পুলিশকর্মীর উপর হামলা চালায়নি। বরং পুলিশের মারে আমাদের জেলা সাধারণ সম্পাদকের মাথায় আঘাত লেগেছে। আমরাও এনিয়ে পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ করব। ২০২৬ সালের ভোটের আগে বিজেপি কর্মীদের মিথ্যে মামলায় ফাঁসানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। যাতে বিজেপি নেতা-কর্মীদের গ্রেপ্তার করা যায়।'

আর রাজ্যের ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী বিপ্লব মিত্রের বক্তব্য, 'গতকাল বালুরঘাটে যা ঘটেছে তা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। বিনা কারণে পুলিশের উপর হামলা চালাতে দেখলাম বিজেপিকে।' আর জেলা পুলিশ সুপার চিন্ময় মিত্তাল বলেন, 'পুলিশের উপর হামলার ঘটনায় প্রায় ৯০ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। সরকারি সম্পত্তি নষ্ট সহ একাধিক ধারায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে।'

শনিবারের বিক্ষোভে কোনও পুলিশকর্মীর উপর হামলা চালানো হয়নি। পুলিশের মারে আমাদের জেলা সাধারণ সম্পাদকের আঘাত লেগেছে। আমরাও এনিয়ে পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ করব।

সুকান্ত মজুমদার

দাবি-পালটা দাবি

- শনিবার বিজেপির বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশের লাঠিচার্জ
- পালটা পুলিশের উপর হামলা, সরকারি সম্পত্তি নষ্টের অভিযোগ
- বিজেপির দাবি, আগামী বিধানসভায় ফায়দা তুলতে তাদের কর্মীদের ফাঁসানো হচ্ছে

বন্ধ যাতায়াত, স্বস্তিতে ওরা

পূর্ণেন্দু সরকার

নাগরাকাটা, ২০ এপ্রিল : শান্তি খোঁজে ওরাও। জঙ্গলের বুক চিরে বয়ে যাওয়া রাস্তা, মানুষের উপস্থিতি বন্যপ্রাণীদের সেই শান্তি কেড়ে নেয়। যদি ওই রাস্তা কয়েক বছর বন্ধ থাকে? দু'দণ্ড স্বস্তির শ্বাস ফেলতে পারে হাতি, ময়ূর, সম্বর, চিতল হরিণরা। সড়কের আশপাশ ওদের প্রিয় বিচরণভূমি হয়ে ওঠে।

নাগরাকাটার খুনিয়া মোড় থেকে মূর্তির জঙ্গল হয়ে ধূপঝোরা পর্যন্ত ৭ কিমি রাস্তা প্রায় আড়াই বছর ধরে বন্ধ। ধূপঝোরায় মূর্তি সেতু সংস্কারের কারণে যান চলাচল তো দূরের কথা, হেঁটেও ওই রাস্তা দিয়ে জঙ্গলে প্রবেশ পুরোপুরি নিষিদ্ধ। ব্যারিকেড টপকে কেউ ওই রাস্তায় গেলেও বনকর্মীদের কড়া নজরদারিতে ফিরে আসতে হবে তাকে। ইঞ্জিনের কর্কশ শব্দ, হর্নের আওয়াজ থেকে রেহাই পেয়ে মূর্তির জঙ্গল ফের হয়ে উঠেছে বন্যপ্রাণীদের নিভৃত আশ্রয়। শান্ত বন থেকে ভেসে আসছে ময়ূরের কেকা, ঝিঁঝি পোকা, ডাহুক, বৌ-কথা-কওদের সুরেলা ডাক কিংবা পাহাড়ি ময়নার কলতান।

চালসার রেঞ্জ অফিসার প্রকাশ থাপা বলছেন, 'এটাও এক ধরনের হারানো জিনিস ফিরে পাওয়ার গল্প। মানুষের বিচরণে ওই জঙ্গল থেকে বন্যপ্রাণীরা দূরে সরে যাচ্ছিল। সেতু সংস্কারের কারণে ওই রাস্তায় যাতায়াত বন্ধ থাকায় বন্যপ্রাণীরা শান্তি খুঁজে পেয়েছে। ফিরে এসেছে মূর্তির জঙ্গলে। আমরা নজর রাখছি।'

আপন মনে শান্ত পরিবেশে।। *মূর্তি জঙ্গল হয়ে খুনিয়া মোড়-ধূপঝোরা সড়ক।*

ধূপঝোরায় পুরোনো মূর্তি সেতু ভেঙে নির্মাণকাজ শুরু হয় ২০২২-এর শেষলগ্নে। পূর্ত (সড়ক) দপ্তর জানিয়েছে, সেতুর সুপার স্ট্রাকচার এখন সম্পূর্ণ। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে চলতি বছরের শেষে নির্মাণকাজ শেষ হবে। অর্থাৎ টানা ৩ বছর ধরে আধুনিক সভ্যতার ছোঁয়ামুক্ত থাকবে শাল, চিলৌনির ওই জঙ্গল। বন্যপ্রাণীদের পাশাপাশি ফিরছে সবুজ। গাছে গাছে পাখির বাসা। রাস্তায় বসে থাকতে দেখা যাচ্ছে হরিণ, ময়ূরদের।

মূর্তিতে যাওয়ার ওই রাস্তার দুই প্রান্তেই বন দপ্তর ব্যারিকেড দিয়ে রেখেছে। হাতির এতটাই অবাধ যাতায়াত যে, সেই ব্যারিকেড মাঝেমাধ্যেই ভেঙে পড়ছে। জলঢাকা সড়কসেতু পেরিয়েই মূর্তিতে যাওয়ার আগে ব্যারিকেডের পাশেই চন্দ্রচূড় ওয়াচটাওয়ার। সেখান থেকে কিছুটা এগোলে গরুমারা নর্থ রেঞ্জের ওয়াচটাওয়ার। মূর্তি জঙ্গলের কিছুটা চালসা ও কিছুটা গরুমারার অংশ। এখন ওই জঙ্গলে মানুষের অস্তিত্ব বলতে শুধু প্রহরারত বনকর্মীরা।

কিছুটা দূরেই বন দপ্তরের বন্যপ্রাণ শাখার খুনিয়া রেঞ্জের অফিস। মূর্তি জঙ্গলের পুরোনো রূপ ফিরে আসায় উচ্ছ্বসিত খুনিয়া রেঞ্জ অফিসার সজল দে ও অন্যরা। সজল বলেন, 'সভ্যতার প্রয়োজনে হয়তো পরিকাঠামো তৈরি হয়। তবে জঙ্গলকে আধুনিক সভ্যতার ছোঁয়া থেকে অল্প নিস্তার দিলে ফের জঙ্গলের পুরোনো রূপ ফিরে পাওয়া যায়, তার প্রমাণ মূর্তির বর্তমান ছবি। পূর্ত (সড়ক) দপ্তরের মালবাজারের সহকারী বাস্তুকার সিদ্ধার্থ মণ্ডল জানিয়েছেন, কাজের সূত্রে ওই রাস্তায় তিনি যাতায়াত করছেন। গাছগুলি একে ওপরকে জড়িয়ে আছে। ময়ূরের দলকে পরম নিশ্চিন্তে বসে থাকতেও দেখেছেন অসংখ্যবার। রাস্তাজুড়ে ছড়িয়ে হাতির মল। বন, বন্যপ্রাণী ও ঝরাপাতায় সুন্দর মূর্তি জঙ্গল।

পরিবেশপ্রেমী সংগঠন ন্যাফ-এর মুখপাত্র অনিমেষ বসু বলেন, 'প্রকৃতিকে বিশ্রাম দিলে সে আমাদের শান্তি দেবে। সেই কথার প্রমাণ করোনার সময়েই পাওয়া গিয়েছে।'

উপরি আয়ের আশায় ঘুড়ির কারিগর স্বপন

অমিতকুমার রায়

হলদিবাড়ি, ২০ এপ্রিল : আর কয়েক বছর আগে হলে শহর, মফস্সল কিংবা গ্রামের যে কোনও শিশু বা কিশোরের কাছে ভাওলাগঞ্জের একটি বাড়ি কোনও স্বপ্নের দেশ হতে পারত। রঙিন কাগজের ভিড়ে দোকানের মালিক স্বপন মণ্ডল যেন সেই স্বপ্নের জাদুকর। তাঁর বাড়িতে পা রাখলেই চোখে পড়ে নিজের পিঁড়িটিতে বসে গভীর মনোযোগ দিয়ে স্বপন ঘুড়িতে ছাউনি দিচ্ছেন। কয়েকদিন আগেই দুজন ক্রেতা চিল ঘুড়ির জন্য অর্ডার দিয়ে গিয়েছেন। সেই কাজ শেষ করতে এখন তিনি ব্যস্ত। ক্রেতার চাহিদামতো ঘুড়ি বানানোয় তাই হলদিবাড়ি ব্লকের দক্ষিণ বড় হলদিবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ভাওলাগঞ্জ এলাকার স্বপনের দম ফেলার ফুরসত নেই। একটু ফাঁকা হতেই অবশ্য নিজের হাতে বানানো ঘুড়ি আকাশে উড়িয়েও দেখালেন স্বপন। মুহূর্তে সেই ঘুড়ি কয়েকশো ফুট উঁচুতে পাখির মতো খোলা আকাশে ভাসতে থাকল। তখন নিজের সফল সৃষ্টি দেখে তাঁর নিজেরই যেন দু'চোখ জুড়িয়ে যায়। তবে স্বপ্ন আর বাস্তব এক নয়। প্রতিদিনের কঠিন দুনিয়ায় খালি ঘুড়ি বিক্রি করে স্বপনের পেট চলে না। সেক্ষেত্রে তাঁর আসল সম্বল সাইকেল রিপেয়ারিং। বাড়ি লাগোয়া একটি দোকানও রয়েছে। তবে ঘুড়ির টান তিনি ছাড়তে পারেন না।

ভাওলাগঞ্জ এলাকায় গভীর মনোযোগে ঘুড়ি তৈরি করছেন স্বপন মণ্ডল।

কারিগর স্বপনের কথায়, 'এখন ঘুড়ি বিক্রি অনেক কম। রোজ মাত্র দুই থেকে তিনটি করে ঘুড়ি বিক্রি হয়। কোনও দিন চার-পাঁচটাও। ঘুড়িভেদে দাম ১৫০ থেকে ৫০০ টাকা। সাইকেল সারানোর ফাঁকে ঘুড়ি বিক্রির টাকাটি আমার সংসারের জন্য কিছু উপরি আয়।' ছোটবেলা থেকেই স্বপন নিজের হাতে ঘুড়ি তৈরি করতেন। সেগুলি নিয়ে বাড়ির পাশের মাঠে বন্ধুদের সঙ্গে হইহুল্লোড়েও মেতে থাকতেন। তবে অভাব বড় বালাই। সংসারের দৈন্যদশায় ঘুড়ির নিয়ে খেলার স্বপ্ন ভোকাট্টা হয়েছিল। তবে স্বপন হাল ছাড়েননি। ছোটবেলার খেলাই এখন তাঁর উপার্জনের মাধ্যম। বাঁশ, কাগজ, আঠা, পলিথিন ইত্যাদি সহযোগে ঢাউস ঘুড়ি, ঢুলি ঘুড়ি, চিল ঘুড়ি, ঢাক, চন্দ্র, ঝাঁপ, ডাক, বাক্স, প্রজাপ্রতি সহ নানা ঘুড়ি বানাতে তিনি সিদ্ধহস্ত। তাঁর মতে, মূলত বৈশাখ মাস থেকেই গ্রামাঞ্চলে ঘুড়ির মরশুম শুরু হয়। আগামী মাস দুয়েক মুক্ত আকাশে তার রাজত্ব থাকবে। বাতাসের তালে আপন ঢংয়ে ঘুড়ির মেলা যেমন থাকবে, তেমনি থাকবে ভোকাট্টা করার মজা।

আবার ঘুড়ির সুতোয় কাচের গুঁড়ো, আঠা ইত্যাদি মিশ্রিত বিশেষ মিশ্রণ মাখিয়ে রোদে শুকোনো হয়। তাকে মাঞ্জা দেওয়া বলে। হলদিবাড়ি শহর থেকে ঘুড়ি কিনতে আসা জয়দীপ দে বলেন, 'স্বপন অনেকদিন ধরেই বিভিন্ন প্রকার ঘুড়ি বানিয়ে বিক্রি করেন। ওঁর ঘুড়িগুলিও সুন্দর।' জয়দীপের মতো দূরদূরান্ত থেকে অনেকেই ঘুড়ির খোঁজে স্বপনের বাড়ি এসে হানা দেন। সাইকেল সারাই মূল পেশা হলেও সখে ঘুড়ি বানিয়ে কিছুটা বাড়তি উপার্জনের আশায় রোজ ঘুড়ি বানান স্বপন।

শালমারায় আটক বাংলাদেশি নাবালক

দিনহাটা, ২০ এপ্রিল : দিনহাটা-২ ব্লকের শালমারায় এক বছর পনেরোর বাংলাদেশি কিশোরকে শনিবার রাতে পুলিশ আটক করেছে। ওই রাতে শালমারা বাজার এলাকায় ঘোরাঘুরি করছিল ওই কিশোর। তাকে দেখে সন্দেহ হয় স্থানীয়দের। এলাকাবাসী তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। ওই কিশোর বাংলাদেশি বলে নিজের পরিচয় দেয়। সে জানায় ভুল করে সীমান্তের খোলা অংশ দিয়ে ভারতে প্রবেশ করেছে। এরপরই স্থানীয়রা দীঘলটারি সীমান্ত চৌকি ও সাহেবগঞ্জ থানায় খবর দেন। ওই রাতেই তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

পুলিশ জানিয়েছে, ওই অনুপ্রবেশকারীর নাম রিফাত হাসান। সে বাংলাদেশের কুড়িগ্রাম জেলার ভুরুঙ্গামারির উত্তর ছাট গোপালপুর এলাকার বাসিন্দা। সাহেবগঞ্জ থানার ওসি অজিতকুমার শা বললেন, 'ওই নাবালককে রবিবার কোচবিহারের জুভেনাইল আদালতে তোলা হয়। তাকে একটি হোমে পাঠানো হয়েছে।'

আজ টিভিতে

ওয়াইল্ড আফ্রিকা : রিভার্স অফ লাইফ
রাত ৯.২১ **অ্যানিমাল প্ল্যানেট হিন্দি**

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৭.০০ মায়ের বন্ধন, ১০.০০ দেবতা, দুপুর ১.০০ দেবতা, বিকেল ৪.১৫ সঙ্গী, সন্ধে ৭.১৫ চ্যালেঞ্জ, রাত ১০.১৫ আঘাত, ১.০০ বৌদি ডট কম
জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ গুরু, বিকেল ৫.০০ মজনু, সন্ধে ৭.৩০ সতীর একান্নপীঠ, রাত ১১.১৫ লাঠি
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ আকালের সন্ধানে
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ ঘরজামাই
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ দালাল
জি সিনেমা : দুপুর ১২.০৭ বিবাহ, বিকেল ৩.৩৫ মঙ্গলাবরম, সন্ধে ৬.১৯ রাউডি নম্বর ওয়ান, রাত ৮.৩০ ভালিমাই, ১১.৪১ ব্ল্যাক
অ্যান্ড পিকচার্স এইচডি : দুপুর ১২.০২ কে থ্রি-কালী কা করিশমা, ২.৫৪ ধড়ক, বিকেল ৫.৩৯ শিবা-দ্য সুপার হিরো থ্রি, রাত ৮.০০ জুদাই
অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : বেলা ১১.৩৬ উড়তা পঞ্জাব, দুপুর ২.০৪ সত্যপ্রেম কি কথা, বিকেল ৪.৩৩ বদলাপুর-ডোন্ট মিস দ্য বিগিনিং, সন্ধে ৬.৪২ বঙ্গিস্তান, রাত ৯.০০ বীরে দি ওয়েডিং, ১১.০৭ ডক্টর জি
স্টার গোল্ড সিলেক্ট এইচডি : দুপুর ১২.১৪ ম্যায় অওর চালর্স, ২.১৫ খিচড়ি, বিকেল ৪.১৫ ভবেশ জোশি সুপারহিরো, সন্ধে ৬.৫৫ চান্স পে ডান্স, রাত ৯.০০ লুটকেস, ১১.১৬ নো ওয়ান কিলড জেসিকা
রমেডি নাউ : বেলা ১১.১০ দ্য ওয়ে, ওয়ে ব্যাক, দুপুর ১২.৪৭ দ্য ইন্টার্নশিপ, ২.৪৪ ফায়ারহাউস ডগ, সন্ধে ৬.৩১ লিটল ম্যানহ্যাটন, রাত ১০.২৬ ইয়োরস, মাইন অ্যান্ড আওয়ার্স, রাত ১১.৫২ লভ ইজ ইন দ্য এয়ার

মজনু বিকেল ৫.০০
জলসা মুভিজ

লুটকেস রাত ৯.০০
স্টার গোল্ড সিলেক্ট এইচডি

বঙ্গিস্তান সন্ধে ৬.৪২
অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি

ইনসাইড দ্য ফ্যাক্টরি রাত ১০.৪১ **সোনি বিবিসি আর্থ এইচডি**

রাজ্য হ্যান্ডবল টিমে মাথাভাঙ্গার ছেলে

ঘোকসাডাঙ্গা, ২০ এপ্রিল : রবিবার থেকে অনুষ্ঠিত হচ্ছে উত্তরপ্রদেশের আকবারপুরে ৪৭তম জুনিয়ার জাতীয় হ্যান্ডবল প্রতিযোগিতা। আর সেখানে বাংলা দলের হয়ে হ্যান্ডবলে সুযোগ পেয়েছেন মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের লতাপাতার দ্বারিকামারির রাজু বর্মন। রাজু বর্তমানে ফালাকাটা কলেজের প্রথম সিমেস্টারের ছাত্র।

রাজুর কথা বলতে গিয়ে কুশিয়ারবাড়ি হলেশ্বর উচ্চবিদ্যালয়ের ক্রীড়া শিক্ষক তথা রাজুর প্রশিক্ষক সহদেব বিশ্বাস বলেন, 'রাজু স্কুলে যখন পড়াশোনা করত তখন থেকেই সে ভালো হ্যান্ডবল খেলত। বাংলা দলের হয়ে সে উত্তরপ্রদেশে খেলার সুযোগ পেয়েছে। এই সুযোগ পাওয়ায় আমরা খুশি। আমি ওর সাফল্য কামনা করছি।' এই খবরে গর্বিত রাজুর দাদা, দিদি, বন্ধুবান্ধব সহ সকলে।

অনূর্ধ্ব-২০ বাংলা দলে রণদীপ

আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

আলিপুরদুয়ার, ২০ এপ্রিল : ফুটবলই তাঁর ধ্যানজ্ঞান। ফুটবল ছাড়া কিছুই বোঝেন না। সেই ফুটবলে উন্নতি করার জন্য একাদশ শ্রেণির পর আর পড়াশোনা করেননি। তিনি ১৯ বছর বয়সি রণদীপ বর্মন। আলিপুরদুয়ারের পূর্ব ভোলারডাবরির মাশানপাটের ওই তরুণ ছত্তিশগড়ে অনুষ্ঠিত অনূর্ধ্ব-২০ স্বামী বিবেকানন্দ জাতীয় ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপে বাংলা দলের হয়ে খেলার সুযোগ পেয়েছেন। শনিবার হরিয়ানার বিরুদ্ধে দলের হয়ে মাঠে নামেন।

এর আগে বাংলা দলে শুভম রায়, আদিত্য থাপারা সুযোগ পান। এবার সেখানে নাম জুড়ল রণদীপের। ফোনে রণদীপ বললেন, 'খুবই ভালো লাগছে বাংলার হয়ে খেলতে নেমে। লড়াই করে সুযোগ পাওয়ার আনন্দ অন্যরকমের হয়। নিজের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করছি।'

ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোকে দেখে ফুটবলের প্রতি আগ্রহ বাড়ে। তারপর ১২ বছর বয়স থেকে ফুটবল খেলা শুরু বলে জানালেন রণদীপ। পাড়ায় খেলতে খেলতে গ্রিন বেঙ্গল ফুটবল অ্যাকাডেমিতে ভর্তি হন। করোনার সময় কয়েকদিনের জন্য বিবেকানন্দ ক্লাব ফুটবল অ্যাকাডেমিতে অনুশীলন করেন। পরে ফেরেন পুরোনো অ্যাকাডেমিতেই।

৪ কিমি সাইকেল চালিয়ে অনুশীলনে

খুবই ভালো লাগছে বাংলার হয়ে খেলতে নেমে। লড়াই করে সুযোগ পাওয়ার আনন্দ অন্যরকমের হয়। নিজের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করছি।

-রণদীপ বর্মন

এখনও পর্যন্ত আলিপুরদুয়ার জেলা লিগ, অনূর্ধ্ব-১৭ জেলা দলের প্রতিনিধিত্বও করেছেন ওই তরুণ। অনূর্ধ্ব-২০ বাংলা দলে সুযোগ পাওয়ার আগে প্রথমে আলিপুরদুয়ারের পর জলপাইগুড়িতে ট্রায়াল হয়। এরপর কলকাতায় মাসখানেক ট্রায়ালের পর ১৮ জনের বাংলা দলে সুযোগ পান।

প্রতিদিন বাড়ি থেকে প্রায় চার কিলোমিটার দূরে সাইকেল চালিয়ে পাঁচ থেকে ছয় ঘণ্টা অনুশীলন করতেন। রোনাল্ডোর পাশাপাশি নেইমার, সুনীল ছেত্রী, কোলাসোদের খেলা রণদীপের খুবই পছন্দের। এরপর দেশের হয়ে খেলার স্বপ্ন রয়েছে তরুণের।

আলিপুরদুয়ারের ক্লাব জংশনের গ্রিন বেঙ্গল ফুটবল অ্যাকাডেমিতে রণদীপ অনুশীলন করেন। অ্যাকাডেমির সচিব শুভেন্দু চৌধুরী রণদীপের এমন সাফল্যে খুশি এবং গর্বিত। তাঁর কথায়, 'এর আগেও অনেকে এখান থেকে সুযোগ পেয়েছে। আর রণদীপের ফুটবল জীবন সবে শুরু। ওকে আরও অনেক দূর যেতে হবে।' রণদীপের বাবা রঞ্জিত বর্মন পেশায় কৃষক। ছেলের কথা বলতে গিয়ে তিনিও আবেগতাড়িত হয়ে পড়েন। বললেন, 'রণদীপ পুরোপুরি নিজের চেষ্টায় এতদূর গিয়েছে। আমাদের বিশ্বাস ও অনেকদূর এগোবে। ফুটবলের প্রতি ওর ভালোবাসা এতটাই যে, অনেকবার না খেয়েই খেলতে চলে গিয়েছিল। আমরা সবসময় ওর পাশে রয়েছি।' জেলা ক্রীড়া সংস্থার সচিব সঞ্চয় ঘোষ জানান, খুবই আনন্দের খবর। রণদীপের সাফল্যে অন্য ফুটবল খেলোয়াড়রা উৎসাহ পাবে।

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : খুব কাছের লোকের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন। ব্যবসার কাগজপত্র সাবধানে রাখুন। **বৃষ :** প্রেমের সঙ্গীকে অযথা সন্দেহ করে সমস্যায় পড়বেন। পেটের ব্যথায় দুর্ভোগ। **মিথুন :** অল্পেই খুশি থাকুন। পুরোনো দিনের কোনও কাজের সুফল পাবেন। **কর্কট :** রাস্তাঘাটে খুব সাবধানে চলাফেরা করুন। অভিনয়শিল্পীরা নতুন সুযোগ পাবেন। **সিংহ :** পরিবারের সঙ্গে সময় কাটিয়ে আনন্দ। হারানো দ্রব্য ফেরত পেয়ে নিশ্চিন্ত হবেন। **কন্যা :** সামান্য কথাকে কেন্দ্র করে বড় ঝামেলা হতে পারে। মাথা ঠান্ডা রাখুন। **তুলা :** পশু দংশনে সমস্যা। অফিসে বিরোধিতার মুখে পড়তে হতে পারে। **বৃশ্চিক :** রাজনৈতিক নেতা সংযত হয়ে কথাবার্তা বলুন। নতুন বাড়ি কেনার সুযোগ পাবেন। **ধনু :** পেটের অসুখে দুর্ভোগ। মেয়ের চাকরির খবরে আনন্দ। **মকর :** বিদেশে যাওয়ার কাগজপত্র হাতে আসবে। পরিবার নিয়ে দারুণ কাটবে। **কুম্ভ :** নতুন ব্যবসার সূত্রপাত। প্রেমের ঝামেলা কাটবে। **মীন :** বিদেশে যাওয়ার বাধা কাটবে। কর্মপ্রার্থীরা ভালো খবর পেতে পারেন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৭ বৈশাখ, ১৪৩২, ভাঃ ১ বৈশাখ, ২১ এপ্রিল, ২০২৫, ৭ বহাগ, সংবৎ ৮ বৈশাখ বদি, ২২ শওয়াল। সূঃ উঃ ৫।১৬, অঃ ৫।৫৭। সোমবার, অষ্টমী দিবা ১।৪৯। উত্তরাষাঢ়ানক্ষত্র দিবা ৮।৬। সাধ্যযোগ রাত্রি ৬।৫৪। কৌলবকরণ দিবা ১।৪৯ গতে তৈতিলকরণ রাত্রি ১।২৫ গতে গরকরণ। জন্মে- মকররাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী বৃহস্পতির ও বিংশোত্তরী রবির দশা, দিবা ৮।৬ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা। মৃতে- দ্বিপাদদোষ, দিবা ৮।৬ গতে দোষ নাই। যোগিনী- ঈশানে, দিবা ১। ৪৯ গতে পূর্বে। কালবেলাদি ৬।৫১ গতে ৮।২৬ মধ্যে ও ২।৪৭ গতে ৪।২২ মধ্যে। কালরাত্রি ১০।১১ গতে ১১।৩৬ মধ্যে। যাত্রা- নাই, দিবা ৮।২৬ গতে যাত্রা শুভ পূর্বে নিষেধ, দিবা ১০।১৩ গতে ঈশানে বায়ুকোণেও নিষেধ, দিবা ১।৪৯ গতে মাত্র পূর্বে নিষেধ। শুভকর্ম- দিবা ৬।৫১ মধ্যে পুংরত্নধারণ বিক্রয়বাণিজ্য বিপণ্যারম্ভ ধান্যনিষ্ক্রমণ, দিবা ৮।২৬ গতে ১।৪৯ মধ্যে কুমারীনাসিকাবেধ বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন, দিবা ১।৪৯ মধ্যে গাত্রহরিদ্রা অব্যূঢ়ান্ন নামকরণ নবশয্যাসনাদ্যুভোগ দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য পুণ্যাহ শান্তিস্বস্ত্যয়ন বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যচ্ছেদন ধান্যস্থাপন ধান্যবৃদ্ধিদান কারখানারম্ভ। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- অষ্টমীর একোদ্দিষ্ট এবং নবমীর সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৬।৪৫ মধ্যে ও ১০।১৪ গতে ১২।৫১ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।৫০ গতে ৯।০ মধ্যে ও ১১।১১ গতে ২।৫ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৩।২৮ গতে ৫।১৩ মধ্যে।

কর্মখালি

NJP-তে হোটেলে কাজের জন্য স্মার্ট এবং কম্পিউটার জানা রিসেপশনিস্ট চাই। (মহিলা/পুরুষ) বেতন- 12,000/-. M-9434479413. (C/116175)

শিলিগুড়ি শিবমন্দিরে Aquapuro Systems LLP Company-তে Chimney ও Water Purifier-এর জন্য Service Technician প্রয়োজন। Salary - 10,500 + Incentive Extra ও অন্যান্য সুবিধা। WhatsApp - 9635393135 / 8670330060, Call - 1800212000123. (M/M)

শিলিগুড়িতে Duty কাজ করার জন্য গার্ড চাই। থাকা ও খাবার ব্যবস্থা আছে। বেতন 12000 টাকা, M-9733365752, 8170837161. (C/116066)

অফিস এবং ফিল্ড-এর কাজের জন্য ম্যানেজার লাগবে উচ্চমাধ্যমিক থেকে গ্র্যাজুয়েশন পাশ। স্যালারি ১০ থেকে ১২ হাজার। বয়স - ২৪ থেকে ৩৫ বছর। বাইক থাকা আবশ্যক। 8597190106. (C/116067)

শপিং মল ও ফ্যাক্টরির জন্য গার্ড চাই শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ির জন্য। বেতন 12,500/- + (PF, ESI) থাকা ফ্রি, খাওয়া মেস, মাসে ছুটি। (M) 8945925318. (C/116067)

VACANCY

A reputed residential School at Siliguri requires **'Campus Administrator'**. The candidate should have MBA degree and experience in the relevant field. Salary & pay package as per industry standard. Apply with updated CV to **hr@sittechno.org** within 22.04.2025. Helpline - 9932362646. (C/116063)

TEACHER WANTED

Azim National School, Kishanganj (CBSE) requires a TGT (Phy / Chem) for Secondary Level. Call +919430646481. (C/116067)

অ্যাফিডেভিট

I, Ruposhri Das, W/o Mustafur Rahaman, R/o - Bhutkidanga Para, P.S. - Rajganj, Dist. - Jalpaiguri declared that I have embraced Muslim religion and renounced Hindu religion and changed my name to Nasrin Parvin vide affidavit no. 6184 dt. 09.04.2025 before Ex. Magistrate Jalpaiguri. (C/116180)

Affidavit

I Smt. Mithu Dutta, 41 years old from Kamakhyaguri 736202, Declare that Mithu Dutta and Mithu Dutta (Kundu) is the same and one identical person. I signed this affidavit the 16th day of April 2025 at Alipurduar JM Court. (P/S)

হারানো-প্রাপ্তি

SRS Advisory (P) Ltd. HDFC Bank আইডি কার্ড নং- 240611286302949 গত 15.04.25 তারিখে হারিয়ে গিয়েছে। যদি কেউ পেয়ে থাকেন, তাহলে এই নম্বরে যোগাযোগ করুন : M-9749380028. (C/116174)

বিক্রয়

কমার্সিয়াল বিল্ডিং চারতলা বিক্রয়, জর্জ মোবার্ট রোড, নিকটে হোটেল এমব্যাসির গলিতে। M-9832095960. (C/116173)

ডিজেল জেনারেটর সেট, কিরলোস্কার, 82.5/62.5/40 KVA বিক্রয় হবে, যোগাযোগ - 9832695950 শিলিগুড়ি। (C/116068)

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, বধূ জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

Aakashians rise high in JEE (MAIN) 2025

Aakash
Medical | IIT-JEE | Foundations

Guided by **Experts.**
Proven in **Results.**

Aakash INVICTUS
Advanced JEE Prep Program

OUR NATIONAL CHAMPIONS

*Aakash Invictus Contact Program

Though every care has been taken to publish the result, yet Aakash Educational Services Ltd. shall not be responsible for inadvertent error, if any.

ADMISSIONS OPEN

Scan code to locate the nearest branch

Our Centres in West Bengal: **Asansol:** 9230012318 **Bankura:** (03242) 350800 **Bansdroni:** (033) 66432626 **Barrackpore:** (033) 66342300 **Berhampore:** 8800013151 **Burdwan:** 91471 85222 **Central Kolkata:** (033) 66469999 **Durgapur:** 7605058646 **Howrah:** (033) 68239500 **Kharagpur:** (03222) 661400 **Malda:** 8584823046 **North Kolkata (Med. Wing):** (033) 40579100 **North Kolkata (Engg. Wing):** (033) 40579126 **South Kolkata (Med. Wing):** (033) 66342400 **South Kolkata (Engg. Wing):** (033) 66342431/32 **Siliguri:** 7596013322 **Tamluk:** 8800013151

CALL (TOLL-FREE):
8800013151

VISIT:
aakash.ac.in

Scan the QR Code to Download
Aakash App Google Play

Aakash
Medical | IIT-JEE | Foundations

■ ৪৫ বর্ষ ■ ৩৩১ সংখ্যা, সোমবার, ৭ বৈশাখ ১৪৩২

চর্চায় সংঘের রোষ

বঙ্গ বিজেপি সভাপতির দৌড়ে অন্যদের সঙ্গে দিলীপ ঘোষ ছিলেন। রাজ্য বিজেপিতে এযাবৎকালে সফলতম নেতা। তাঁর সভাপতিত্বে ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি বাংলায় ১৮টি লোকসভা আসনে জয়ী হয়। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে পদ্মফুল জেতে ৭৭টি আসনে। অথচ বাংলায় এখন রাজ্য বিজেপির সভাপতি বাছাই নিয়ে টানটান উত্তেজনার মধ্যে ৬১ বছর বয়স পর্যন্ত অকৃতদার সেই দিলীপ জীবনসঙ্গিনী বেছে নিলেন।

বিজেপির নতুন রাজ্য সভাপতি বাছাই কিন্তু অনিশ্চিতই হয়ে আছে এখনও। একইভাবে ঝুলে আছে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি এবং আরও কয়েকটি রাজ্যের সভাপতির নাম ঘোষণা। জেপি নাড্ডা বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি পদে আছেন দীর্ঘদিন। ভোটে জিতে নাড্ডা যখন কেন্দ্রের স্বাস্থ্যমন্ত্রী হলেন, তখনই শোনা গিয়েছিল, সভাপতি বদল সময়ের অপেক্ষা মাত্র। নতুন নাম ঘোষণা শীঘ্র।

কিন্তু সেই শুভস্য শীঘ্রম এখনও হয়নি। শোনা যায়, বিকল্প কাউকে পাওয়া যাচ্ছিল না বলে এই বিলম্ব। কারণ, সভাপতি বাছলেই তো হবে না, নাড্ডার মতো তাঁর উত্তরসূরিকেও নরেন্দ্র মোদি ও অমিত শা'র প্রিয় পাত্র হতে হবে। আবার সেই পছন্দে সায় থাকা চাই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের (আরএসএস)। বস্তুত সংঘের হাত ধরেই বারবার সাফল্য এসেছে বিজেপির দুয়ারে।

তবে মাঝে সংঘ-বিজেপি সম্পর্ক বেশ জটিল হয়ে গিয়েছিল বলে চর্চা আছে। সময়টা গত লোকসভা নির্বাচনের আগে। যে কারণে সেই ভোটের প্রচারে আরএসএসকে কিছুটা নিষ্প্রভ দেখা গিয়েছিল। ফলাফল অবশ্য প্রমাণ করেছিল, সম্পর্কে সব ঠিক নেই। যার খেসারত দিতে হয়েছিল বিজেপিকে। ছবিটা বদলাতে থাকে হরিয়ানা বিধানসভার গত নির্বাচন থেকে। প্রথমে হরিয়ানা, পরে মহারাষ্ট্র বিধানসভার ভোটে এনডিএ জোটের জয়জয়কারে ছিল সংঘেরই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।

এতে সহজে বোঝা যায়, বিজেপি সংঘের ওপর কতটা নির্ভরশীল। চর্চা আরও বাড়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কিছুদিন আগে নাগপুরে সংঘের সদর দপ্তরে যাওয়ায়। প্রচার চলে সর্বভারতীয় বিজেপি সভাপতি পদে তাঁর এবং শা'র পছন্দের প্রার্থীর নামে সংঘের সমর্থন আদায়ই ছিল উদ্দেশ্য। মোদির এই নাগপুর কতটা সফল হয়েছে, তা নিয়ে ধোঁয়াশা কাটেনি। কেন না, সভাপতি বাছাই এখনও ঝুলে।

সম্ভাব্য পরবর্তী সর্বভারতীয় বিজেপি সভাপতি হিসেবে অনেকের নাম শোনা যাচ্ছে। যেমন কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়নমন্ত্রী ও মধ্যপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান, হরিয়ানার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মনোহরলাল খাট্টার, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান, ভূপেন্দ্র যাদব, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি, দলের সাধারণ সম্পাদক সুনীল বনসাল প্রমুখ। আরএসএস এই দীর্ঘসূত্রিতায় অধৈর্য এবং তিতিবিরক্ত বলে বিজেপির অন্দরে শোনা যায়।

আলোচনায় আছে যে, ২১ এপ্রিল পর্যন্ত সংঘ সময় দিয়েছে বিজেপিকে। তার মধ্যে বিজেপি নতুন জাতীয় সভাপতির নাম ঘোষণা না করলে সংঘ নাকি জাতীয় ও রাজ্য স্তরে বিজেপি থেকে নিজেদের প্রতিনিধিদের সরিয়ে নেবে। সেই কারণে নাকি গত ক'দিন ধরে মোদি-শা-নাড্ডাদের চরম ব্যস্ততা চলছে কখনও শা'র বাসভবনে, কখনও প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে, কখনও নাড্ডার বাসভবনে দফায় দফায় বৈঠক করছে বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব।

নতুন সভাপতি বাছাইয়ের সঙ্গে মন্ত্রীসভার রদবদল এবং বাকি রাজ্যগুলির সভাপতি বদল নিয়েও নাকি বিস্তর চর্চা হয়েছে ওই বৈঠকগুলিতে। আলোচনা কতখানি ফলপ্রসূ, জানা যায়নি। তবে বিজেপি যদি সর্বভারতীয় সভাপতির নাম ঘোষণায় দেরি করে এবং আরএসএস জাতীয় ও রাজ্য স্তরে বিজেপির সাধারণ সম্পাদক পদ থেকে নিজেদের প্রতিনিধি সরিয়ে নেয়, তবে বিজেপি অভূতপূর্ব সাংগঠনিক সংকটে পড়বে সন্দেহ নেই। দলের সর্বস্তরের নজর এখন তাই শীর্ষ নেতৃত্বের পদক্ষেপের দিকে।

অমৃতধারা

আত্ম-অনুসন্ধান বেদান্তের মূল ভিত্তি। এই ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে প্রত্যেক বৈদান্তিককে তন্নতন্ন করে, নিজেকে ছিন্নভিন্ন করে, মনকে ব্রহ্মসমুদ্রে ও নিত্য ধ্যানে, বিচারে লীন করতে হবে। হারাতে হবে নিজের সব কিছুকে। সব হারিয়ে সব ফিরে পাওয়া। এ যেন সমুদ্রের গর্ভে বেপরোয়াভাবে মরণঝাঁপ। সমুদ্র ফিরিয়ে দেবে চৈতন্যময় মৃতদেহটি, অমরতার বরে ভরপুর। আত্মা না হওয়া পর্যন্ত আত্মতুষ্টির স্থান নেই এই পথে। চাই বিচার, ভক্তি, বিশ্বাস, সাহস, অদম্য কর্মশক্তি, প্রেম। সর্বসংস্কারমুক্ত মনে কাণ্ডকারখানাই-অবতারতত্ত্ব বা ঈশ্বরতত্ত্ব। সবার প্রতি আমার শেষ কথা-সবাই সবাইকে ভালোবাসতে শেখ-প্রেম, প্রেম আর শুধুই প্রেম।

- ভগবান

এ অন্ধকার যে কিছুতেই আমাদের নয়

মুর্শিদাবাদের ইতিহাস সম্প্রীতির। যে নবাবের নামে জেলা, সেই মুর্শিদকুলি খাঁ বাঙালি হিন্দুদের রাজস্ব বিভাগে নিতেন।

সৌরভ হোসেন

মুর্শিদাবাদে সম্প্রীতির অন্যতম সেরা চিহ্ন 'বেড়া উৎসব'। লালবাগ, হাজারদুয়ারির কাছে ভাগীরথী নদীর ওপর। - ফারুক আবদুল্লাহ

ওই তো ফরাক্কা ব্যারেজ থেকে জল ছাড়ার শব্দ কানে আসছে। তার উপর দিয়ে ধিক ধিক করে চলা ট্রেনের হুইসল জলের সেই সোঁ সোঁ শব্দের সঙ্গে মিশে আউরিবাউরি হয়ে যাচ্ছে। যে হাওয়াতে এই আউরিবাউরি হচ্ছে সেই হাওয়াতেই ছড়াচ্ছে কথাটি। যে কথা এ মাটির কখনও আপন ছিল না। যে কথা জলের পাকচক্রের মতো কোথা থেকে পাকিয়ে পাকিয়ে উঠেছে।

এই সুন্দর পৃথিবীখানার সবচেয়ে ক্ষতি করেছে যে কথাটি, এ কথা সেই কথা। পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি খুন হয়েছে যে হিংসার জন্য, এ হল সেই হিংসা।

অথচ এ জেলার ইতিহাস বলে অন্য কথা। সে কথা নদী ও মাটির মতো পবিত্র। স্রোতের মতো বহমান। সেই পুণ্যভূমে এ হিংসা কোথা থেকে এল! এ মাটির মানুষগুলো বদলে গেল না, তাদের বদলে দেওয়া হল! হাওয়াতে যা ছড়াচ্ছে তাই কি সত্যি? না সে হাওয়ায় কোনও দুষ্টচক্রী মিশিয়েছেন বিষ-বাষ্প? হাওয়ায় কান পাতার আগে একবার মাটিতে কান পাতি। যে মাটিতে এসব রটছে কিংবা ঘটছে, সে মাটির কথা একবার জানি।

মসলিন, হাতির দাঁতের খোদাই আর রেশম পণ্যের বাণিজ্যকেন্দ্র মুর্শিদাবাদ ছিল একসময়ের ধনী জনপদ। রবার্ট ক্লাইভ তো মুর্শিদাবাদ শহরকে লন্ডনের চেয়ে সমৃদ্ধিশালী বলেছিলেন। ব্রিটিশ ঐতিহাসিক রবার্ট ওরমে বলেছিলেন, আঠারো শতকের প্রথম এবং মাঝামাঝি সময়ে মুর্শিদাবাদ ছিল বিশ্বের অন্যতম ধনী শহর।

জৈন কবি নিহাল সিংহ লিখেছেন; 'বসতী কাসমবাজার, সৈদাবাদ খাগড়া সার/ রহতে লোক গুজরাতীক, টোপীবাল জেতী জাতীক।/ আরব আরমনী আংগরেজ, হবসী হুরমজী উলাংদেজ/ সীদী ফরাসীস আলেমান সৌদাগর মুর্গল পাঠান/ শেঠী কুংপনী কী জোর দমকে লাগে লাখ কিরোর।' অর্থাৎ কবি নিহাল বলেছেন, কাশিমবাজার, সৈয়দাবাদ, খাগড়ার বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন সম্প্রদায় ও জাতির মানুষের মধ্যে সুন্দর সহাবস্থান ছিল।

ইংরেজ কোম্পানির উচ্চপদস্থ কর্মচারী উইলিয়াম বোল্টস মুর্শিদাবাদের কথা লিখতে গিয়ে লিখেছেন, "A variety of merchants of different nations and religions, such as Cashmeerians, Multanys, Patans, Sheikhs, Sunniasys, Paggayahs, Betteas and many others used to resort to Bengal. এসব সওদাগরদের অনেকেই মুর্শিদাবাদে তাঁদের বসতি স্থাপন করেছিলেন এবং স্থায়ীভাবে বসবাস করতেন। জগৎশেঠরা এসেছিলেন মাড়ওয়ারের নাগর থেকে অষ্টাদশ শতকের গোড়ার দিকে। মুর্শিদকুলির সঙ্গে এসেছিলেন মানিকচাঁদ। এবং মুর্শিদাবাদের বাসিন্দা হয়ে যান।

এরকম নানা জাতি, নানা সম্প্রদায়ের মানুষের এ জেলায় এসে স্থায়ীভাবে বসবাসের হাজার হাজার উদাহরণ ছড়িয়ে রয়েছে। যে নবাবের নামে মুর্শিদাবাদ জেলার নামকরণ সেই মুর্শিদকুলি বাঙালি হিন্দু ছাড়া আর কাউকে তাঁর রাজস্ব বিভাগে নিযুক্ত করতেন না। মুর্শিদকুলির সংস্কারের ফলে যে নতুন ব্যাংকার-ব্যবসায়ী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব হয়, তাঁদের অধিকাংশই হিন্দু। রিয়াজ-উস-সলাতিনের লেখক গোলাম হোসেন লিখেছেন, 'মুর্শিদকুলি থেকে আলিবর্দি পর্যন্ত বাংলার নবাবদের নীতি ছিল দেশ বিদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অভিজাতদের আমন্ত্রণ করে মুর্শিদাবাদে নিয়ে আসা।'

নবাবরা মুর্শিদাবাদের সৌন্দর্যায়নের জন্য এ প্রচেষ্টা করেছিলেন। তাতে তাঁরা জাতি-ধর্ম দেখেননি। মানুষে মানুষের সেই সহাবস্থান আজও অটুট যে জেলায় সেখানে এই জাতিগত হিংসার ঘটনা কতটা সত্য? নাকি সে সত্যে জলই বেশি? ফায়দা কার? 'নানা ভাষা নানা মত নানা পরিধান/ বিবিধের মাঝে দেখো মিলন মহান'-এর ভারতবর্ষে যে হিংসার রাজনীতি প্রতিনিয়ত মানুষের সহাবস্থানকে নষ্ট করছে, কোথাও হলেও কি সেই হিংসার রাজনীতি জড়িত? জেলার আনাচে-কানাচে কান পাতলে সেসব ফিশফিশ শোনা যাচ্ছে।

যে ভৌগোলিকগত অবস্থান এই ঐতিহাসিক জেলার সৌন্দর্যকে বৃদ্ধি করেছিল, সেই ভৌগোলিকগত অবস্থানই এখন জেলার অপরাধপ্রবণতা বৃদ্ধির সহায়ক হচ্ছে।

১২৫.৩৫ কিমি আন্তর্জাতিক সীমান্ত আর পড়শি রাজ্যের অবস্থান, এ জেলার অভ্যন্তরে অপরাধ ঘটানোটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। কাঁটাতার মানুষের শরীরকে আটকে রাখতে পারে কিন্তু মনকে তো আর আটকে রাখতে পারে না। সেই মনই হল যত গণ্ডগোলের গোড়া। এই মনে হিংসার বিষ ঢুকিয়ে দিতে পারলেই বিভেদকামী মানুষের আনন্দ। যদিও সে খারাপ মানুষের সংখ্যা কম। কম হলে কী হল? যুগে যুগে খারাপ মানুষের সংখ্যা কমই থাকে, তবুও সে কম খারাপ মানুষ বৃহত্তর ভালো মানুষের সবচেয়ে খারাপটা করে দেয়। এই যে এখন যেমন শুধু এপার-ওপার নয়, এগাঁ ওগাঁ, এপাড়া ওপাড়ার মনে শুধু 'ওরা' 'আমরা'। এও তো সেসব খারাপ মানুষদেরই কু-কাজের ফল?

মুর্শিদাবাদের যে অংশে জাতিগত হিংসা ঘটেছে বলে যেটা শোনা যাচ্ছে, সে অংশটির একদিকে বাংলাদেশ, অন্যদিকে পড়শি রাজ্য ঝাড়খণ্ড। আবার জায়গাটি উত্তর-পূর্ব ভারতের সঙ্গে বাকি ভারতকে যুক্ত করেছে। ফলে ভিনমানুষ আর বহিরাগত মানুষদের নিত্য আনাগোনা। এরকম জায়গাই হল যে কোনও অপরাধ ঘটানোর অনুকূল স্থান। ফলে 'বহিরাগত' কারণটা ফেলনা নয়। যে কথা এই এলাকার সাধারণ মানুষ বলছেন। যে মানুষ যুগ যুগ ধরে পাশাপাশি বসবাস করছেন। একে অপরের সংস্কৃতিকে সম্মান করেন। এই সহবস্থানের সংস্কৃতি এই জেলার চিরায়ত সংস্কৃতি।

হিন্দু বন্ধু ইদের 'দাওয়াত'এ সেমাই খেতে যান মুসলমান বন্ধুর বাড়ি; মুসলমান বন্ধু পুজো দেখার আমন্ত্রণে নারকেল নাড়ু খেতে যান হিন্দু বন্ধুর বাড়ি। মুসলমানদের দরগাতে হিন্দুদের শিন্নি দেওয়া আর মহরমের সময় হিন্দু ভাটিয়ালি গায়কদের শোকগাথা গাওয়া তো শাশ্বত সম্প্রীতির উদাহরণ। এই দুই ধর্ম আর সংস্কৃতির মিলন প্রচেষ্টা থেকেই সত্যপিরের মতো নতুন 'দেবতা'র জন্ম- যে 'দেবতা' হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই উপাস্য। সম্প্রীতির এই দৃষ্টান্ত দেখা যায় বরানগরে, যেখানে মন্দির চত্বর আর মাস্তিরাম আওলিয়ার আখড়া রয়েছে সামনাসামনি। মুর্শিদাবাদের মানুষদের সম্প্রীতি আর সমন্বয়ের সবচেয়ে বড় উদাহরণ হল, 'বেরা উৎসব'। জলদেবতা 'খাজা খিজির'কে তুষ্ট করার জন্য এই বেরা ভাসান উৎসব পালন করা হয়। প্রত্যেক বছর ভাদ্র মাসের শেষ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ভাগীরথীতে এলাহি আয়োজনে এই উৎসব পালন করেন হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষ।

এই মানুষগুলোর ভিতরে যে বা যারা হিংসার বিষ ঢুকিয়ে দিচ্ছে, তারা সফল হবে না। মুর্শিদাবাদের মানুষই তাদের পরাস্ত করবেন। মুর্শিদাবাদের সীমান্তবর্তী গ্রামে গ্রামে ঘোরার অভিজ্ঞতা রয়েছে আমার। অনেক মানুষের সঙ্গে কথা বলেছি। জানতে চেয়েছি, তাঁদের মধ্যে সৌহার্দ্য-সম্প্রীতি কেমন? তাঁরা নির্দ্বিধায় বলেন, আমাদের কোনও ভেদাভেদ নেই। আমাদের সম্পর্ক ভাইয়ে-ভাইয়ের।

লালগোলার এক সীমান্তবর্তী গ্রামের একমাত্র হিন্দু পরিবারের কাছে জানতে চেয়েছি, 'ভয় লাগে না?' সে পরিবারের কর্তা হেসে বলেছেন, 'ভয় কীসের? আমরা সবাই এক। কোনওদিন সমস্যা তো হয়নি।' সেই মানুষটির হেসে বলা মুখটা আজ খুব মনে পড়ছে। আজ চারধারে যেটা ঘটছে বা রটছে সেটা শুনে নিশ্চয়ই তিনি লজ্জা পাচ্ছেন?

আমি দেখতে পাচ্ছি, আজ থেকে দুশো সাতষট্টি বছর দশ মাস আগে পলাশীর যুদ্ধ জয় করে রবার্ট ক্লাইভ তিন হাজারেরও কম সৈন্য নিয়ে কাশিমবাজারের ভিতর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন আর তার অনেক অনেক গুণ বেশি মানুষ হাঁ করে সে যাওয়া দেখছেন। মুসলমান শাসক হেরেছেন আর খ্রিস্টান শাসক জিতেছেন বলে তাঁরা কেউ ঢিল মারেননি; আজও মুর্শিদাবাদের সেই মানুষ দাঙ্গাবাজদের লাগিয়ে দেওয়া হিংসাকে নীরবে এড়িয়ে যাবেন। সে হিংসাকে মনে স্থান দেবেন না। কোন শাসক ক্ষমতায় এলেন, কোন শাসক ক্ষমতা থেকে চলে গেলেন, তাতে তাঁদের কিচ্ছুটি এসে যায় না। তাঁদের মনে বসত করছে 'সহাবস্থান'।

ওই তো ভাদ্র মাস আসছে। ভাগীরথীর তীরে শিগগিরই দেখতে পাব সে 'সহাবস্থান'। জলের ওপর ভাসবে হাজার হাজার আলো। সে আলো সম্প্রীতির, সৌভ্রাতৃত্বের। সে আলোতে ঘুচে যাবে বদনামের এই অন্ধকার।

(লেখক সাহিত্যিক। মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়ার দস্তুরপাড়ার বাসিন্দা।)

আজ

২০২১

আজকের দিনে প্রয়াত হন কিংবদন্তি কবি শঙ্খ ঘোষ।

২০১৩

'মানব কম্পিউটার' শকুন্তলা দেবী প্রয়াত হন আজকের দিনে।

আলোচিত

এখন সরকার বলছে, মন্দির-মসজিদ চালাবে। ট্রেনটা চালাক ভালো করে। কেন্দ্র ট্রেন বেচে দিচ্ছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতার ট্রাম বেচে দিচ্ছেন। আসলে তৃণমূল-বিজেপির স্ক্রিপ্ট এক। তা লেখা হয়েছে নাগপুরে। লিখে দিয়েছেন আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত।

-মহম্মদ সেলিম

ভাইরাল/১

পরনে আকাশি পাঞ্জাবি, স্ত্রীর পরনে একই রঙের লেহেঙ্গা। পুষ্পা ২-এর 'অঙ্গারো কা অম্বর সা লাগতা' গানের তালে কোমর দুলিয়ে স্ত্রী সুনীতার সঙ্গে মঞ্চ মাতালেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল। মেয়ের বিয়েতে তাঁর নাচের ভিডিওয় ঝড়।

ভাইরাল/২

আপন মনে ঘুরে বেড়াচ্ছিল মোটা দাঁড়াওয়ালা কাঁকড়া। এক বিড়ালছানা পা বাড়ায় তার দিকে। কাঁকড়া সটান কামড়ে ধরে পা। পা ছাড়াতে মুখ বাড়ালে বিড়ালের মুখেও কামড় বসায় কাঁকড়া। যন্ত্রণায় চ্যাঁচাতে থাকে বিড়ালটি।

জনমন
জনমত

শালুগাড়ার রাস্তায় অবাধ বিচরণ গোরুর

আমি শালুগাড়ার কমলানগরে বসবাস করি। এখানে অনেক খাটাল আছে। এছাড়া স্থানীয় অনেকেই ব্যক্তিগত ও বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে গবাদিপশু প্রতিপালন করেন। বেশিরভাগ খাটালেই যথেষ্ট যত্ন সহকারে গোরু ও মোষ প্রতিপালন করা হয়। কিন্তু শালুগাড়ার রাস্তাঘাটে এমনকি হাইওয়েতেও অনেক গোরু ও ষাঁড়কে অবাধে বিচরণ ও শুয়ে থাকতে দেখা যায়। তার ওপর কখনো-কখনো দুই ষাঁড়ের লড়াই শিশু, মহিলা ও পুরুষদের মধ্যে ভয়ংকর আতঙ্ক তৈরি করে।

অবুঝ গোরু বা ষাঁড় যখন অভুক্ত অবস্থায় শালুগাড়ার সোমবারের হাটে সবজিতে মুখ দেয় তখন তার ভাগ্যে জোটে লাঠির আঘাত বা তার শরীরে ছিটিয়ে দেওয়া হয় সবজি ধোয়া নোংরা জল। এদের অবাধ বিচরণ বাজারে ভীষণ ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি করে। এইসব গবাদিপশু বাসি পচা খাবার এমনকি প্লাস্টিকও খায়।

আমি প্রায় ৫৫-৬০ বছর আগে গুয়াহাটিতে দেখেছি এই ধরনের গোরুকে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় অর্থাৎ খোঁয়াড়ে আটকে রাখা হত। গোরুর মালিক মুচলেকা লিখে জরিমানা দিয়ে নিয়ে যেত। শিলিগুড়ি পুরনিগম থেকেও এমন ব্যবস্থা নিলে খুব ভালো হয়। বহু জায়গায় শুনেছি, এইসব খোঁয়াড়ে ষাঁড়ের প্রতিপালনের ব্যবস্থা আছে। ভয়ংকর দুর্ঘটনা এড়াতে পুর কর্তৃপক্ষকে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করছি।

অসীমকুমার ভদ্র
শালুগাড়া, শিলিগুড়ি।

পত্রলেখকদের প্রতি

যাঁরা জনমত বিভাগে মতামত জানিয়ে চিঠি পাঠাতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ই-মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করতে পারেন। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার নিজের মতামত পাঠান। নিজের এলাকার সমস্যাদি নিয়ে বিশদে লিখতে পারেন। সঙ্গে ছবি পাঠালে ভালো হয়। এছাড়াও সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠানো যাবে।

-ঃ ঠিকানা ঃ-
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি,
শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

ই-মেল
janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ
9735739677

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

স্মৃতির ভেলায় প্রাণের এনবিএসটিসি

উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার এবার ৬৫ বছর পূর্তি। উত্তরবঙ্গের অনেকেরই নানা স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে সংস্থার সঙ্গে।

সঞ্জয় ঘোষ

একটা সময় উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থাই ছিল উত্তরবঙ্গের যোগাযোগের অন্যতম প্রধান অবলম্বন। আমাদের পরিবহণ ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবেই এই সরকারি সংস্থার উপর নির্ভরশীল ছিল। উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার জন্ম ১৯৬০ সালে। সেই ষাটের দশক থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে এই সরকারি সংস্থা আমাদের এখনও পরিষেবা দিয়ে চলেছে।

এই সংস্থার সঙ্গে একসময় আমাদের শিক্ষা-সংস্কৃতি সবকিছুই ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিল। সেই সময় তখনকার পশ্চিম দিনাজপুর জেলার (এখন উত্তর দিনাজপুর) রায়গঞ্জ ও বালুরঘাটের বাসিন্দাদের ট্রেনে যাতায়াত করার খুব একটা অভিজ্ঞতা ছিল না। আমাদের সকলেরই যে কোনও প্রয়োজনে কলকাতা-শিলিগুড়ি-মালদায় যাতায়াতের মাধ্যম বলতে এই পরিবহণ সংস্থাই ছিল বড় ভরসা। এই সময়কার বাসিন্দাদের উচ্চশিক্ষা, চিকিৎসা সবকিছুই সম্ভব হয়েছিল এই পরিবহণ সংস্থার দৌলতেই।

স্কুলের গণ্ডি পেরিয়েই রাতে বাসে করে কলকাতা যাত্রা। সে এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা। এই পরিবহণ ব্যবস্থার উপর নির্ভর করেই আজ রায়গঞ্জের ছেলেমেয়েরা কেউ উকিল, ডাক্তার, প্রফেসর, বিজ্ঞানী, সরকারি-বেসরকারি চাকরি করছেন। সেই সঙ্গে কেউ ব্যবসা-বাণিজ্য করছেন, কেউ খেলোয়াড় আবার কেউ কেউ অন্য কোনও পেশায় নিয়োজিত। অনেকে বিদেশেও বিভিন্ন ধরনের পেশায় নিযুক্ত। আমাদের পিছিয়ে থাকা তখনকার পশ্চিম দিনাজপুর জেলার সবার সবকিছুই সম্ভব হয়েছে এই পরিবহণ সংস্থার হাত ধরে।

তখন এই সংস্থার কর্মীরাও ছিলেন খুব আন্তরিক। কলকাতা যাতায়াত খুব সহজ হয়ে উঠেছিল তাঁদেরই কল্যাণে। তাই এখনও উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার (এখন অবশ্য নিগম) বাস দেখলেই অজান্তেই মাথা নত হয়ে আসে। এখন এনবিএসটিসি-র অবস্থা ভালো নয়। তবু আজ তাদের জন্য আমরা অনেকেই নিজের একটা জায়গা করে নিতে পেরেছি।

তখন এক জেলা থেকে আর এক জেলা কিংবা বিভিন্ন শহরে যাতায়াত করতে ভরসা বলতে ছিল সেই উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ। একটা সময় রায়গঞ্জে এনবিএসটিসির বিশ্বকর্মাপুজোর আয়োজন ছিল তখনকার সময়ে তাক লাগিয়ে দেওয়ার মতো। এই পুজোয় তাদের ছোট ছোট ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পকর্ম মানুষ অবাক হয়ে চেয়ে দেখত। এই পুজোর মডেল দেখার জন্য দুপুর হতে হতেই মানুষের ভিড়ে ভর্তি হয়ে যেত স্টেট ট্রান্সপোর্ট এলাকা। ভিড় চলত রাত অবধি। ইটাহার, মহারাজাহাট, কালিয়াগঞ্জ সহ বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রচুর মানুষের সমাগম হত।

সেই সময় এই পরিবহণ সংস্থায় প্রচুর মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে। তখন রায়গঞ্জে একটা কথা খুব চালু ছিল, প্রতি পাঁচজন মানুষের মধ্যে তিনজন এই সংস্থার কর্মী। ১৯৭৫ সালে ফরাক্কা ব্যারেজ তৈরি হয়। তারপর শুরু হয় সরাসরি বাসে করে কলকাতা যাত্রা। এই পরিষেবাই আমাদের পিছিয়ে থাকা জেলার বাসিন্দাদের কলকাতা চিনিয়েছে। কিছুদিন পরে আত্মপ্রকাশ করল মালদা থেকে শিয়ালদা গৌড় এক্সপ্রেস। এনবিএসটিসি-ও পিছিয়ে নেই। রায়গঞ্জ ও বালুরঘাটের বাসিন্দাদের গৌড় এক্সপ্রেসে কলকাতা পৌঁছানোর জন্য উপহার দিল গৌড় এক্সপ্রেস কানেক্টিং বাস। যা যাতায়াত করত মালদা-রায়গঞ্জ বা মালদা-বালুরঘাট।

আর একটা কথা না বললেই নয়। এনবিএসটিসি তখন রায়গঞ্জে একটি ফুটবল টিম তৈরি করে এবং তার ফলে অনেকের কর্মসংস্থান হয়। আর এভাবেই উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থা আমাদের জীবনের ভালোমন্দে জড়িয়ে।

(লেখক চিকিৎসক। রায়গঞ্জের বাসিন্দা।)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪১২০

১		২	★	৩	★	★	★
	★	৪			★	৫	৬
৭			★		★	★	
★	★	★	★	৮			
৯			১০	★	★	★	★
	★	★		★	১১		১২
১৩		★	১৪			★	
★	★	★		★	১৫		

পাশাপাশি : ১। যে বিষয় বা বস্তুর সঙ্গে আরবের সম্পর্ক আছে ৪। চালানো হয়েছে বা নিয়ন্ত্রিত ৫। মহাভারতের যে খেলায় শকুনি পাণ্ডবদের হারিয়ে দেন ৭। পাখির কিচিরমিচির ৮। বশে, অধীনে ৯। জানলা, গবাক্ষ ১১। খড় বা বিচালির গাদা ১৩। যার পিঠ বেঁকে গিয়েছে ১৪। দৈর্ঘ্য নয় শুধু প্রস্থ ১৫। আটকানো, ঠেকানো বা প্রতিহত করা।

উপর-নীচ : ১। উন্মুক্ত বা খোলা রয়েছে ২। স্থানীয় ভাষায় বলা হয় পোয়াল ৩। ফন্দি বা অভিসন্ধি ৬। খুবই তীক্ষ্ণ বা ধারালো ৯। পরিচিত একটি সবজির নাম ১০। কমজোর বা পড়ে যেতে পারে ১১। এই ধাতু কঠিন নয়, তরল ১২। জ্বালানি কাঠ।

সমাধান ■ ৪১১৯

পাশাপাশি : ১। ছিনিমিনি ৩। কড়চা ৫। টনটনানি ৭। লকুচ ৯। আমলা ১১। প্রপিতামহ ১৪। তাজিম ১৫। দিনকাল।

উপর-নীচ : ১। ছিটিয়াল ২। নিপাট ৩। কপট ৪। চালুনি ৬। কদম ৮। বাতাপি ১০। লালচাল ১১। প্রণেতা ১২। তালিম ১৩। হলদি।

বিন্দুবিসর্গ

ধৃত ৪

মুর্শিদাবাদে বাবা-ছেলে খুনে গ্রেপ্তার আরও এক। ধৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৪। তৃণমূলের সাংসদ ও বিধায়করা মৃতদের বাড়িতে গিয়ে পাশে থাকার আশ্বাস দেন।

রেলের বিজ্ঞপ্তি

খড়্গপুরে রেলের জমি থেকে সমস্ত দলীয় কার্যালয় সরানোর নির্দেশ দেওয়া হয় রেলের তরফে। বিজ্ঞপ্তি জারি করে রেল এই নির্দেশ জানিয়েছে।

মমতাকে নিয়ে বই

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে লেখা 'দ্য মমতা ব্যানার্জি ওয়ে' প্রকাশিত হল এগরা কালচারাল কার্নিভালে। বইটির লেখক সৌরভ বিসাই।

ভাঙড়ে মিছিল

সম্প্রতি ওয়াকফ সংশোধনী আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলনকে ঘিরে ভাঙড়ে ঘটে যাওয়া অশান্তির প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল করল তৃণমূল।

রাজ্যে প্রধানমন্ত্রীর সফর অনিশ্চিত, রাজ্য সভাপতি ঘোষণা অথই জলে

প্রায় ২০ দিন ছুটিতে শুভেন্দু

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২০ এপ্রিল : কিছুতেই যেন ছন্দ ফিরে পাচ্ছে না বিজেপি। সম্প্রতি দিল্লির 'সুকান্ত সদন' থেকে শুরু করে রাজ্য বিধানসভা ও সর্বশেষ কলেজ স্ট্রিটের মহামিছিলের মঞ্চে রাজ্য বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বের ঐক্যবদ্ধ চেহারার ছবি দেখে কিছুটা আশা জাগছিল দলের কর্মীদের। কিন্তু আচমকাই আবার ছন্দপতন। চলতি মাসের শেষে প্রধানমন্ত্রীর রাজ্য সফরও অনিশ্চিত। বাংলা নববর্ষের পরেই রাজ্য সভাপতির নাম ঘোষণা হওয়ার কথা ছিল। সেই ঘোষণাও এখন বিশবাঁও জলে। সবমিলিয়ে রাজ্য বিজেপি কর্মীদের একাংশের মতে, ডামাডোল আর কাটছে না।

১৩ এপ্রিল কলেজ স্ট্রিটের মঞ্চ থেকে রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারকে পাশে নিয়ে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী প্রধানমন্ত্রীর রাজ্য সফরের কথা ঘোষণা করেছিলেন। পরে সুকান্তও জানিয়েছিলেন, চলতি মাসের শেষের দিকে রাজ্য সফরে আসতে পারেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সফরে এসে সরকারি কর্মসূচির পাশাপাশি দক্ষিণবঙ্গের কোনও জায়গায় দলীয় সভাও করবেন প্রধানমন্ত্রী। পরে পিএমও থেকে রাজ্য বিজেপিকে ২৪ এপ্রিল সম্ভাব্য কর্মসূচির জন্য প্রস্তুতি নিতেও নির্দেশ দেওয়া হয়। সেই মোতাবেক ১২ এপ্রিল নদিয়া দক্ষিণের হবিবপুরে প্রধানমন্ত্রীর সভাস্থল পরিদর্শনে যায় রাজ্য নেতৃত্ব।

ঠিক ছিল, কল্যাণীতে সরকারি কর্মসূচি সেরে হবিবপুরে সভা করবেন প্রধানমন্ত্রী। ইতিমধ্যে প্রধানমন্ত্রীর সভাকে ঘিরে প্রস্তুতিও শুরু করে দিয়েছিল রাজ্য বিজেপি। কিন্তু আচমকাই এদিন রাজ্যে প্রধানমন্ত্রীর গোটা সফরটাই অনিশ্চিত বলে জানানো হয়েছে পিএমও থেকে। ফলে আবার ব্যাকফুটে বিজেপি। এরই সঙ্গে শনিবার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী জানিয়ে দিয়েছেন, রবিবার কাঁথিতে তাঁর কর্মসূচির পর ১০ মে পর্যন্ত তিনি রাজনৈতিক কর্মসূচি থেকে দূরে থাকবেন।

ডামাডোল

- চলতি মাসের শেষে প্রধানমন্ত্রীর রাজ্য সফরও অনিশ্চিত
- রাজ্য সভাপতির নাম ঘোষণাও এখন বিশবাঁও জলে
- রাজনৈতিক কর্মসূচি ছেড়ে মালদা, মুর্শিদাবাদের ত্রাণকাজে শুভেন্দুর সর্বশক্তি নিয়োগ করা নিয়ে জল্পনা
- রাজ্যের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের মতিগতি নিয়ে সংশয়ে বিজেপি

শুভেন্দু জানিয়েছেন, মুর্শিদাবাদের আক্রান্ত হিন্দু পরিবারগুলিকে ত্রাণ ও ক্ষতিপূরণের কাজে তিনি ব্যস্ত থাকবেন। সেই কারণেই আপাতত রাজনৈতিক কর্মসূচি থেকে দূরে থাকতে চান তিনি। শুভেন্দুর এই ঘোষণা দলীয় কর্মীদের ধন্দে ফেলে দিয়েছে। ২১ এপ্রিল বঞ্চিত চাকরিপ্রার্থীদের নবান্ন অভিযান কর্মসূচি আচমকা স্থগিত ঘোষণা করা হয়েছে। এই কর্মসূচিকে নৈতিকভাবে সবরকম সমর্থনের কথা জানিয়েছিলেন শুভেন্দু। কথা ছিল, প্রধানমন্ত্রীর সফরের পরেই রাজ্য নেতৃত্ব বৈঠকে বসে নবান্ন অভিযানের কর্মসূচি ঘোষণা করবে। এই ঘটনার পর বিজেপির সেই নবান্ন অভিযান কর্মসূচিও বিশবাঁও জলে। স্বাভাবিকভাবেই রাজনৈতিক কর্মসূচি ছেড়ে মালদা, মুর্শিদাবাদের ত্রাণকাজে শুভেন্দুর সর্বশক্তি নিয়োগ করা নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে দলে। দলের একাংশের মতে, হিন্দু ভোট একজোট করতে মুর্শিদাবাদ ইস্যুতে কেন্দ্রীয় সরকার ও জাতীয় কমিশনগুলির ভূমিকা যথেষ্ট সন্তোষজনক নয়।

এদিনও নিজের এক্স হ্যান্ডেলে মুর্শিদাবাদের ঘটনায় এনআইএ তদন্ত দাবি করেছেন শুভেন্দু। বিজেপির এক রাজ্য নেতার মতে, মালদা, মুর্শিদাবাদের ঘটনার পর এখনও পর্যন্ত রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করেনি কেন্দ্র। প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর তরফেও কড়া মন্তব্য নেই। এই আবহে রাজ্যে প্রধানমন্ত্রীর সফরকে ঘিরে রাজ্য বিজেপি কর্মীরা কিছুটা আশার আলো দেখছিলেন। কিন্তু আচমকা সেই সফর বাতিল হওয়ায় রাজ্যের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের মতিগতি নিয়ে সংশয়ে বিজেপি।

গরম থেকে স্বস্তি পেতে। রবিবার কলকাতায়। ছবি : আবির চৌধুরী

দ্রুত টাকা খরচ না করলে জবাবদিহি

মুখ্যমন্ত্রীর নজরে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২০ এপ্রিল : অর্থ দপ্তরের বরাদ্দ টাকা শুধু পেলেই হবে না। দ্রুত খরচ করতে হবে। ফেলে রাখা যাবে না। এর জন্য অর্থ দপ্তরের কাছে জবাবদিহি করতে হবে সরকারের বিভিন্ন দপ্তরকে। চলতি আর্থিক বছরের বাজেট বরাদ্দের প্রথম কিস্তির টাকা ছেড়ে এখনই নবান্ন প্রশাসনের কড়া নির্দেশ পৌঁছে গিয়েছে সব দপ্তরের সচিবের কাছে। সরকারি কাজকর্মের প্রচলিত ধারায় যা রীতিমতো তাৎপর্যপূর্ণ। কাজের মনিটরিংয়ের সঙ্গে কাজের সর্বশেষ পরিস্থিতির কথাও সরকারি পোর্টালে আপলোড করার কথা বলা হয়েছে। প্রাপ্ত টাকার সদ্ব্যবহার না করলে জবাবদিহির কোপে পড়ার আশঙ্কায় রীতিমতো নড়েচড়ে বসেছে নবান্নের বিভিন্ন দপ্তর।

রবিবার ছুটির দিনে নবান্ন প্রশাসনের এক শীর্ষ আধিকারিকের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, আসলে এবার চলতি আর্থিক বছরের শুরু থেকেই

সরকারের উন্নয়নমূলক কাজ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় খুবই সিরিয়াস। সামনের বছরই বিধানসভা ভোট। তার মধ্যে চাকরি বাতিল, ওয়াকফ আইন সংশোধনের বিরুদ্ধে বিচ্ছিন্নভাবে দু'একটি জেলায় হলেও আন্দোলন হচ্ছে। বিরোধী দল এর সুযোগ নিয়ে রাজ্যজুড়েই প্রায় উসকানিমূলক প্রচারে নেমেছে। কিছুটা হলেও অস্থির পরিস্থিতি। সামাল দিতে ব্যতিব্যস্ত প্রশাসন। এই অস্থিরতা ও অশান্তির গেরোয় পড়ে রাজ্যের উন্নয়ন যেন ব্যাহত না হয়, তার জন্য দপ্তরগুলিকে সচেতন হতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী সেটাই চাইছেন। দপ্তরের বরাদ্দ টাকা যেন উন্নয়নমূলক কাজে এখনই লাগানো হয়। চাপে রাখতেই সম্ভবত দপ্তরগুলিকে জবাবদিহির কথা বলা হয়েছে।

এদিন একাধিক মন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলেও তাঁরা কেউই জবাবদিহি নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি। মুখ্যমন্ত্রী যা চাইছেন, সেই অনুযায়ী তাঁরা অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে নতুন বাজেট বরাদ্দের প্রথম কিস্তির টাকায় নতুন প্রকল্পগুলির কাজ শুরু করে দিয়েছেন। অর্থ দপ্তর সূত্রের খবর, মুখ্যমন্ত্রীর বিশেষ নজরে এবার লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, স্বাস্থ্যসাথী, কন্যাশ্রী, কৃষকভাতার মতো বিভিন্ন সামাজিক কল্যাণমূলক প্রকল্প। ভোটের আগে চমক দিতে মুখ্যমন্ত্রী লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকার পরিমাণ বাড়াতে পারেন। অন্য প্রকল্পে উপভোক্তার সংখ্যাও বাড়াতে পারেন তিনি। এটা অর্থ দপ্তরের ওপর বাড়তি আর্থিক চাপ হলেও দপ্তরকে অর্থসংস্থানের জন্য তৈরি থাকতে বলা হয়েছে।

বক্তা না হয়েও 'ক্যাপ্টেন' মীনাক্ষী

রিমি শীল

কলকাতা, ২০ এপ্রিল : বক্তা তালিকায় নাম নেই। কিন্তু রবিবার সিপিএমের ব্রিগেড সমাবেশে চর্চার অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু হয়ে রইলেন যুব সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়। সভা শুরুর এক ঘণ্টা আগেও সভাস্থল পরিদর্শন ও স্বেচ্ছাসেবকের কাজ করেন মীনাক্ষী। সংবাদমাধ্যমের সামনে বক্তব্য রাখেন তিনি।

তবে শেষপর্যন্ত ষষ্ঠ বক্তা সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিমের ৩৫ মিনিটের বক্তব্য দিয়ে শেষ হয় ব্রিগেড সমাবেশ। মঞ্চের নীচেই রইলেন সিপিএমের অন্যতম চর্চিত মুখ মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়। তবে শেষপর্যন্ত অধিকাংশ কর্মী-সমর্থকের মাঠে থাকার আগ্রহ জিইয়ে রইল মীনাক্ষীর কারণেই। কৃষক, শ্রমিক, খেতমজুর সংগঠনের ডাকা ব্রিগেডে নজর কাড়তে শেষমুহূর্তে মীনাক্ষী বক্তব্য রাখবেন কি না তা নিয়ে অধীর অপেক্ষায় ছিল আমজনতা।

কিন্তু ওই সংগঠনগুলির পাঁচ বক্তা ও মহম্মদ সেলিমের বক্তব্যের মাধ্যমে '২৬-এর নির্বাচনের আগে ব্রিগেড শেষ করল সিপিএম। তবে সবসময় তাঁকে বক্তা হিসেবে

থাকতে হবে এমনটা তিনি মনে করেন না, দাবি মীনাক্ষীর। যে চারটি সংগঠনের ডাকে ব্রিগেডের আয়োজন করা হয়েছে, মীনাক্ষী তার অংশ নন। তিনি যুব সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক। তাই তাঁর বক্তব্য রাখার কোনও প্রসঙ্গই ছিল না।

রাজনৈতিক মহলের মতে, সিপিএমের এই ব্রিগেডে মহম্মদ সেলিম ছাড়া প্রথমসারির কোনও গুরুত্বপূর্ণ নেতৃত্বকে বক্তার তালিকায় রাখা হয়নি। তবে সিপিএমের 'ক্যাপ্টেন' আখ্যায়িত মীনাক্ষী বক্তব্য রাখেন কি না তা নিয়ে শেষপর্যন্ত অপেক্ষায় ছিলেন অধিকাংশ কর্মী-সমর্থক। ফলে শেষপর্যন্ত বেশিরভাগ কর্মী-সমর্থকের মাঠে রাখা সম্ভব হয়েছে।

তখনও বক্তব্য রাখছেন মহম্মদ সেলিম। অথচ মঞ্চের বাঁদিকে দাঁড়িয়ে একদল তরুণ ও মাঝবয়সিদের মধ্যে রীতিমতো চর্চা চলছে এরপর নিশ্চয়ই মীনাক্ষী বক্তব্য রাখবেন। কিন্তু তা হয়নি। ব্রিগেডের আগের দিন অর্থাৎ শনিবার শেষমুহূর্তেও তিনি সভাস্থল পরিদর্শন করেন। এদিনও সকাল থেকেই মাঠে তিনি উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু মঞ্চে ওঠেননি। বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু, সূর্যকান্ত মিশ্রের মতো সিপিএমের প্রথম সারির নেতারা ব্রিগেডে উপস্থিত থাকলেও মঞ্চের নীচেই ছিলেন। স্বেচ্ছাসেবকদের ক্যাম্পে তাঁদের বসে থাকতে দেখা যায়। মীনাক্ষীও মঞ্চের নীচেই ছিলেন। এদিন মীনাক্ষীর বাবা মনোজ মুখোপাধ্যায়ও ব্রিগেডে আসেন। আর পাঁচজনের মতো কোল্ডফিল্ড এক্সপ্রেসের জেনারেল কামরায় তিনিও ব্রিগেডমুখী হয়েছেন। তিনি বলেন, 'মীনাক্ষীর মঞ্চে থাকা, বক্তব্য রাখা, সমস্তটাই দলের সিদ্ধান্ত। দলের গঠনতন্ত্র যা বলবে তাই হবে।'

মঞ্চে নয়, সাধারণের মাঝে বিমান বসু। রবিবার ব্রিগেডে। ছবি : আবির চৌধুরী

বামেদের ব্রিগেডে যেন চৈত্র সেল

কলকাতা, ২০ এপ্রিল : রাজ্যের জেলাগুলি থেকে কর্মী-সমর্থকরা রবিবার সকাল থেকেই ব্রিগেডে ভিড় জমাতে থাকেন। আর এই সুযোগেই পসরা সাজিয়ে বসলেন ব্যবসায়ীরা। মাঠের এক প্রান্তে গান, আবৃত্তি, নাচ সহ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার প্রস্তুতি চলছে। তখন মাঠে প্রবেশের রাস্তার দু'পাশেই চৈত্র সেলের মতো দেদার জিনিসপত্র বিকিয়েছে। ব্রিগেড দেখতে এসে আমজনতা রীতিমতো দামদর করে জিনিসও কিনল।

এবারের ব্রিগেড ছিল বর্ণময়। তপ্ত রোদে গাছের ছায়ায় বসে বক্তব্য শুনলেন বহু মানুষ। আবার এই গরমে ডিম-ভাতেরও আয়োজন ছিল। কেউ আবার সঙ্গে করে রুটি, মুড়ি, ওআরএসের জল, ছাতা, টুপি নিয়ে এসে মাঠের মাঝে বসে পড়েন।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই আদিবাসী নৃত্যশিল্পীদের নাচ হয়। পঞ্চাশের দশকে শিক্ষক আন্দোলনের সময়ের বিখ্যাত গান 'পথে এবার নামো সাথী' ও 'উই শ্যাল ওভার কাম' গানের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শেষ হয়। মাঠের আরেক প্রান্তে দেদার দাম হাঁকিয়ে চলেছেন বিক্রেতারা। কী নেই তাঁদের পসরায়। ছোটদের জামা, প্যান্টের বেল্ট, লেডিজ ব্যাগ, সিপিএমের দলীয় টুপি ও দলীয় নেতাদের ছবি সহ নানা সামগ্রী সবই বিক্রি হয়েছে। সঙ্গে ঠান্ডা পানীয়, আইসক্রিম, ভেজ প্যাটিস। এক বিক্রেতা রতনলাল দাস বললেন, 'ব্রিগেডের মাঠে ভিড় হবে জানা কথা। তাই জিনিস নিয়ে এখানে বসেছি।' হুগলির এক সিপিএম কর্মী ছোটদের জামার দর করতে করতে বললেন, 'বক্তব্য দূর থেকেই তো শোনা যাচ্ছে। এর ফাঁকেই তাই মেয়ের জন্য জামা কিনে নিলাম।' শারীরিকভাবে সক্ষম হালিশহরের রবি দাস ব্রিগেডের আগেই হাজির হয়েছেন। তাঁর হুইলচেয়ারে বুদ্ধদেবের ছবিতে লেখা 'বুদ্ধদেব অমর রহে'।

ব্রিগেডে প্রবেশের মুখে রকমারি পসরা নিয়ে বিক্রেতারা। রবিবার।

চাকরিহারাদের নিয়ে স্পষ্ট বার্তা নেই সিপিএমের

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ২০ এপ্রিল : রবিবার বামেদের ব্রিগেড সমাবেশ হল। মুখ্যমন্ত্রীর শালবনি সফরও হচ্ছে। তবে চাকরিহারাদের কোনও সুরাহা হল না। রবিবার 'যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকা অধিকার মঞ্চ'-এর মুখ্য আহ্বায়ক মেহবুব মণ্ডল প্রশ্ন তুললেন, 'বৈধভাবে নিযুক্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীদের ব্যাপারে ব্রিগেডে বামেদের অবস্থান কী?'

ব্রিগেড মঞ্চ থেকে মহম্মদ সেলিমের মতো গুরুত্বপূর্ণ নেতা ২৬ হাজার চাকরি বাতিলের বিরোধিতা করলেও বামেদের পদক্ষেপ সম্পর্কে কোনওরকম স্পষ্ট বার্তা দিলেন না। পাশাপাশি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় 'পশ্চিমবঙ্গ বঞ্চিত চাকরিপ্রার্থী, চাকরিজীবী ও চাকরিহারা ঐক্যমঞ্চ'-এর পূর্ব ঘোষিত নবান্ন অভিযানকে 'রাজনীতি' আখ্যা দিলেন। মঞ্চের তরফে শুভদীপ ভৌমিক উত্তরবঙ্গ সংবাদকে বলেন, 'সৌরভ আমাদের ন্যায্য দাবির মিছিলে এলেন না। এদিকে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে শালবনি যাচ্ছেন। অতএব সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ই রাজনীতিটা করছেন।'

আজ 'যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকা অধিকার মঞ্চ'-এর নেতৃত্বে এসএসসি ভবন অভিযান। মঞ্চের দাবি, যোগ্যদের তালিকা নিয়ে তবেই তাঁরা বাড়ি ফিরবেন। কোচবিহার, দক্ষিণ দিনাজপুর সহ একাধিক জেলা থেকে রবিবার এসএসসি ভবন অভিযানের জন্য একাধিক চাকরিহারা রওনা দিয়েছেন। এদিন রাত থেকেই ধর্মতলার ওয়াই চ্যানেলে জমায়েত শুরু হয়ে গিয়েছে।

তাঁদের একটাই দাবি, 'এসএসসি ভবন অভিযান আমাদের কাছে পাখির চোখ।' ২২ লক্ষ ওএমআর শিট নিয়ে তবেই তাঁরা এসএসসি ভবনের সামনে থেকে বিক্ষোভ তুলে নেবেন বলে জানিয়েছেন চাকরিহারাদের একাংশ। কিছু চাকরিহারা হুংকার দিয়েছেন, 'দাবি আদায় না হলে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনের পথে যাব।'

মুর্শিদাবাদে আক্রান্ত মহিলারা

সুবিচার দিতে নির্দেশ কমিশনের

কলকাতা, ২০ এপ্রিল : মুর্শিদাবাদে হিংসার শিকার হওয়া মানুষদের নিরাপত্তা এবং সুবিচার দিতে ব্যর্থ রাজ্য প্রশাসন। রবিবার মালদা, মুর্শিদাবাদের আক্রান্ত এলাকা পরিদর্শনের পর কলকাতায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্য সরকার ও প্রশাসনের কড়া সমালোচনা করে এই মন্তব্য করেন জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন বিজয়া কিশোর রাহাতকার। রাজ্য সরকারের ভূমিকার কড়া সমালোচনা করে তিনি বলেন, 'এই ধরনের নারকীয় ঘটনা নিয়ে রাজনীতি করা বন্ধ করে দ্রুত আক্রান্তদের ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করুক সরকার।'

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এবং রাজ্যপালের সফরের পর এদিন জাতীয় মহিলা কমিশনের প্রতিনিধিরাও সেখানে যান। মহিলা কমিশনের প্রতিনিধিদের সামনে পেয়ে তাঁদের কাছে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন শিবিরে আশ্রয় নেওয়া মহিলারা। তাঁরা অভিযোগ করেন, রাতের অন্ধকারে টেনেহিঁচড়ে বাড়ি থেকে বের করে তাঁদের ওপর পৈশাচিক আক্রমণ করা হয়েছে। আশ্রয় নেওয়া মহিলাদের মধ্যে কেউ কেউ তাঁদের মেয়েদের ধর্ষিত হওয়ার অভিযোগও করেছেন বলে জানিয়েছেন কমিশনের সদস্যরা। এদিন জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন বিজয়া কিশোর রাহাতকার বলেন, 'নিরাপত্তা ও সুবিচার দেওয়া রাজ্য সরকারের দায়িত্ব। রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে এটা এখনই করা উচিত।'

এদিন মহিলা কমিশনের প্রতিনিধিদের সফরকে কটাক্ষ করে তৃণমূলের রাজ্য সম্পাদক কুণাল ঘোষ বলেন, 'কমিশনের প্রতিনিধিদের কাছে টিভি ক্যামেরার সামনে মহিলাদের চোখের জল ফেলিয়ে যে ছবি দেখানো হচ্ছে, সেটা পূর্বপরিকল্পিত।' যদিও জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন রাহাতকার এই প্রসঙ্গে বলেন, 'আমি এখানে কোনও রাজনীতি করতে আসিনি। আক্রান্তদের সাহস জোগানো ও তাঁদের সহমর্মিতা জানানোই কমিশনের সফরের উদ্দেশ্য।' ত্রাণশিবির পরিদর্শনের পর সেখানকার অব্যবস্থা নিয়েও সরব হয়েছে কমিশন।

এসএসসি'র পরীক্ষায় আধার কার্ড বাধ্যতামূলক

কলকাতা, ২০ এপ্রিল : স্টাফ সিলেকশন কমিশন (এসএসসি) নিয়োগের পরীক্ষায় আধার কার্ড বাধ্যতামূলক করল। বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে জানানো হয়েছে, নিয়োগ প্রক্রিয়ায় জালিয়াতি রুখতে আধারভিত্তিক বায়োমেট্রিক প্রমাণপত্র বাধ্যতামূলক করছে এসএসসি।

নিয়োগ পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের আধার কার্ড ব্যবহার করে নিজেদের পরিচয়ের প্রমাণ নিশ্চিত করতে হবে। পরীক্ষার্থীরা সেই প্রমাণ দেওয়ার তিনটি বিকল্প পাবেন। প্রথমত, অনলাইনে প্রমাণ নিশ্চিত করা যাবে। দ্বিতীয়ত, অফলাইনে আবেদনপত্র পূরণের সময় পরিচয়ের প্রমাণ দেওয়া যাবে। তৃতীয়ত, পরীক্ষাকেন্দ্রে উপস্থিত হয়ে পরিচয়ের প্রমাণ দিতে হবে। এসএসসি সূত্রে খবর, ভুয়ো পরীক্ষার্থীদের ধরতে এই নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। প্রায় ২৬ হাজার চাকরি বাতিলের ঘটনার পর ভুয়ো পরীক্ষার্থীর সংখ্যা আর যাতে না বাড়ে, সেই লক্ষ্য নিয়েই এসএসসি নিয়োগ পরীক্ষায় নতুন পরিবর্তন আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

হেল্পলাইন চালু

কলকাতা, ২০ এপ্রিল : গরমকালে বাঁকুড়া, পুরুলিয়া সহ পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলিতে জলসংকট রুখতে সেখানকার জেলা শাসকদের নির্দেশ দিলেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। এলাকার জলসমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের তরফে দুটি হেল্পলাইন নম্বর চালু করা হয়েছে- ৮৯০২০২২২২২ এবং ৮৯০২০৬৬৬৬৬। জল সরবরাহে কোথাও বিঘ্ন ঘটলে এই নম্বরগুলিতে হোয়াটসঅ্যাপ করে সাধারণ মানুষ অভিযোগ জানাতে পারবেন।

বিএড প্রিয়সীর ভরসা ফুচকার স্টল

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ২০ এপ্রিল : ছোট থেকেই শিক্ষিকা হওয়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন। ভাগ্যের ফেরে হয়ে গেলেন ফুচকা বিক্রেতা। তবে কোনও কাজই ছোট নয় তাঁর কাছে। ২০২০ সালে বিএড পাশ করেছেন। এসএসসি বন্ধ থাকায় শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষায় বসতে পারেননি। টেট-এর আশায় ডিএলএড করছেন এখন। তবে ভবিষ্যৎ এখনও চোখের সামনে অস্পষ্ট। তাই 'সময় কারোর জন্য থেমে থাকে না' এই মন্ত্র নিয়েই রানাঘাট স্টেশনের এক নম্বর প্ল্যাটফর্মের সামনে প্রিয়সী ঘোষ শুরু করেছেন 'বিএড ফুচকা দিদি'-র স্টল।

ছোটবেলা থেকে বাবাকে ছাড়াই বড় হয়েছেন তিনি। মায়ের সমর্থনে জীবনের বেশিরভাগ পরীক্ষাতেই উত্তীর্ণ হয়েছেন স্টার মার্কস পেয়ে। মামার হাত ধরে পড়াশোনা শুরু হলেও ক্লাস এইটের পর নিজের উপার্জন দিয়েই উচ্চশিক্ষা সম্পূর্ণ করেছেন প্রিয়সী। একসময় পেটের তাগিদে নাচ শিখিয়েছেন। গ্র্যাজুয়েশনের পর গান শিখে মাচা প্রোগ্রামও করেছেন। শনিবার রানাঘাট থেকে ফোনে প্রিয়সী বললেন, 'গানই আমাকে পরিচিতি দিয়েছে। তবে মরশুম ছাড়া প্রোগ্রামে ডাক পাই

না। ফলে আয়ের পরিমাণ খুবই কম। তাই ব্যবসার পথ বেছে নিয়েছি।' ২০১৬-র সম্পূর্ণ এসএসসি প্যানেল বাতিল হওয়ায় আরও ভেঙে পড়েছেন প্রিয়সী। তিনি বলেন, 'সুপ্রিম কোর্ট যোগ্য-অযোগ্য বিচার করতে পারছে না। আমি যোগ্যতার প্রমাণ দেওয়ার সুযোগও পাইনি।'

বিএড পাশের পর একাধিক বেসরকারি স্কুলে শিক্ষকতার চেষ্টা করেছিলেন প্রিয়সী। তবে অতি কম বেতনের প্রস্তাব ছিল সেখানে। সেই অর্থ দিয়ে অসম্ভব সংসারের দেখাশোনা। তাই বেসরকারি স্কুলে শিক্ষকতার পেশা তিনি বেছে নিতে পারেননি।

সব স্বপ্নপূরণ করতেই যাবতীয় সঞ্চিত অর্থ দিয়ে নববর্ষের দিন প্রিয়সী শুরু করেছেন তাঁর নিজস্ব ফুচকা ব্যবসা। তবে স্টলের নাম 'বিএড ফুচকা দিদি' কেন? উত্তরে প্রিয়সী বলেন, 'নিজের ডিগ্রিটাকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করছি।'

ডোমজুড়ের 'রাশিয়ান চা দিদি'র মতো ট্রেন্ড হওয়ার ভয় নেই তাঁর। কোনও নেতিবাচক মন্তব্যকে তিনি জীবনে গুরুত্ব দেন না। প্রিয়সী জানিয়েছেন, ফুচকা স্টলের উদ্বোধনের দিন থেকেই ভিড় উপচে পড়ছে সেখানে। ফুচকা, আলু ফুরিয়ে গেলে ক্রেতাদের ফিরেও যেতে হচ্ছে। প্রিয়সী স্টলের গাড়ি নিয়ে রানাঘাট স্টেশনের সামনে পৌঁছোন বিকাল ৪টেয়। রাত ১০টা অবধি চলে বেচাকেনা। এমনকি বিক্রি বাড়ানোর জন্য ১০ টাকায় ৭টা ফুচকাও ক্রেতাদেরকে খাওয়াচ্ছেন তিনি। পার্শ্ববর্তী অন্যান্য ফুচকার দোকানের থেকে এখানের দাম অনেকটাই কম। চাকরির দুর্মূল্য বাজারে এই স্টলকেই জীবনতরী হিসেবে বেছে নিতে হয়েছে তাঁকে।

পোস্টার বিতর্ক।। *মনীষীদের মাঝখানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মেদিনীপুর শহরের কালেক্টরেট মোড়ে জেলা শাসকের দপ্তরের বাইরে মেদিনীপুর পুরসভার তরফে এই পোস্টার টাঙানো হয়েছে। সোমবার মুখ্যমন্ত্রীর পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা সফরের আগে এই পোস্টারে আপত্তি তুলেছে বিরোধীরা। ছবি ও তথ্য – চিত্ত মাহাতো*

তরবারি হামলা কিশোরের

মুম্বই, ২০ এপ্রিল : বছর ষোলোর কিশোরের ভয়ে তটস্থ খাস মুম্বইয়ের ভান্ডুপ। শনিবার বিকেল ৩টে নাগাদ তরবারি হাতে হঠাৎই সরকারি বাসের ওপর চড়াও হয় সে। বাস থামিয়ে চালককে অকথ্য গালিগালাজ করে। ভাইরাল ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, তরবারি দিয়ে বাসের সামনের কাচ ভাঙছে ওই কিশোর। তাকে গ্রেপ্তার করে জুভেনাইল হোমে পাঠানো হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, জিজ্ঞাসাবাদের সময় কিশোর বলেছে, কাকা তাকে চুরির দায়ে অভিযুক্ত করলে সে মেজাজ হারিয়ে ফেলে। জনসাধারণের শান্তিভঙ্গ, বিপজ্জনক অস্ত্র ব্যবহার সহ একাধিক অভিযোগে তার বিরুদ্ধে মামলা রুজু হয়েছে।

বিমানকে ধাক্কা টেম্পোর

বেঙ্গালুরু, ২০ এপ্রিল : কেম্পেগৌড়া বিমানবন্দরে দাঁড়িয়ে থাকা ইন্ডিগোর বিমানকে ধাক্কা দেয় একটি টেম্পো। শুক্রবারের বেঙ্গালুরুর এই ঘটনায় আহত টেম্পোচালক। বিমানবন্দরের মুখপাত্র জানিয়েছেন, প্রয়োজনীয়

সবরকম সুরক্ষা নেওয়া হয়েছে। যাত্রী সুরক্ষা তাঁদের অগ্রাধিকার। ইন্ডিগো জানিয়েছে, ইঞ্জিন মেরামতের জন্য বিমানটি সেখানে দাঁড় করানো ছিল। কর্মীদের নামানোর সময় টেম্পোচালকের অসাবধানতার কারণেই দুর্ঘটনাটি ঘটে। গাড়িটির ওপরের অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ও কাচ ভেঙে গিয়েছে।

নিখোঁজ স্ত্রী তাজমহলে

আলিগড়, ২০ এপ্রিল : তিনদিন ধরে নিখোঁজ স্ত্রী। খোঁজাখুঁজিতেও খবর না মেলায় শুক্রবার থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করেন শাকির। কিন্তু হঠাৎই আত্মীয়ের পাঠানো ভিডিওতে আবিষ্কার হয় প্রেমিকের সঙ্গে তাজমহল ঘুরছেন স্ত্রী অঞ্জুম। ঘটনাটি উত্তরপ্রদেশের আলিগড়ের। জানা গিয়েছে, পারিবারিক অনুষ্ঠানের কারণে শাকির বাড়ি ছিলেন না। ফিরে দেখেন ঘর তালাবন্ধ। স্ত্রী ও সন্তানরা নেই। প্রেমিককে শনাক্ত করেছেন শাকির। দুজনের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ।

মাঝ আকাশে তিন ঘণ্টা ওমর

নয়াদিল্লি, ২০ এপ্রিল : জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা শনিবার রাতে দিল্লি যাওয়ার জন্য চেপে ছিলেন ইন্ডিগোর বিমানে। কিন্তু মাঝ আকাশে তিন ঘণ্টা কাটানোর পর বিমান জয়পুরের দিকে ঘুরে যাওয়ায় ক্ষোভে ফেটে পড়লেন ওমর। ছবি সহ নিজের

অভিজ্ঞতা এক্স হ্যান্ডেলে শেয়ার করে ওমর বলেছেন, 'জম্মু ছেড়ে যাওয়ার পর তিন ঘণ্টা হয়ে যায়। দিল্লি বিমানবন্দর যা দেখাল, আমি আর মেজাজে নেই। রাত ১টায় আমি বিমানের সিঁড়িতে। এখন বুক ভরে নিচ্ছি তাজা বাতাস। জানি না কখন রওনা হব।' কেন এমন ঘটল তা নিয়ে দিল্লি বিমানবন্দর কিংবা ইন্ডিগোর কারোর তরফেই কোনও বিবৃতি মেলেনি। চলতি সপ্তাহে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দিল্লির ইন্দিরা গান্ধি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের ২নং টার্মিনালে বিমান চলাচল বন্ধ। শ্রীনগরে প্রতিকূল আবহাওয়া বিমান চলাচলে প্রভাব ফেলেছে।

অ্যাসিড হামলা

শাহজাহানপুর, ২০ এপ্রিল : পরকীয়া সন্দেহে স্ত্রী ও সন্তানদের ওপর অ্যাসিড হামলা। ঘটনাটি উত্তরপ্রদেশের টিকরি গ্রামের। অভিযুক্ত পলাতক। গুরুতর আহত রামগুনি (৩৯) ও দুই মেয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ছেলে অন্যত্র থাকায় বেঁচে যান। পুলিশ জানিয়েছে, সন্তানদের নিয়ে মদ্যপ স্বামীর থেকে আলাদা থাকতেন রামগুনি। শুক্রবার রাতে পাঁচিল টপকে ঘরে ঢুকে স্ত্রী ও মেয়েদের দিকে অ্যাসিড ছোড়েন রামগোপাল। অভিযুক্তের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ।

টানা বৃষ্টি ও হড়পায় ভূমিধসে বিধ্বস্ত কাশ্মীরের একাংশ। রবিবার রামবানে।

উদ্ধব-রাজের সন্ধি প্রস্তাব ঘিরে ধন্দ

মুম্বই, ২০ এপ্রিল : ২০০৫ সালের ২৭ নভেম্বর। ওইদিন শিবাজি পার্ক জিমখানায় আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে শিবসেনা ছাড়ার ঘোষণা করেছিলেন বালাসাহেব ঠাকরের ভাইপো রাজ ঠাকরে। কোনওমতে কান্না চেপে সেদিন তিনি বলেছিলেন, 'আমার অতি বড় শত্রুকেও যেন এই দিনটি দেখতে না হয়। আমি শুধু সম্মান চেয়েছিলাম। কিন্তু আমি তার বদলে পেয়েছিলাম একরাশ অপমান এবং অসম্মান।' ওই সাংবাদিক সম্মেলনের তিন মাসের মধ্যে এমএনএস গঠন করেছিলেন রাজ। ওইদিনই 'মাতুশ্রী'-তে পৃথক একটি সাংবাদিক বৈঠকে বালাসাহেব-পুত্র উদ্ধব ঠাকরে বলেছিলেন, 'ভুল বোঝাবুঝির কারণেই রাজ ওই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আমরা গত কয়েকদিন ধরে মতবিরোধ মেটানোর চেষ্টা করছিলাম। বালাসাহেব ঠাকরের সঙ্গে উনি দেখাও করেন। তারপরও রাজ অনড় মনোভাব দেখিয়েছেন।'

২০১২ সালে মৃত্যুর আগে দলীয় মুখপত্র 'সামনা'য় একটি সাক্ষাৎকারে শিবসেনা সুপ্রিমো বলেছিলেন, আমি কালো চশমা পরে থাকলেও মহাভারতের ধৃতরাষ্ট্র নই। আমি রাজের থেকে এমনটা আশা করিনি। আমি কখনও স্বপ্নেও ভাবিনি যে রাজ এমনটা করতে পারে। সে যা চেয়েছিল আমি ও উদ্ধব তাতে রাজি ছিলাম। কিন্তু কোন গুরুর পাল্লায় পড়ে ওর মন বিষিয়ে গেল, সেটা বলতে পারব না।' প্রিয় ভাইপোকে উদ্ধবের সঙ্গে বসে মিটমাট করে নেওয়ার পরামর্শও দিয়েছিলেন কাকা। বালাসাহেবের মৃত্যুর পর রাজের হাউহাউ করে কাঁদার দৃশ্য মহারাষ্ট্রের পাশাপাশি গোটা দেশ দেখেছিল। সেইসময় জল্পনা ছড়িয়েছিল, বালাসাহেবের

রাজনৈতিক অস্তিত্ব রক্ষার কৌশল নাকি পারিবারিক বন্ধন

> রাজ ও উদ্ধব দুই ভাই। তাঁদের মধ্যে কোনও রাজনৈতিক জোট নেই। শুধু আবেগসমৃদ্ধ কথাবার্তা চলছে এখন। আমরা বহু বছর একসঙ্গে ছিলাম। আমাদের সম্পর্ক ভাঙেনি। যা হবে দুই ভাই সিদ্ধান্ত নেবেন।
>
> **সঞ্জয় রাউত**

অবর্তমানে দুই ভাই আবার একজোট হবেন। কিন্তু তা হয়নি।

শনিবার রাজ-উদ্ধবের সন্ধির প্রস্তাব কতটা মনের তাগিদ আর কতটাই বা রাজনৈতিক অস্তিত্ব রক্ষার কৌশল, তা নিয়ে জোর চর্চা চলছে। শিবসেনা (ইউবিটি)-র রাজ্যসভার সাংসদ সঞ্জয় রাউত রবিবার বলেন, 'রাজ ও উদ্ধব দুই ভাই। তাঁদের মধ্যে কোনও রাজনৈতিক জোট নেই। শুধু আবেগসমৃদ্ধ কথাবার্তা চলছে এখন। আমরা বহু বছর একসঙ্গে ছিলাম। আমাদের সম্পর্ক ভাঙেনি। যা হবে দুই ভাই সিদ্ধান্ত নেবেন।' অপরদিকে একনাথ শিন্ডেগোষ্ঠীর নেতা সঞ্জয় নিরুপমের কটাক্ষ, 'দুটি শূন্য এক হলেও শূন্যই থাকবে। দুই ভাইয়ের পুনর্মিলনে নির্বাচনি সাফল্য মিলবে না।' উপমুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডেও এই সন্ধি প্রস্তাবকে গুরুত্ব দিতে নারাজ। এই প্রশ্নে তিনি জানান, রাজ্য সরকারের কাজকর্ম নিয়ে বরং কথা বলা হোক।

তবে মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ বলেছেন, 'ওঁরা যদি ফের এক হন তাহলে আমরা তো খুশিই হব। ওঁদের মতবিরোধ যদি মিটে যায় তাহলে সেটা ভালো ব্যাপার।' রাজ্য বিজেপির সভাপতি চন্দ্রশেখর বাওয়ানকুলেও বলেন, 'উদ্ধব ঠাকরের সঙ্গে হাত মেলাবেন কি না সেটা রাজ ঠাকরের ব্যাপার। বিজেপির এতে কোনও আপত্তি নেই।' অপরদিকে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি হর্ষবর্ধন সপকালও দুই ভাইয়ের সন্ধিকে স্বাগত জানিয়েছেন। বিজেপি যে মহারাষ্ট্রের ভাষা, সংস্কৃতিকে ধ্বংস করছে, সেটা রাজ ঠাকরে মেনে নিয়েছেন বলেও জানান তিনি।

স্ত্রীর মুণ্ডু নিয়ে থানায় স্বামী

গুয়াহাটি, ২০ এপ্রিল : কথা কাটাকাটি, ঝগড়া। গার্হস্থ্য হিংসা প্রায় রোজকার সঙ্গী ছিল অসমের চিরাং জেলার এক দম্পতির। অভিযোগ, শনিবার রাতে ঝগড়া এমন পর্যায়ে পৌঁছোয় যে রাগের মাথায় স্ত্রীর মাথা কেটে ফেলেন বছর ষাটের বিতিশ হাজং। তিনি স্ত্রীর কাটা মুণ্ডু সাইকেলে চাপিয়ে উত্তর বল্লামগুড়ি ফাঁড়িতে আত্মসমর্পণ করেছেন। চিরাংয়ের অতিরিক্ত এসপি রশ্মিরেখা সামা জানিয়েছেন, বিতিশ হাজং পুলিশ হেপাজতে। নিহতের দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। তদন্ত চলছে। ফাঁড়ির সিসিটিভির ফুটেজে সাইকেলের কেরিয়ারে রক্ত লেগে থাকা দেখা গিয়েছে। এক পড়শি জানিয়েছেন, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া রোজ হত। দিনমজুর বিতিশ শনিবার কাজ থেকে ফেরার পর অন্য দিনের মতো স্ত্রী বজন্তির সঙ্গে ঝগড়া করেছেন। হঠাৎ হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে স্ত্রীর গলায় কোপ বসান।

দলিত নির্যাতন রাজস্থানে

জয়পুর, ২০ এপ্রিল : মুখে সবকা সাথ, সবকা বিকাশের কথা বললেও দলিত নির্যাতনে লাগাম টানা হচ্ছে না বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে। এবার ১৯ বছরের এক দলিত তরুণকে মারধর, যৌন নির্যাতন এবং গায়ে প্রস্রাব করে দেওয়ার অভিযোগ উঠল বিজেপি শাসিত রাজস্থানে। রবিবার পুলিশ জানিয়েছে, সিকারের ফতেপুরে ৮ এপ্রিল ওই দলিত তরুণকে দু'জন ব্যক্তি ব্যাপক মারধর করে। তার গায়ে প্রস্রাব করে এবং যৌন নির্যাতন করে। ঘটনার আটদিন পর ওই তরুণের পরিবারের অভিযোগ পেয়ে পুলিশ এফআইআর দায়ের করেছে। ভারতীয় ন্যায় সংহিতা ও এসসি, এসটি প্রিভেনশন অফ অ্যাট্রোসিটিজ আইনে একটি মামলা রুজু করা হয়েছে। ডিএসপি অরবিন্দ কুমার বলেন, 'আমরা এই ঘটনায় এফআইআর দায়ের করেছি। নির্যাতিত তরুণের মেডিকেল পরীক্ষা করা হয়েছে। তার বয়ান নথিভুক্ত করা হয়েছে। তদন্ত শুরু হয়েছে।'

রাজ্যের বিজেপি সরকারের তীব্র নিন্দা করেছে কংগ্রেস। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট বলেন, 'ওই তরুণ এই ঘটনায় এতটাই ধাক্কা পেয়েছে যে ৮ দিন ধরে অভিযোগও জানাতে পারেনি।' বিরোধী দলনেতা তিকারাম জুলি বলেন, 'এটাই আজকের রাজস্থানের বাস্তবতা। একজন দলিত তরুণকে অপহরণ, মারধর, যৌন নির্যাতন, গায়ে প্রস্রাব করা এবং হুমকি দেওয়া হয়েছে। এটা কোনও সিনেমার দৃশ্য নয়। এটা লজ্জাজনক বাস্তবতা।'

নিশিকান্তর মন্তব্য থেকে দূরত্ব বাড়ালেন নাড্ডা

নয়াদিল্লি, ২০ এপ্রিল : সুপ্রিম কোর্ট এবং দেশের প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্নাকে নিয়ে দলীয় সাংসদ নিশিকান্ত দুবে যে বিতর্কিত মন্তব্য করেছেন, তার থেকে দূরত্ব বাড়াল বিজেপি। নিশিকান্তের পাশাপাশি আরও এক বিজেপি সাংসদ দীনেশ শর্মাও সুপ্রিম কোর্টের সমালোচনা করেছেন। তাঁর ক্ষেত্রেও একই সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিজেপি। দলের সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডার সাফ কথা, 'ওই দুই সাংসদ যা বলেছেন, সেটা ওঁদের ব্যক্তিগত মত। এর সঙ্গে বিজেপির কোনও সম্পর্ক নেই।' নাড্ডার কথায়, 'বিজেপি এই সমস্ত কথাবার্তাকে খারিজ করে দিচ্ছে। বিজেপি আদালতকে সম্মান করে। সর্বোচ্চ আদালত সহ দেশের সমস্ত আদালত গণতন্ত্রের অভিন্ন অঙ্গ তথা সংবিধানকে রক্ষা করার মূল আধার।'

দেশে ধর্মীয় গৃহযুদ্ধের জন্য প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না দায়ী বলে শনিবার মন্তব্য করেছিলেন নিশিকান্ত দুবে। রাষ্ট্রপতিকে তিনমাসের মধ্যে বিল নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার যে নির্দেশ সুপ্রিম কোর্ট সম্প্রতি দিয়েছে, তারও সমালোচনা করেন গোড্ডার সাংসদ। ওই মন্তব্য নিয়ে নিন্দার ঝড় ওঠে বিরোধী শিবিরে। সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী অনস তনবীর তাঁর বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার অভিযোগ তুলে অ্যাটর্নি জেনারেল আর বেঙ্কটারমানিকে চিঠি লিখেছেন। ওই আইনজীবী ওয়াকফ মামলায় একজন মামলাকারীর কৌঁসুলি। তাঁর সাফ কথা, 'নিশিকান্ত দুবে লজ্জাজনক মন্তব্য করে শীর্ষ আদালতের মর্যাদায় আঘাত করেছেন। উনি যা বলেছেন সেটা অত্যন্ত অবমাননাকর এবং উসকানিমূলক।'

তবে দল দূরত্ব বাড়ালেও বিতর্ক পিছু ছাড়ছে না নিশিকান্তের। ওয়াকফ সংশোধনী আইনের সমালোচনা করে প্রাক্তন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এসওয়াই কুরেশি এক্স হ্যান্ডেলে অভিযোগ করেন, কেন্দ্র ওই বিতর্কিত আইনের মাধ্যমে মুসলিমদের জমি দখল করতে চায়।

> ওই দুই সাংসদ যা বলেছেন, সেটা ওঁদের ব্যক্তিগত মত। এর সঙ্গে বিজেপির কোনও সম্পর্ক নেই। বিজেপি আদালতকে সম্মান করে। সর্বোচ্চ আদালত সহ দেশের সমস্ত আদালত গণতন্ত্রের অভিন্ন অঙ্গ তথা সংবিধানকে রক্ষা করার মূল আধার।
>
> **জেপি নাড্ডা**

তিনি বলেছেন, 'সুপ্রিম কোর্ট কেন্দ্রের পরিকল্পনা বাতিল করে দেবে বলে আমি আশা করি।' কুরেশির ওই বক্তব্যের তীব্র সমালোচনা করে নিশিকান্ত দুবে বলেন, 'কুরেশি নির্বাচন কমিশনার নন, উনি একজন মুসলিম কমিশনার। উনি সিইসি থাকাকালীন সাঁওতাল পরগনায় সবাধিক বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীকে ভোটার পরিচয়পত্র দিয়ে তাদের বৈধ ভোটার বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল।' ২০১০ সালের ৩০ জুলাই থেকে ২০১২ সালের ১০ জুন পর্যন্ত সিইসি পদে ছিলেন কুরেশি।

পুতিনকে নিয়ে প্রশ্ন জেলেনস্কির

কিভ ও মস্কো, ২০ এপ্রিল : ইস্টার সানডে উপলক্ষ্যে ইউক্রেনে রুশ সেনা অভিযান ৩০ ঘণ্টা বন্ধ রাখার কথা ঘোষণা করেছিলেন প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। ক্রেমলিন থেকে জারি করা বিবৃতিতে জানানো হয়েছিল, রবিবার মাঝরাত পর্যন্ত বন্ধ থাকবে যুদ্ধ। কিন্তু এদিন দুপুরেই ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভোলোদিমির জেলেনস্কি দাবি করেন, পুতিনের যুদ্ধবিরতি ঘোষণা শুধুই কথার কথা।

জেলেনস্কি জানিয়েছেন, এদিন সকাল থেকে বিভিন্ন ফ্রন্টে হামলা চালিয়ে যাচ্ছে রুশ সেনা। কিভ, খারকিভেও বোমাবর্ষণ করেছে তারা। কিভে ক্রমাগত বেজেছে বিমান হামলার সতর্কতা সাইরেন। একটি পোস্টে জেলেনস্কি জানান, সকাল ৬টার মধ্যে ইউক্রেনীয় এলাকায় রাশিয়ার গোলাবর্ষণের ৫৯টি ঘটনা ঘটেছে। এছাড়া রুশ সেনার ৫টি বড় হামলা প্রতিহত করেছে ইউক্রেনীয় সেনাবাহিনী। জেলেনস্কির অভিযোগ, যুদ্ধবিরতির আড়ালে ইউক্রেনীয় বাহিনীর ওপর বড়সড়ো হামলার ছক কষেছিল পুতিনের সেনারা। ইস্টার সানডের সকালে কয়েকটি এলাকায় তাঁরা ইউক্রেনীয়দের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করার পর ইউক্রেনের বাহিনীর প্রতিরোধ শিথিল হবে বলে আশা করেছিল রাশিয়া। কিন্তু সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে বলে জেলেনস্কি জানিয়েছেন।

ইউক্রেনের কমান্ডার-ইন-চিফ ওলেক্সান্ডার সিরস্কি বলেন, 'শনিবার মাঝরাত থেকে রাশিয়ার সেনারা ৩৮৭ বার গোলাবর্ষণ করেছে। ১৯টি হামলার ঘটনা সামনে এসেছে। হামলায় রাশিয়ার তরফে ২৯০ বার ড্রোন ব্যবহার করা হয়েছে।' কয়েকমাস ধরে ইউক্রেনে যুদ্ধবিরতির জন্য চেষ্টা করছেন ট্রাম্প। কিন্তু ফলপ্রসূ না হওয়ায় শান্তি আলোচনা থেকে সরে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

বৃষ্টি-হড়পায় বিপর্যস্ত কাশ্মীর, মৃত ৫

শ্রীনগর, ২০ এপ্রিল : বৃষ্টি, হড়পা, ভূমিধসে বিপর্যস্ত জম্মু ও কাশ্মীরের বিস্তীর্ণ অংশ। শনিবার রাতভর বৃষ্টিতে রামবানে মৃত্যু হয়েছে কমপক্ষে ৩ জনের। তাঁদের মধ্যে একজন মহিলা এবং ২টি শিশু। এর ফলে গত ৪৮ ঘণ্টায় কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে বৃষ্টির জেরে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৫। নিখোঁজ ১। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বহু গ্রাম। ত্রাণ ও উদ্ধারকাজে নেমেছে সেনা, পুলিশ ও বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। বিভিন্ন জায়গা থেকে শতাধিক মানুষকে উদ্ধার করা হয়েছে। হড়পা বিধ্বস্ত এলাকার কয়েক হাজার বাসিন্দাকে নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিয়ে গিয়েছে প্রশাসন। পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছেন মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা।

রাজ্য সরকারের এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, টানা বৃষ্টির কারণে উদ্ধারকাজ ব্যাহত হচ্ছে। ক্ষয়ক্ষতির হিসাব কষতে কয়েকদিন সময় লাগতে পারে। ধসের কারণে জম্মু-কাশ্মীর জাতীয় সড়কে যান চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছে। রাস্তায় সারি সারি গাড়ি আটকে রয়েছে। বহু পর্যটক নানা জায়গায় আটকে পড়েছেন। তাঁদের উদ্ধারের চেষ্টা চলছে। সব চেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত রামবান জেলা। সেখানে চন্দ্রভাগা নদীর জলস্তর বেড়ে যাওয়ায় একাধিক গ্রাম ভেসে গিয়েছে। আবহাওয়ার উন্নতি না

উদ্ধার শতাধিক

হওয়া পর্যন্ত পর্যটক ও স্থানীয় বাসিন্দাদের সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং এক্স পোস্টে লিখেছেন, 'বৃষ্টি ও শিলাবৃষ্টির ফলে রামবান অঞ্চল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বন্ধ হয়ে গিয়েছে জাতীয় সড়ক। ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্তদের আর্থিক সহায়তা এবং সব ধরনের ত্রাণ সাহায্য করা হচ্ছে। সাধারণ মানুষকে অনুরোধ তাঁরা যেন আতঙ্কিত না হন। আমরা সবাই একসঙ্গে এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ধাক্কা সামলে উঠব।'

পাকিস্তানে আক্রান্ত হিন্দু মন্ত্রী

ইসলামাবাদ, ২০ এপ্রিল : বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুরা আক্রান্ত হচ্ছে। এবার ভারতের আর এক পড়শি দেশ পাকিস্তানে আক্রান্ত হলেন পাক কেন্দ্রীয় সরকারের হিন্দু মন্ত্রী খেলদাস কোহিস্তানি। তিনি প্রথম নির্বাচিত হিন্দু এমপি।

সংখ্যালঘু অধ্যুষিত সিন্ধু প্রদেশের খাট্টা জেলায় খেলদাস কোহিস্তানির কনভয় নিশানা করে আলু ও টমেটো ছোড়া হয়েছে। মন্ত্রীর কোনও ক্ষতি হয়নি। শাহবাজ শরিফ সরকারেরই মন্ত্রী খেলদাস। পাকিস্তানে বহুদিন থেকেই হিন্দু ও খ্রিস্টানদের ওপর পরিকল্পিতভাবে অত্যাচার চলছে। জোর করে ধর্মান্তরিত করার অভিযোগও রয়েছে। নওয়াজ গোষ্ঠীর খেলদাস আক্রান্ত হওয়ায় সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

কোহিস্তানি আক্রান্ত হওয়ার মূলে শাহবাজ সরকারের একটি সেচপ্রকল্প। গ্রিন পাকিস্তান প্রকল্পে পাক পঞ্জাবে ছ'টি সেচ খাল তৈরির কাজ হাতে নিয়েছে সরকার। বাধা দিয়েছেন অধিবাসীরা। বক্তব্য, সেচপ্রকল্প হলে সিন্ধু উপত্যকায় নদীগুলিতে জল থাকবে না।

আমেরিকায় রাহুল

দু'দিনের সফরে বস্টন সফরে গেলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। রবিবার তাঁকে বস্টন লোগান আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে স্বাগত জানান ওভারসিজ কংগ্রেসের চেয়ারম্যান স্যাম পিত্রোদা। ছিলেন কংগ্রেসের প্রবাসী ভারতীয় শাখার নেতা-কর্মীরাও। সোম ও মঙ্গলবার ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের সঙ্গে আলাপচারিতায় অংশ নেবেন রাহুল। প্রবাসী ভারতীয়দের সঙ্গেও কথা বলবেন তিনি। সেপ্টেম্বরে তিনদিনের মার্কিন সফরে গিয়েছিলেন।

'আমার ছাই যেন ড্রেনে ফেলে দেওয়া হয়'

লখনউ, ২০ এপ্রিল : স্ত্রী, শ্বশুরবাড়ির বিরুদ্ধে নির্যাতনের অভিযোগ তুলে আত্মহত্যা করলেন আরও একজন 'পুরুষ'। উত্তরপ্রদেশের এটাওয়ার হোটেলের ঘর থেকে বৃহস্পতিবার মোহিত যাদবের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আত্মঘাতী হওয়ার ঠিক আগে নিজের মোবাইলে একটি ভিডিও রেকর্ড করেছিলেন মোহিত। সেখান থেকে মৃত্যুর কারণ জানা গিয়েছে। আদতে অরাইয়ার বাসিন্দা মোহিত পেশায় ইঞ্জিনিয়ার। এটাওয়ায় এক সিমেন্ট সংস্থায় কাজ করতেন। ভিডিওবার্তায় তিনি জানিয়েছেন, স্ত্রী প্রিয়া এবং তাঁর পরিবারের সদস্যরা তাঁর ওপর মানসিক নির্যাতন করতেন। খুনের হুমকি দিতেন। ক্রমাগত চাপের মুখে আইনের সাহায্য না পেয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে বাধ্য হচ্ছেন।

মোহিতের কথায়, 'যদি মৃত্যুর পরেও ন্যায়বিচার না পাই, তাহলে আমার ছাই যেন ড্রেনে ফেলে দেওয়া হয়।' তিনি আরও বলেছেন, 'এই ভিডিওর কথা যখন আমার বাড়ির লোকের কাছে পৌঁছোবে, ততক্ষণে আমি এই জগৎ ছেড়ে অনেক দূরে চলে যাব। যদি পুরুষদের জন্য আইন থাকত, তাহলে আমাকে এই রাস্তায়

ইঞ্জিনিয়ার মোহিত যাদব। -ফাইল চিত্র

হাঁটতে হত না। আমার পক্ষে স্ত্রী ও শ্বশুরবাড়ির অত্যাচার আর সহ্য হচ্ছে না।' পুলিশ সূত্রে খবর, ২০১৬ থেকে মোহিত ও প্রিয়ার মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক ছিল। ২০২৩-এ তাঁরা বিয়ে করেন। চলতি বছরের শুরুতে বিহারের একটি সংস্থায় কাজ পান প্রিয়া। সেইসময় তিনি দু-মাসের অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। কিন্তু প্রিয়ার মা তাঁর গর্ভপাত করান। সম্পত্তি প্রিয়ার নামে লিখে দেওয়ার জন্য মোহিতকে চাপ দিচ্ছিলেন তিনি। প্রিয়ার বাবাও জামাইয়ের নামে পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেছিলেন।

ভিডিওতে মোহিতকে বলতে শোনা গিয়েছে, 'স্ত্রীকে সম্পত্তি দিয়ে দেওয়ার জন্য আমাকে চাপ দেওয়া হচ্ছিল। না দিলে ফাঁসিয়ে দেওয়া হত। আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগে মামলা দায়ের করেছেন প্রিয়ার বাবা।' স্ত্রীর ভাই তাঁকে খুনের হুমকি দিচ্ছিলেন বলেও শেষবার্তায় জানিয়েছেন মোহিত। এটাওয়ার পুলিশ সুপার অভয়নাথ ত্রিপাঠী জানান, বুধবার হোটেলে ঘর ভাড়া নেন মোহিত। বৃহস্পতিবার সকালে সাড়া না পেয়ে হোটেলকর্মীরা দরজা খুলে তাঁকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান।

ট্রাম্প বিরোধিতায় উত্তাল আমেরিকা

ওয়াশিংটন, ২০ এপ্রিল : সরকারি কর্মী ছাঁটাই, প্রশাসনিক খরচে রাশ, জনকল্যাণ মূলক প্রকল্পে কাটছাঁট, পারস্পরিক শুল্কনীতি, বাণিজ্য যুদ্ধ, রাশিয়া ঘনিষ্ঠতা...। একের পর এক পদক্ষেপে 'নতুন আমেরিকা' গড়ার স্বপ্ন ফেরি করছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। আর তাঁর সেই স্বপ্ন আতঙ্কে পরিণত হয়েছে মার্কিনদের বড় অংশের মধ্যে। রিপাবলিকান সরকারের বিরুদ্ধে শনিবার পথে নেমেছিলেন তাঁরা। বিক্ষোভের নাম দেওয়া হয়েছিল '৫০৫০১'। অর্থাৎ, ৫০ রাজ্য, ৫০ বিক্ষোভ কর্মসূচি, কিন্তু এক আন্দোলন।

ওয়াশিংটন, নিউ ইয়র্ক সহ সব বড় শহরে ট্রাম্প বিরোধী বিক্ষোভে শামিল হয়েছিলেন হাজার হাজার মানুষ। হোয়াইট হাউসের বাইরেও

প্রতিবাদীদের বড়সড়ো জমায়েত নজর কেড়েছে। বহু জায়গায় এলন মাস্কের মালিকানাধীন টেসলার শোরুমের বাইরেও বিক্ষোভ হয়েছে। প্রতিবাদীদের হাতে ছিল 'নো কিংস' (কোনও রাজা নেই) লেখা পোস্টার। আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ব্রিটিশ বিরোধিতার প্রতীক হিসাবে এই লেখা আমেরিকার সর্বত্র নজরে আসত। আড়াইশো বছর পর সেই শব্দবন্ধই ট্রাম্প বিরোধী আন্দোলনের প্রতীকে পরিণত হয়েছে।

মার্কিন সরকারের নীতি বদলের পাশাপাশি ট্রাম্পকে ক্ষমতাচ্যুত করার দাবিও করেছেন আন্দোলনকারীরা। প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর গত ৪ মাসে হওয়া একাধিক সমীক্ষায় ট্রাম্পের জনসমর্থনে ভাটার টান লক্ষ করা গিয়েছে। সাম্প্রতিক সমীক্ষা অনুযায়ী ট্রাম্পের প্রথম ৪ মাসের শাসনকে সমর্থন করছেন ৪৩ শতাংশ মানুষ। তাঁর আর্থিক পদক্ষেপগুলিকে সমর্থন জানিয়েছেন মাত্র ৩৭ শতাংশ মার্কিন। জানুয়ারিতে প্রেসিডেন্ট পদে শপথগ্রহণের সময় ৪৭ শতাংশ মানুষ ট্রাম্পকে সমর্থন করেছিলেন। ১৯৫২-২০২০ পর্যন্ত আমেরিকায় যতজন প্রেসিডেন্ট হয়েছেন, তাঁদের কারও মেয়াদের প্রথম ৪ মাসে জনসমর্থন ট্রাম্পের মতো এতটা কম ছিল না।

ছোট্ট তারা

গঙ্গারামপুর শহরের দত্তপাড়ার স্বর্ণালি রায়চৌধুরী (৮)। চিত্তরঞ্জন ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্রী। লেখাপড়ার পাশাপাশি নৃত্যে পারদর্শী। জিতেছে একাধিক পুরস্কার।

আট বছর বয়সে ৩৫টি গল্পের বই

সৌরভ ঘোষ

মালদা, ২০ এপ্রিল : 'তারে জমিন পর' এর সেই খুদের কথা মনে আছে? শিক্ষকের উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায় যার ছবি আঁকার অসামান্য প্রতিভা মন ছুঁয়ে গিয়েছিল আমাদের সকলের। কিংবা দঙ্গল-এর সেই ছোট্ট গীতা, ববিতা বাবার উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায় যাঁদের কীর্তি আকাশ ছুঁয়ে ফেলে। এমনই এক আকাশ থেকে খসে পড়া 'খুদে তারা' আরুহী। মালদার এই 'ছোট্ট তারা' মাত্র আট বছর বয়সেই নিজের লেখা বই প্রকাশ করে হইচই ফেলে দিয়েছে চারদিকে।

মালদার ১ নম্বর গর্ভমেন্ট কলোনির বাসিন্দা ও বর্তমানে কলকাতা সাউথ পয়েন্ট স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্রী আরুহী আজ অনেকের কাছেই অনুপ্রেরণা। তার লেখা প্রথম গল্পসংকলন 'মিউজিংস অব অ্যান এইট ইয়ার ওল্ড' প্রকাশ পেয়েছে কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলায়, যা তার বয়সি একটি শিশুর পক্ষে নিঃসন্দেহে এক বিরল কৃতিত্ব।

ইতিমধ্যেই জেলার বই প্রকাশনার ইতিহাসে অন্যতম চর্চার বিষয় এই খুদের কৃতিত্ব। আরুহীর এই তাক লাগানো সাফল্য প্রমাণ করে, প্রতিভা বয়স দেখে আসে না। যথাযথ উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায় একজন শিশু কী করতে পারে, তার এক উজ্জ্বল, বাস্তব দৃষ্টান্ত আরুহী মিশ্র। তার স্বপ্ন একদিন বড় লেখক হওয়া, আর ইতিমধ্যেই সে তার স্বপ্নপূরণের পথে অনেকখানি এগিয়ে গেছে।

আরুহীর মা মনীষা মিশ্র জানান, আরুহীর লেখার যাত্রা শুরু হয় এক অভিনব অভিজ্ঞতা থেকে। ছোটবেলায় বাবার লেখা একটি বইয়ের মলাটে বাবার নাম দেখে সে পেন্সিল দিয়ে নিজের নাম লিখে দেয় সেই জায়গায়। পরে তার মা তাকে বোঝান, এভাবে বইয়ের লেখক হওয়া যায় না। তখনই চার বছরের ছোট্ট আরুহীর মনে এক অদম্য ইচ্ছা জাগে 'একদিন আমার নামও বইয়ের মলাটে থাকবে।'

আরুহী মিশ্র

> **আরুহী ছোটবেলায় বাবার লেখা একটি বইয়ের মলাটে বাবার নাম দেখে পেন্সিল দিয়ে নিজের নাম লিখে দেয় ওই জায়গায়। পরে তার মা তাকে বোঝান, এভাবে বইয়ের লেখক হওয়া যায় না। তখনই চার বছরের আরুহীর মনে এক অদম্য ইচ্ছা জাগে 'একদিন আমার নামও বইয়ের মলাটে থাকবে।**
>
> মনীষা মিশ্র আরুহীর মা

সেই ইচ্ছাই তাকে সাহিত্যের পথে এগিয়ে নিয়ে যায়। প্রথম শ্রেণির শেষ দিকে প্রবন্ধ দিয়ে শুরু হয় তার লেখালেখির হাতেখড়ি। এরপর দ্বিতীয় শ্রেণি থেকেই শুরু করে গল্প লেখা। মাত্র সাত-আট মাসে লেখা ৩৫টি গল্প নিয়ে তৈরি হয় তার প্রথম বই 'মিউজিংস অব অ্যান এইট ইয়ার ওল্ড'।

এই বইয়ের প্রতিটি গল্পই আরুহীর কল্পনা ও জীবনের ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতার মিশেল। বন্ধুত্ব, মানবতা, স্কুল জীবন, অ্যাডভেঞ্চার, এমনকি ভৌতিক থিমও জায়গা পেয়েছে তার লেখায়। সহজ ভাষা, নিখুঁত বর্ণনা ও শিশুদের উপযোগী ভাবনার প্রকাশে প্রতিটি গল্পই পাঠকদের মন ছুঁয়ে যায়।

আরুহীর বাবা সানি মিশ্র মেয়ের সাফল্যে গর্বিত। তাঁর কথায়, 'ও খুব ছোট থেকেই বই ভালোবাসে, আর প্রতিদিন নতুন কিছু ভাবতে ভালোবাসে। ওর ভাবনা আমরা কাগজে লেখার সুযোগ দিয়েছি বলেই হয়তো ও এতটা পথ এগোতে পেরেছে।'

বইমেলায় প্রকাশের পর মালদার সাহিত্য ও সংস্কৃতিমঞ্চও উদযাপন করেছে তার এই বিরল কৃতিত্ব। মালদা শিল্পী সংসদের উদ্যোগে মালদা টাউন হলে এক বিশেষ অনুষ্ঠানে বইটির আনুষ্ঠানিক প্রকাশ হয়, যেখানে উপস্থিত ছিলেন বহু সাহিত্যপ্রেমী, শিক্ষক ও স্থানীয় ব্যক্তিত্ব।

এই আট বছরের খুদে সাহিত্যিকের কলমে এখনও আরও অনেক গল্পের অপেক্ষা। মালদার মানুষ আজ গর্বিত তাদের 'লিটল অথর' আরুহীর জন্য।

পাড়ায় পাড়ায়

রায়গঞ্জ

শিলিগুড়ি মোড়ে বেহাল অবস্থায় যাত্রী প্রতীক্ষালয়

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ২০ এপ্রিল : যাত্রীদের সুবিধার্থে রায়গঞ্জ শহরের শিলিগুড়ি মোড় এলাকায় তৈরি করা হয়েছিল একটি যাত্রী প্রতীক্ষালয়। রায়গঞ্জের প্রাক্তন সাংসদ মহম্মদ সেলিমের সাংসদ তহবিলের অর্থ ব্যয়ে নির্মিত ওই যাত্রী প্রতীক্ষালয়টি সুদর্শনপুর দ্বারিকাপ্রসাদ উচ্চ বিদ্যাচক্র স্কুলের গেটের পাশে অবস্থিত। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে দেখভালের অভাবে যাত্রী প্রতীক্ষালয়টি বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে। যা নিয়ে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে ওই প্রতীক্ষালয়ে অপেক্ষারত যাত্রীদের মধ্যে। ওই প্রতীক্ষালয়ের বসার চেয়ারগুলো ভাঙা। বাতিগুলো খারাপ হয়ে গেছে। যত্রতত্র পান ও গুটখার পিক। নিয়মিত পরিষ্কার হয় না। ফলে অপরিচ্ছন্ন বেহাল যাত্রী প্রতীক্ষালয়ের পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে যাত্রীদের। কর্ণজোড়া, হেমতাবাদ, কালিয়াগঞ্জ, গঙ্গারামপুর, বালুরঘাট ও হিলি সহ বিভিন্ন এলাকার যাত্রীরা নিজের গন্তব্যস্থলে যাওয়ার জন্য ওই প্রতীক্ষালয়ের পাশে বাধ্য হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে অপেক্ষা করতে হচ্ছে। প্রতিদিন অসংখ্য অটো, টোটো, সরকারি ও বেসরকারি বাস যাত্রী প্রতীক্ষালয়ের সামনে দাঁড়ায়। এই অবস্থা দীর্ঘদিন ধরে হলেও ওই প্রতীক্ষালয়ের সংস্কার করার উদ্যোগ নেই প্রশাসনের। যাত্রী প্রতীক্ষালয়ের পাশে অপেক্ষারত কালিয়াগঞ্জের বাসিন্দা বিকাশ সাহা অভিযোগের সুরে বলেন, 'যাত্রী প্রতীক্ষালয়ে যত্রতত্র আবর্জনা, পানের পিকে ভরা। চেয়ারগুলো ভাঙা অবস্থায় পড়ে রয়েছে। নেই পানীয় জলের ব্যবস্থা। যার ফলে আমাদের প্রতীক্ষালয়ের পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে।' ডালখোলার বাসিন্দা রানি সরকার বালুরঘাটে মেয়ের বাড়ি যাবেন। এদিন দুপুরে দেখা গেল তিনিও যাত্রী প্রতীক্ষালয়ের একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছেন। আক্ষেপের সাথে তিনিও বলেন, 'এমন যাত্রী প্রতীক্ষালয় থাকা আর না থাকা সমান। প্রশাসনের নজর দেওয়া উচিত।' যদিও এব্যাপারে পুরোপুরিভাবে দায়িত্ব এড়িয়ে গেছেন রায়গঞ্জ পুরসভার ওই এলাকার কোঅর্ডিনেটর নয়ন দাস। তিনি জানান, পুরসভা যেহেতু ওই যাত্রী প্রতীক্ষালয়টি তৈরি করেনি, তাই পুরসভা থেকে মেরামত করার প্রশ্নই নেই।

জরুরি তথ্য

ব্লাড ব্যাংক

(রবিবার সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত)

■ মালদা মেডিকেল কলেজ

এ পজিটিভ	- ১৮
এ নেগেটিভ	- ১
বি পজিটিভ	- ২৮
বি নেগেটিভ	- ০
এবি পজিটিভ	- ১৯
এবি নেগেটিভ	- ০
ও পজিটিভ	- ৪৩
ও নেগেটিভ	- ০

(এই সংখ্যা লোহিত রক্ত কণিকার)

■ রায়গঞ্জ মেডিকেল

এ পজিটিভ	- ০
এ নেগেটিভ	- ০
বি পজিটিভ	- ০
বি নেগেটিভ	- ০
এবি পজিটিভ	- ০
এবি নেগেটিভ	- ০
ও পজিটিভ	- ০
ও নেগেটিভ	- ০

■ বালুরঘাট হাসপাতাল

এ পজিটিভ	- ৯
এ নেগেটিভ	- ১
বি পজিটিভ	- ৯
বি নেগেটিভ	- ০
এবি পজিটিভ	- ১
এবি নেগেটিভ	- ০
ও পজিটিভ	- ৮
ও নেগেটিভ	- ০

মালদা, পুরাতন মালদা, রায়গঞ্জ, বালুরঘাট, বুনিয়াদপুর, গঙ্গারামপুর ও কালিয়াগঞ্জ শহরের সাহিত্য, সংস্কৃতি, খেলাধুলো ও সামাজিক কর্মকাণ্ডের আগাম খবর আমাদের জানান ৮৯৪৪৮৫১৪৮৪ হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে।

প্রদর্শনী ও সেমিনার

রায়গঞ্জ, ২০ এপ্রিল : হিস্টোরিক্যাল সোসাইটি অফ উত্তর দিনাজপুরের পরিচালনায় এবং রায়গঞ্জ পুরসভার সহযোগিতায় বিশ্ব ঐতিহ্য দিবস নিয়ে একটি প্রদর্শনী ও সেমিনারের আয়োজন করা হল। রায়গঞ্জ বিধানমঞ্চে ওই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। উপস্থিত ছিলেন হিস্টোরিক্যাল সোসাইটির সম্পাদক সোমনাথ সিং, পুর প্রশাসক সন্দীপ বিশ্বাস প্রমুখ।

সোসাইটির সম্পাদক ও পুর প্রশাসকের কথায়, জেলার বিভিন্ন ঐতিহ্য সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে একটি প্রদর্শনী ও সেমিনারের আয়োজন করা হয়। এতে নতুন প্রজন্ম অনেক বেশি সচেতন হবে।

তিন ডাক্তারের মায়ের উদ্যোগে স্বাস্থ্য শিবির

রায়গঞ্জ, ২০ এপ্রিল : তিন ছেলে ডাক্তার। এক ছেলের বৌ তিনিও ডাক্তার। মা এলাকার মহিলাদের নিয়ে একটি স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করে। রবিবার সেখানে ২৫০জনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও ওষুধ বিতরণ করা হয়।

স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করেন দীপ্তি সরকার। বাড়ি দেবীনগরে। তাঁর তিন ছেলে বিশ্বনাথ সরকার, অশোক সরকার, আশিস সরকার - তিনজনেই ডাক্তার। আশিস সরকারের স্ত্রী রোমানা ঘোষও ডাক্তার। মা দীপ্তি সরকার এলাকার মহিলাদের নিয়ে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা গঠন করেন। ডাক্তার পরিবারের সব সদস্য রবিবার ২৫০ জনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় ওষুধ তুলে দেন।

দীপ্তি সরকার বলেন, তাঁরা বিভিন্ন সময়ে এই ধরনের সামাজিক কর্মসূচি গ্রহণ করেন থাকেন। এতে মানুষের উপকার হয়। 'ছেলেরা আমাকে হাত খরচের টাকা দেয়, তা দিয়ে এই ধরনের সমাজসেবা করি। এতে আলাদা আনন্দ আছে।' এদিনের অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে ছিলেন আইনজীবী দুলাল কুণ্ডু, গ্রন্থাগারিক সুজিত গোস্বামী, শিক্ষক সুদর্শন বিশ্বাস প্রমুখ।

রায়গঞ্জে প্রবীণদের সম্মাননা

রায়গঞ্জ, ২০ এপ্রিল : রায়গঞ্জের নেতাজিপল্লির মহিলারা পাড়ার ৮০ বছরের উর্ধ্বের প্রবীণ নাগরিকদের সম্মান জানালেন। শনিবার রাতে মহিলা পরিচালিত সংস্থা 'প্রয়াসী'র উদ্যোগে রামযতন স্কুলের পাশে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সম্মাননা দেওয়া হয় নির্মল দে, তপোবন দে, রবীন্দ্রনাথ রায়, যুথিকা দে ও মায়ারানি দাসকে। মহিলাদের এই ধরনের উদ্যোগকে তাঁরা সাধুবাদ জানিয়েছেন।

প্রবীণ নির্মল দে জানান, 'জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার প্রতি আমাদের সকলের শ্রদ্ধাশীল হওয়া উচিত। প্রবীণরা তাদের দীর্ঘ জীবনে নানা অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। সেই অভিজ্ঞতা তরুণ প্রজন্মের কাছে শিক্ষকের কাজ করতে পারে। অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ পাওয়ায় ভীষণ ভালো লাগছে।'

আয়োজক সংস্থার পক্ষে রীতা রায় জানান, 'প্রবীণদের অভিজ্ঞতা থেকে সমাজে নতুন নতুন ধারণা, সমস্যার সমাধান হতে পারে। তাই তাদের প্রতি আমাদের সহানুভূতিশীল, যত্নশীল হওয়া উচিত।'

নেশার ঠেক ভাঙলেন কাউন্সিলার

হরষিত সিংহ

মালদা, ২০ এপ্রিল : যেখানেই নেশার ঠেক-জুয়ার আসর বসছে, সেইদিকে ঝুঁকে পড়ছেন শ্রমিক শ্রেণির মানুষ। কোথাও হোটেলের আড়ালে চলছে মাদক ব্যবসা, আবার কোথাও রাতের অন্ধকারে বসছে অবৈধ ছোট ছোট নেশার ঠেক। মালদা শহরজুড়ে ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে নেশা ও জুয়ার ঠেক। এলাকার মহিলারা বারবার অভিযোগ করে আসছিলেন স্থানীয় কাউন্সিলারের কাছে। অভিযোগ উঠেছিল, নেশা, জুয়ার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েছে এলাকার তরুণরাও। যা নিয়ে প্রতিটি পরিবারেই বাড়ছিল অশান্তি। দীর্ঘ কয়েক মাস ধরেই এমন অভিযোগ পাচ্ছিলেন ইংরেজবাজার পুরসভার ২৩ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলার সুজিত সাহা।

এই ওয়ার্ডের অধিকাংশ মানুষ নিম্নবিত্ত। রয়েছে ঘন বস্তিও। এই এলাকাতেই অবৈধ নেশা ও জুয়ার কারবার বৃদ্ধি পেতে থাকায় অনেক পরিবারেই নানা অশান্তি তৈরি হচ্ছিল। এলাকার মহিলাদের কাছে অভিযোগ পেয়ে ওয়ার্ড নেশামুক্ত করার পরিকল্পনা নেন কাউন্সিলার।

গত প্রায় ১৫ দিন ধরে তিনি এলাকায় ঘুরে ঘুরে মানুষের মধ্যে সচেতনতার বার্তা দেন। যে সমস্ত এলাকায় অবৈধ জুয়া ও নেশার ঠেক রয়েছে সেই এলাকার মানুষের সঙ্গে কথা বলেন। অন্য কোনও পেশার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার আহ্বান জানান। অনেকেই কাউন্সিলারের কথায় এলাকায় অবৈধ কার্যকলাপ বন্ধ করে দেন। গত কয়েকদিন ধরে ঘুরছেন তিনি এলাকায় এলাকায়। শনিবার সন্ধ্যায় ওয়ার্ডের ঝলঝলিয়া সংলগ্ন এলাকায় হানা দেন। তিনি লক্ষ করেন, বেশ কিছু দোকানে অবৈধভাবে বেআইনি মদ বিক্রি হচ্ছে। তিনি সেগুলি বন্ধ করার জন্য পুলিশকে খবর দেন। দ্রুত ঘটনাস্থলে ইংরেজবাজার থানার পুলিশ এসে অবৈধ মদ উদ্ধার করে। কারবারিদের বিরুদ্ধে আইনত ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

কাউন্সিলারের এমন ভূমিকায় খুশি এলাকার বাসিন্দারা। নমিতা দাস জানিয়েছেন, 'কাউন্সিলারের এমন কাজে আমরা খুব খুশি। এলাকায় অবৈধ মদ, জুয়ার আসর ক্রমশ বাড়ছিল। পরিবারের বয়স্ক থেকে ছোট ছেলেরা নেশায় আসক্ত হয়ে পড়ছিল। সংসারে অশান্তি বাড়ছিল। অবৈধ নেশার ঠেক উঠে যাওয়ায় আমরা খুশি।'

২৩ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলার সুজিত দাসের এমন উদ্যোগের পাশে দাঁড়িয়েছে ইংরেজবাজার থানার পুলিশ। নিয়মিত এলাকায় পুলিশি টহলদারি চলবে বেআইনি কার্যকলাপের বিরুদ্ধে। আগামী কিছুদিনের মধ্যেই এলাকার সমস্ত বেআইনি মদের ঠেক পুলিশের তরফে বন্ধ করা হবে বলে জানিয়েছেন কর্তারা। এই শেষ নয়, আগামীতেও গোটা এলাকায় ঘুরে সমস্ত বেআইনি জুয়া ও মদের ঠেক বন্ধ করার কাজ করে যাবেন কাউন্সিলার। এই বিষয়ে সুজিত সাহার মন্তব্য, 'আমার ওয়ার্ড জুয়া, নেশামুক্ত করতে চাই। না হলে এই প্রজন্ম ধ্বংস হয়ে যাবে। শহরের কোথায় কী হবে? তা আমি জানি না। তবে আমার এলাকার সমাজ রক্ষায় মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির কাজ করে যাব আমি।'

ঘটনাস্থলে পুলিশ আধিকারিক। রবিবার মালদায়। - সংবাদচিত্র

> **আমার ওয়ার্ড জুয়া, নেশা মুক্ত করতে চাই। না হলে এই প্রজন্ম ধ্বংস হয়ে যাবে। শহরের কোথায় কী হবে তা আমি জানি না। তবে আমার এলাকার সমাজ রক্ষায় মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির কাজ করে যাব আমি।**
>
> সুজিত সাহা
> কাউন্সিলার

দুঃস্থ পড়ুয়াদের খাতা-পেন উপহার

বালুরঘাট, ২০ এপ্রিল : খ্রিস্টান মিশনারিতে থেকেই পড়াশোনা করেন জেলার বিভিন্ন গ্রামগঞ্জের দুঃস্থ শিশুরা। তাদের আনন্দ উদযাপনের অবসর তেমন হয়ে ওঠে না। তাই তাদের সঙ্গে রবিবার ছুটির দিনে খোশমেজাজে সময় কাটাতে উপস্থিত হল এক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। এদিন ওই সংস্থার সদস্যরা মিলিত হয়ে রঘুনাথপুর এলাকার সিএনআই মিশনে গিয়ে আবাসিক শিশুদের মধ্যে পড়াশোনার প্রয়োজনীয় সামগ্রী তথা খাতাপত্র, পেন উপহার দেন। পরে সকল শিশুর জন্য মধ্যাহ্নভোজনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ছুটির দিন দুপুরে ভূরিভোজ পেয়ে আহ্লাদে আটখানা হয়েছে আবাসিক খুদেরা।

সংস্থার সভাপতি অঙ্গন সরকার বলেন, 'আমরা মাঝেমধ্যেই এখানে আসি। এই শিশুদের সঙ্গে সময় কাটাতে আমাদের ভালোই লাগে।'

আত্মরক্ষার কৌশল শেখায় আগ্রহী মহিলারা

পঙ্কজ মহন্ত

বালুরঘাট, ২০ এপ্রিল : শহরের পাশাপাশি গ্রামের মেয়েরাও আত্মরক্ষার কৌশল শিখতে আগ্রহী হয়ে উঠছেন। তাইকোন্ডো ও ক্যারাটে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নারীর সশক্তিকরণ এবং বিকাশের সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে জেলায়। আত্মরক্ষার পাশাপাশি শরীরচর্চার ক্ষেত্রে বালুরঘাট শহর তথা জেলাজুড়ে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে এই দুই খেলা। বালুরঘাটে একদিকে চলছে রাজ্য ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপ। আরেকদিকে উত্তরবঙ্গ তাইকোন্ডো কাপ। রবিবার দুই জায়গাতেই মহিলা প্রতিযোগীদের অংশগ্রহণ ছিল চোখে পড়ার মতো। উদ্যোক্তাদের মতে, আত্মরক্ষার কৌশল শিখতে মেয়েদের মধ্যে আগ্রহ বাড়ছে। অভিভাবকরাও নিজেদের কন্যাসন্তানদের শারীরিক ও মানসিকভাবে দৃঢ় ও শক্তিশালী করে তুলতে তাদের প্রতিযোগিতায় নামিয়েছেন।

ক্যারাটে প্রশিক্ষক শংকরকুমার মণ্ডলের নেতৃত্বে শতকান ট্র্যাডিশনাল ক্যারাটে ডু অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে রঘুনাথপুর এলাকার একটি অনুষ্ঠান ভবনে রাজ্য প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। যেখানে জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শতাধিক প্রতিযোগী অংশ নেন। পাশাপাশি বালুরঘাট টাউন ক্লাবের ইন্ডোরে মাস্টার তনু দাসের নেতৃত্বে নর্থ জোন তাইকোন্ডো কাপের আয়োজন করে নর্থ বেঙ্গল স্বামী বিবেকানন্দ তাইকোন্ডো অ্যাসোসিয়েশন। যেখানে এদিন মোট ১৬০ জন প্রতিযোগী অংশ নেন। সফলরা আগামীতে কলকাতায় আয়োজিত রাজ্য প্রতিযোগিতায় অংশ নেবেন।

তাইকোন্ডো ও ক্যারাটের পাশাপাশি ফুটবল ও ক্রিকেট প্রশিক্ষণ শিবিরও রয়েছে জেলায়। সেগুলিতেও কচিকাঁচা থেকে কিশোর-কিশোরীরা প্রশিক্ষণ নিচ্ছে। তবে নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের মধ্যে তাইকোন্ডো ও ক্যারাটে শেখার ঝোঁক বাড়ছে। প্রশিক্ষকদের আশা, জেলাজুড়ে তাইকোন্ডো ও ক্যারাটে আরও জনপ্রিয় হয়ে উঠবে। ক্যারাটে প্রশিক্ষক শংকর বলেন, 'উন্নতশীল দেশে মেয়েদের আত্মরক্ষার বিষয়টি স্কুলস্তর থেকে দীর্ঘদিন ধরে গুরুত্ব পেয়ে আসছে। আমাদের দেশে সরকারি স্কুলগুলোতে ইদানীং ক্যারাটে জনপ্রিয় হচ্ছে।'

তাইকোন্ডো প্রশিক্ষক তনু দাস বলেন, 'মহিলা ও পুরুষ মিলিয়ে মোট ছয়টি বিভাগের প্রতিযোগিতা চলেছে। মে মাসের শুরুতে কলকাতার বিশ্ববাংলায় রাজ্যস্তরের তাইকোন্ডো প্রতিযোগিতা হবে। এদিন মহিলাদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ লক্ষ করা গিয়েছে।'

তৃষ্ণা নিবারণ। রবিবার মালদায় ছবিটি তুলেছেন স্বরূপ সাহা।

বৃন্দাবনী আম গাছের স্মৃতিতে শুধুই দীর্ঘশ্বাস

জসিমুদ্দিন আহম্মদ

মালদা, ২০ এপ্রিল : কংক্রিটের জঙ্গলে হারিয়ে গিয়েছে আবেগ। বৃন্দাবনী ময়দান এখন শুধুই মালদা শহরের ল্যান্ডমার্ক। এই ময়দানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও পুরোনো সেই বৃন্দাবনী আম গাছের গৌরবময় স্মৃতি মনে করে দীর্ঘশ্বাস ফেলেন মালদা শহরের পুরোনো বাসিন্দারা। কংক্রিটের জঙ্গলে হারিয়ে যাওয়া শহরে আগের চেহারা ফিরে পাওয়া কি আদৌ সম্ভব?

পুরাতন মালদা থেকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তাদের ব্যবসা স্থানান্তর করে বর্তমান মালদা শহরে নিয়ে আসার ভাবনা শুরু করে ষোড়শ শতকে। ১৬৮০ সালে তারা মহানন্দা নদী সংলগ্ন এলাকা পরিদর্শন করেন। সেইসময় কোম্পানি কর্তৃপক্ষ নদীর তীর থেকে সামান্য দূরেই বৃহদাকার বৃন্দাবনী আমগাছ দেখতে পায়। এই আম গাছ সহ সংলগ্ন এলাকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তাদের মুগ্ধ করে। ওই এলাকাকে বাণিজ্যিক শহরে পরিণত করতে কোম্পানির কর্তাদের দ্বিতীয়বার আর ভাবতে হয়নি।

ইংরেজরা বৃন্দাবনী আম গাছকে ল্যান্ডমার্ক করে তার আশপাশেই নীলকুঠি থেকে শুরু করে বিভিন্ন অফিস গড়ে তোলে। তবে বৃন্দাবনী আম গাছ এই এলাকায় ঠিক কারা রোপণ করেছিলেন তার ইতিহাস অনেকের অজানা। তবে মালদা শহরের সেকালের লোকেরা বলে থাকেন, এই আমগাছের সঙ্গে ধর্মীয় আবেগ জড়িয়ে রয়েছে। সম্ভবত উত্তর ভারতের তীর্থস্থান বৃন্দাবন থেকে কোনও বৈষ্ণব হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ এই আম গাছ রোপণ করেন। সেই সময়টা লক্ষ্মণ সেনের আমল। জনশ্রুতি এই আম গাছের তলায় সময় অতিবাহিত করেছিলেন শ্রীচৈতন্যদেব। মালদা শহরের উত্থান ও বহু ইতিহাসের সাক্ষী ওই বৃন্দাবনী আমগাছ।

শহরে পরবর্তীতে পুরসভা তৈরি হলে ধীরে ধীরে কলেবর বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। সময়ের সঙ্গে মালদার পরিধি বাড়লেও বৃন্দাবনী ময়দান সহ সংলগ্ন এলাকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অপরিবর্তিত ছিল। ওই আম গাছকে কেন্দ্র করেই ময়দানটির নাম বৃন্দাবনী ময়দান নামে মালদা তথা গোটা বাংলার মানুষের কাছে পরিচিত। আশির দশকের শেষ দিকে আচমকাই কালবৈশাখী ঝড়ের তাণ্ডবে বহু ইতিহাসের সাক্ষী ওই আম গাছ ভেঙে পড়ে। মালদা শহরের মানুষের আবেগ ও বৈষ্ণব ধর্মাভাবাপন্ন ভক্তদের কথায় পুরসভার তরফে পুরোনো সেই আমগাছের জায়গায় নতুন গাছ লাগানো হয়। পুরোনোর অস্তিত্বের জানান দিতে নতুন বৃন্দাবনী আম গাছ আজও শহরবাসীর ল্যান্ডমার্ক।

মালদা শহরের লেখক সাহিত্যিক ও ইতিহাস গবেষক এম আতাউল্লাহর বক্তব্য, 'শৈশবের অনেক স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে পুরোনো সেই আম গাছকে ঘিরে। শুধু বৃন্দাবনী আমগাছই নয়, ওই এলাকাকে ঘিরে একাধিক পুরোনো গাছ ছড়িয়ে ছিল। বৈশাখ মাস জুড়ে এই আমগাছের তলায় বসত ধর্মীয় সংকীর্তনের আসর। পুরোনো সেই আমগাছের বদলে নতুন আম গাছ জায়গা করে নিয়েছে। উধাও হয়েছে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। ধীরে ধীরে কংক্রিটের জঙ্গলে হারিয়ে যাচ্ছে মালদা শহরের পুরাতন ইতিহাস। পুরোনো দিনের গৌরবময় ঐতিহ্য আজ বেদনা দেয় আমাদের।'

মালদার মকদুমপুর এলাকার বাসিন্দা লেখক পলাশ গোস্বামীর কথায়, 'আপাতত বৃন্দাবনী ময়দান মানে যানবাহন রাখার জায়গা, টাউন হলের সামনে পোশাকের বাজার, উন্মুক্ত ময়দান এখন খেলা ব্যবসায়ীদের দখলে। এই শহর ক্রমেই কর্পোরেট সেক্টরের হাতে চলে যাচ্ছে। শহর থেকে উধাও সবুজ।'

শহরের নতুন প্রজন্মের অবশ্য দৃষ্টিভঙ্গি আলাদা। স্থানীয় তরুণ সুজিত সরকার বলেন, 'বাবার কাছে শুনেছি পুরোনো বৃন্দাবনী আমগাছের কথা। এই আম গাছের নামেই ময়দানটির নাম হয়েছে। বৃন্দাবনী ময়দান আমাদের শহরের ল্যান্ডমার্ক।'

মৃৎশিল্পীদের সম্মেলনে ডেভেলপমেন্ট বোর্ড দাবি

রাজু হালদার

গঙ্গারামপুর, ২০ এপ্রিল : সর্বভারতীয় অনুন্নত কুম্ভকার সমিতির প্রথম দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা সম্মেলন হল রবিবার। গঙ্গারামপুর পুরসভার তিন নম্বর ওয়ার্ডের কাদিহাট পালপাড়া এলাকায় সম্মেলনটি হয়। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক নির্মল পাল, রাজীব পাল, অমিতাভ পাল, গোবিন্দ পাল, আনন্দ পাল প্রমুখ।

এদিন সম্মেলন থেকে কুম্ভকারদের পেশাগত উৎকর্ষতা বৃদ্ধি ও আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য পৃথক কুম্ভকার ডেভেলপমেন্ট বোর্ডের দাবিতে সরব হলেন সংগঠনের শীর্ষকর্তারা।

সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক বলেন, 'রাজ্য সরকার বিভিন্ন সম্প্রদায় বা জাতিগোষ্ঠীর উন্নয়নের জন্য পৃথক ডেভেলপমেন্ট বোর্ড গঠন করেছে। রাজ্যজুড়ে অনেক মানুষ কুম্ভকার সম্প্রদায়ের রয়েছে। কিন্তু তাঁদের উন্নয়নের জন্য কোনও পৃথক ডেভেলপমেন্ট বোর্ড তৈরি হয়নি। এদিনের সম্মেলনে এই দাবি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। আগামীদিনে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের কাছে ওই দাবিতে আমরা সরব হব।'

> **যাঁরা এই কাজের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন তাঁদের জীবিকা নির্বাহ করতে বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে পড়তে হয়। আর্থিক অনুদান, ভাতা, সরকারি সুযোগসুবিধা পাই না। আমাদের কাজের জন্য প্রয়োজনীয় মাটি সহ বিভিন্ন উপকরণ সংগ্রহ করতে অসুবিধা হয়। এসবের জেরে এই শিল্প ক্রমশ ধ্বংসের মুখে পৌঁছে গিয়েছে।**
>
> অমর পাল, মৃৎশিল্পী

তাঁর সংযোজন, 'কুম্ভকারদের প্রয়োজনীয় ভাতা, আর্থিক অনুদান মিলছে না। ফলে তাঁদের বিভিন্ন সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। ওই বিষয়গুলি নিয়েও এদিন আলোচনা করা হয়েছে। পাশাপাশি নতুন করে জেলা কমিটি গঠন করা হয়।'

গঙ্গারামপুরের পালপাড়া সহ সংলগ্ন এলাকাজুড়ে অনেক কুমোর সম্প্রদায়ের মানুষজনের বসবাস রয়েছে। তাঁদের জীবিকা নির্বাহের প্রধান ভরসা হল মৃৎশিল্প।

এবিষয়ে মৃৎশিল্পী অমর পাল বলেন, 'যাঁরা এই কাজের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে তাঁদের জীবিকা নির্বাহ করতে বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে পড়তে হয়। আর্থিক অনুদান, ভাতা, সরকারি সুযোগসুবিধা পাই না।' তাঁর সংযোজন, 'আমাদের কাজের জন্য প্রয়োজনীয় মাটি সহ বিভিন্ন উপকরণ সংগ্রহ করতে সমস্যায় পড়তে হয়। এসবের জেরে এই শিল্প ক্রমশ ধ্বংসের মুখে পৌঁছে গিয়েছে।'

'অভিমানে' গলায় ফাঁস নাবালিকার

রায়গঞ্জ, ২০ এপ্রিল : বিয়ের এক মাসের মাথায় নাবালিকা নববধূর মৃত্যুতে চাঞ্চল্য তৈরি হল রায়গঞ্জ থানার ভাটোল ফাঁড়ির অন্তর্গত একটি গ্রামে। মৃতের নাম সুরজমনি বেসরা (১৫)। শনিবার গভীর রাতে বাড়ি থেকে তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। বিকেলে পুলিশ, ক্যামেরাম্যান, ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ অফিসার, চিকিৎসকের উপস্থিতিতে দেহ ময়নাতদন্তের পর পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। পুলিশ তাঁর স্বামীকে গ্রেপ্তার করেছে।

একমাস আগে ভাটোল ফাঁড়ির অন্তর্গত একটি গ্রামের এক পরিযায়ীর সঙ্গে সুরজমনির বিয়ে হয়। শনিবার বিকেলে সুরজমনিকে বাড়িতে রেখে একটি বিয়ে বাড়ির অনুষ্ঠানে চলে যান স্বামী। তা নিয়ে দুইজন বিবাদে জড়িয়ে যান। পরিবারের দাবি, রাতে শোওয়ার ঘরে দরজা আটকে গলায় গামছা লাগিয়ে আত্মঘাতী হন সুরজমনি। রাতেই পুলিশে খবর দেওয়া হয়। এদিন সকালে পুলিশ ওই বাড়ি পৌঁছে নববধূর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করে।

নাবালিকা বধূর মা সুখি বাস্কে বলেন, 'দুজনের প্রেমের সম্পর্ক ছিল। এক মাস আগে বিয়ে হয়। দু'দিন ধরে মেয়ে বলছিল স্বামী তাকে মারধর করছে। আমরা ঠিক করি সোমবার ছেলের বাড়ি গিয়ে আলোচনা করে মেয়েকে বাড়ি নিয়ে আসবো। তার আগে মেয়ে আত্মহত্যা করল।

অভিযুক্তের বাবা বলেন, 'আমার ছেলে ও বৌমার মধ্যে গোলমাল হয়েছিল। তবে কী নিয়ে, তা জানা নেই। আমি শাকসবজি বিক্রি করতে হাটে গিয়েছিলাম। সেখানেই ফোনে শুনি বৌমা গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মঘাতী হয়েছে। পুলিশ আমার ছেলেকে গ্রেপ্তার করেছে।'

রায়গঞ্জ থানায় একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু হয়েছে। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। যদিও মেয়ের বাড়ির তরফে এখনও পর্যন্ত অভিযোগ দায়ের করা হয়নি। পরিবার জানিয়েছে, সৎকারের পর তাঁরা থানায় অভিযোগ দায়ের করবেন।

কংগ্রেসকে বাধা, শাসককে ছাড়

সামশেরগঞ্জ, ২০ এপ্রিল : শনিবার সামশেরগঞ্জের জাফরাবাদে হিংসার বলি চন্দন দাসের পরিবারের সাথে দেখা করতে যান প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার, মালদা দক্ষিণের সাংসদ ইশা খান চৌধুরী প্রমুখ। কিন্তু পরিবারের সদস্যদের তরফে তাঁদের বাধা দেওয়া হয়। পরদিন দেখা গেল উলটো চিত্র। রবিবার শাসকদল তৃণমূলের জঙ্গিপুরের সাংসদ খলিলুর রহমান, রাজ্যসভার সাংসদ সামিরুল ইসলাম, স্থানীয় বিধায়ক সহ একটি প্রতিনিধি দল হাজির হন তাঁদের বাড়িতে। যদিও এদিন নিহতের পরিবার তৃণমূলের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ কথা বলেন।

তৃণমূল সাংসদরা মৃতদের পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন এবং নিহত চন্দন দাসের ছেলেমেয়ের পড়াশোনার দায়িত্ব নিয়েছেন। খুনের সঙ্গে জড়িতদের কঠোরতম শাস্তির দাবি জানান ওই প্রতিনিধি দলের সদস্যরা।

মহিলা তৃণমূলের প্রস্তুতি সভা

রায়গঞ্জ, ২০ এপ্রিল : যে সব মহিলা লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, রূপশ্রী সহ রাজ্য সরাকারের বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা নিয়েছেন, তাদের নিয়ে মহিলা তৃণমূল রবিবার একটি সভার আয়োজন করে। সভা বসে রায়গঞ্জের বরুয়া পঞ্চায়েতের বরুয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে। অঞ্চলের ২৭টি বুথের কয়েকশো মহিলা সভায় যোগ দেয়। বিধানসভা নির্বাচনের আগে অঞ্চলে দলের ভিত শক্ত করতেই এই সভা বলে অনুমান করা হচ্ছে। সভায় উপস্থিত ছিলেন মহিলা তৃণমূলের জেলা সভানেত্রী চৈতালি ঘোষ সাহা, সহ সভানেত্রী পুষ্পা মজুমদার, পঞ্চায়েত প্রধান ভবানন্দ বর্মন সহ অন্যরা।

কাজের ফাঁকে বিশ্রাম। রবিবার রায়গঞ্জে ছবিটি তুলেছেন দিবাকর সাহা।

ভুয়ো নার্সিং ট্রেনিং সেন্টার খুলে প্রতারণায় গ্রেপ্তার ৩

বিপ্লব হালদার

গঙ্গারামপুর, ২০ এপ্রিল : ভুয়ো নার্সিং ট্রেনিং সেন্টার খুলে গ্রামের সরল মহিলাদের কাছ থেকে নেওয়া হচ্ছিল মোটা অঙ্কের টাকা। পর্দা ফাঁস হতে আর্থিক প্রতারণার অভিযোগে ভিনজেলার তিন তরুণকে গ্রেপ্তার করল গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ। ধৃতদের বাড়ি পূর্ব মেদিনীপুর জেলায়। ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গঙ্গারামপুরে।

তদন্তকারীদের সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতদের মধ্যে কৃষ্ণকান্ত মণ্ডলের বাড়ি নন্দীগ্রামের গোকুলনগর গ্রামে। অসীমকুমার জানা ভগবানপুর থানার বোয়ালিয়ার বাসিন্দা। আর পবিত্র জানার ঠিকানা কাঁথির চৌধুরিবার গ্রাম।

পুলিশ জানিয়েছে, প্রায় এক বছর আগে গঙ্গারামপুর শহরের বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকায় একটি বাড়ির তিনতলায় ঘর ভাড়া নেয় ধৃতরা। এরপর একটি ভুয়ো নার্সিং ট্রেনিং সেন্টার খুলে তাঁরা আর্থিক ভাবে পিছিয়ে পড়া গ্রামের অল্প লেখাপড়া জানা মহিলাদের টার্গেট করে। অভিযোগ, ওই মহিলাদের নার্সিং ট্রেনিংয়ের পর চাকরির টোপ দেওয়া হয়। আর ওই টোপ দিয়ে মহিলাদের কাছ থেকে ধৃতরা মোটা অঙ্কের টাকা হাতিয়ে নেয়। অভিযোগ, নার্সের প্রশিক্ষণ দেওয়ার নাম করে মহিলাদের কারও কাছ থেকে ২০ হাজার, আবার কারও কাছে ২৫ বা ৩০ হাজার টাকা নেওয়া হয়। এরপর ওই মহিলাদের বিভিন্ন প্রোডাক্ট বিক্রির প্রস্তাব দেওয়া হয়। এমনকি সেন্টার থেকে রাতে মহিলাদের ফোন করে নানারকম কুপ্রস্তাব দেওয়া হত বলে অভিযোগ।

এতে নার্সিং ট্রেনিং সেন্টার নিয়ে প্রতারণার শিকার মহিলাদের মধ্যে সন্দেহ দানা বাঁধে। নার্সিং ট্রেনিং করতে এসে প্রতারিত হয়েছেন এমনটা বুঝতে পেরে শনিবার রাতে স্থানীয় গৃহবধূ লক্ষ্মী রাজবংশী গঙ্গারামপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ পেয়ে ওই রাতেই তিন তরুণকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এদিন ১০ দিনের পুলিশি হেপাজত চেয়ে ধৃতদের তোলা হয় গঙ্গারামপুর মহকুমা আদালতে।

গৃহবধূ লক্ষ্মী রাজবংশীর বক্তব্য, 'তিন মাস আগে লিপি সরকার নামে এক মহিলা আমাদের বাড়িতে গিয়ে আমাকে নার্সিং ট্রেনিং করিয়ে চাকরির প্রস্তাব দেয়। তাঁর প্রস্তাবে রাজি হয়ে ২৫ হাজার টাকা দিয়ে গঙ্গারামপুরের নারিস হেলথ ডিপার্টমেন্ট নামে নার্সিং ট্রেনিং সেন্টারে ভর্তি হই। ভর্তি হওয়ার পর আমাদের বলা হয় গ্রামে গ্রামে গিয়ে বিভিন্ন প্রোডাক্ট বিক্রি করতে হবে। আমাদের মতো আরও তিনজন মহিলাকে একই কথা বলে। পাশাপাশি রাতে ফোন করে নানা কুকথাও বলা হয়। কিছুদিন পর আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় এটা ভুয়ো নার্সিং ট্রেনিং সেন্টার। তাই গঙ্গারামপুর থানায় অভিযোগ করেছি।'

সুমনা পারভিন নামে আরেক গৃহবধূর অভিযোগ, 'নার্সিং ট্রেনিং দেওয়া হবে বলে আমার কাছ থেকে ৩০ হাজার টাকা নেওয়া হয়। ভর্তির সময় বলা হয়েছিল কীভাবে রক্ত সংগ্রহ করতে হয়, ইনজেকশন দিতে হয় এসব শেখানো হবে। কিন্তু চার মাস কেটে গেলেও আমাদের কিছু শেখানো হয়নি। এমনকি বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির করানো হত ভুয়ো চিকিৎসকদের দিয়ে। আমরা প্রতারিত হয়েছি বুঝতে পেরে থানার দ্বারস্থ হই।'

গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ জানিয়েছে, প্রতারণার অভিযোগে তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে। ১০ দিনের পুলিশি হেপাজতে চেয়ে ধৃতদের এদিন তোলা হয় গঙ্গারামপুর মহকুমা আদালতে। দু'দিনের হেপাজত মঞ্জুর হয়েছে।

রুটি-রুজির লড়াইয়ের ডাক বিগ্রেডে

প্রথম পাতার পর

খেতমজুর, ছাত্র, যুব, মেহনতি মানুষের জীবনে আক্রমণ নামিয়ে এনেছে। মুর্শিদাবাদ সামশেরগঞ্জে দাঙ্গা পরিস্থিতি ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো, ধর্মনিরপেক্ষ, বহুত্ববাদী বৈশিষ্ট্য ভেঙে ফেলেছে। রাজ্যেও দুর্নীতিগ্রস্ত সরকার চলছে। ২০ মে ধর্মঘট ডেকেছি। আমাদের দাবি, চা বাগানের শ্রমিকদের মিনিয়াম ওয়েজ, চট কলের শ্রমিকদের সমস্যার সমাধান করতে হবে।'

দ্বিতীয় বক্তা অমল হালদার সম্প্রীতির বার্তা দিয়েই বলেন, 'তেভাগা আন্দোলন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা রুখে দিয়েছিল। ২৭ বছর আগে ওই সময় কৃষক সভার ডাকে ব্রিগেড হয়েছিল। এখন মূল্যবৃদ্ধি, বেকারত্ব গ্রাস করেছে। আমরা ভাত চাই। কৃষির অবস্থা অত্যন্ত খারাপ।'

সন্দেশখালি আন্দোলনের অন্যতম নেতা তথা প্রাক্তন বিধায়ক নিরাপদ সরদার বলেন, 'গ্রামবাংলাকে আন্দোলন করতে হবে। বুথে বুথে আন্দোলন করতে হবে। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার যাতে সবাই পায় তার জন্যও আন্দোলন করতে হবে। ১০০ দিনের কাজের টাকা বন্ধ। আমরা বলছি ১০০ নয় ২০০ দিনের কাজ দিন।' বস্তিবাসীদের পাট্টা, বিনামূল্যে বিদ্যুৎ পরিষেবা সহ একাধিক দাবিতে বক্তব্য রাখেন বস্তি উন্নয়ন সমিতির রাজ্য সাধারণ সম্পাদক সুখরঞ্জন দে।

সিপিএমের ব্রিগেডকে কটাক্ষ করে তৃণমূলের কুণাল ঘোষ বলেন, 'ইনকিলাব-জয় শ্রীরাম, এটা মুখোশধারী রাম-বামের ব্রিগেড। যাঁরা সিপিএমের ব্রিগেডে যাবেন, বড় বড় কথা বলবেন, তাঁরা ৯৯ শতাংশ বিজেপিকে ভোট দিয়েছেন, দিচ্ছেন। মঞ্চ সিপিএমের, ভোটার বিজেপির। এটা মনে হচ্ছে, যেন হাঁসজারুর ব্রিগেড।'

বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর দাবি, 'ব্রিগেডে লোক হয়েছিল নাকি। কুড়িয়েবাড়িয়ে মাঠের দশভাগের একভাগও ভরাতে পারেনি। সিপিএমের হিন্দুদের ধন্যবাদ তারা ব্রিগেড থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে।'

সিপিএমের রাজ্য সম্পাদকের বিরুদ্ধে তোপ দেগে শুভেন্দু বলেন, 'সেলিম হল মমতার দালাল, মমতার এজেন্ট। মমতার কাছ থেকে মাসোহারা পান। চিটফান্ডের সবথেকে বড় বেনিফিসিয়ারি তিনি। '৮৪ সালে কলকাতায় প্রার্থী হয়েছিলেন সেলিম। সেই সময় ওঁর নির্বাচনের সব খরচই দিয়েছিল ওই চিটফান্ড সংস্থা।' তবে বামেদের ব্রিগেডের সাফল্য কামনা করেছেন কংগ্রেস নেতা অধীররঞ্জন চৌধুরী ও আইএসএফ বিধায়ক নৌশাদ সিদ্দিকী।

শিক্ষামূলক ভ্রমণ

কালিয়াচক, ২০ এপ্রিল : সিকিমের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউটস অফ টেকনলজিতে বিভিন্ন বিভাগে পর্যবেক্ষণ ও ল্যাবরেটরিতে অংশগ্রহণ করতে পেরে খুশি কালিয়াচক কলেজের পড়ুয়ারা। বর্তমানে শিক্ষামূলক ভ্রমণে সিকিমে রয়েছেন পড়ুয়ারা। এবার প্রথম রাজ্যের বাইরে উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীদের অভিজ্ঞতা অর্জনের ব্যবস্থা করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে কালিয়াচক কলেজ কর্তৃপক্ষ।

চোপড়ায় গ্রেপ্তার

প্রথম পাতার পর

ফেরিওয়ালাদের কাছ থেকে ভাঙাচোরা লোহার সামগ্রী কেনার ব্যবসা করেন সেখানকার এক ব্যক্তি। সেই ব্যবসায়ী জিয়াউলকে কাজ দেন। ওই ব্যবসায়ীর ছেলে রোহিত আলি বলছেন, 'শনিবার দুটি গাড়িতে করে কাঁচাকালী এলাকা থেকে ভাঙাচোরা জিনিসপত্র নিয়ে ওরা ফিরছিল। সামনের গাড়িতে জিয়াউল ছিল। পথে কালাগছ বাজারের মোড় থেকে জিয়াউলকে পুলিশ ধরে নিয়ে গিয়েছে।' কোথাকার পুলিশ, কী কারণেই বা তাকে ধরেছে এব্যাপারে তাঁরা কিছুই জানতে পারেননি বলে দাবি রোহিতের। তবে জিয়াউলকে তাঁরা আগে থেকে চিনতেন। রোহিত আরও বলেন, 'জিয়াউল আগে এলাকায় অনেকদিন কাজ করেছিল। এবার প্রায় ১০ বছর পর দু'দিন আগে এসে কাজ খুঁজছিল। পুরোনো পরিচিতির সুবাদে তাকে কাজে নেওয়া হয়েছিল।'

অশ্লীল মন্তব্যের জেরে ধৃত ২

রায়গঞ্জ, ২০ এপ্রিল : মদ্যপ অবস্থায় রায়গঞ্জ শহরের রাসবিহারী মার্কেট এলাকায় পথচারীদের উদ্দেশে অশ্লীল মন্তব্যের অভিযোগে দুই তরুণকে গ্রেপ্তার করল রায়গঞ্জ থানার পুলিশ। ধৃতদের নাম আদিত্য রায় (১৮), দ্বীপ দাস (২০)। ধৃতদের বাড়ি বন্দর শ্মশান কলোনি এলাকায়। তাদের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা আইনের নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ। রবিবার বিকেলে ধৃতদের রায়গঞ্জ মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তোলা হলে বিচারক শর্তসাপেক্ষে জামিন দেন। পুলিশসূত্রে জানা গিয়েছে, গতকাল রাতে ওই দুই তরুণ মদ্যপ অবস্থায় পথচলতি মানুষদের উদ্দেশ্য করে অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ করে। স্থানীয় বাসিন্দারা প্রতিবাদ করলে তাদের সঙ্গেও অভব্য আচরণ করা হয় বলে অভিযোগ। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে দুই নেশায় আসক্ত তরুণকে গ্রেপ্তার করে রায়গঞ্জ থানায় নিয়ে আসে।

মুর্শিদাবাদের অশান্তিতে ফালাকাটার ছবি

প্রথম পাতার পর

হচ্ছে, এটা মুর্শিদাবাদের ভিডিও। দাবি করা হয়েছে, মুর্শিদাবাদে ছদ্মবেশে লোক ঢোকানো হয়েছে বিহার থেকে। যদিও তথ্যানুসন্ধান করে দেখা গিয়েছে, সেটা আসলে মার্চ মাসে ফালাকাটায় ঘটেছে।

ফালাকাটায় কী ঘটেছিল? বিহারের বাসিন্দা দুই হিন্দু ব্যক্তি, ফেজ টুপি পরা-এসব 'তথ্য' ঠিকই রয়েছে। তবে সেই দুজন আদতে দিনমজুর। আর ফালাকাটায় সেই দুজন এসেছিলেন ইদের আগে ভিক্ষা করে কিছু উপার্জনের আশায়। স্থানীয় পুলিশও এমন ঘটনার কথা স্বীকার করে নিয়েছে।

ক্যুইন্ট জানিয়েছে, এই সত্য খুঁজে বের করতে তারা প্রযুক্তির সাহায্য নিয়েছে। প্রথমে ভিডিওটিকে একাধিক স্ক্রিনশটে ভেঙে নিয়েছে। তারপর সেই ছবিগুলি ধরে ধরে গুগলে গিয়ে 'রিভার্স ইমেজ সার্চ' পদ্ধতি প্রয়োগ করেছে। আর তার ফলে জানা গিয়েছে, গত মার্চ মাসেই এই ভিডিও ফেসবুকে একাধিক অ্যাকাউন্ট থেকে পোস্ট করা হয়েছিল। সেসব পোস্টেই জানানো হয়েছিল যে, তাঁরা বিহারের বাসিন্দা, ফেজ টুপি পরে আলিপুরদুয়ারে এসেছিলেন ইত্যাদি।

বর্তমানে সোশ্যাল মিডিয়ার বাড়বাড়ন্তের যুগে ভুয়ো খবর, ভুয়ো ছবি বা ভুয়ো তথ্য প্রচারের প্রবণতা নতুন কিছু নয়। মুর্শিদাবাদের অশান্তির ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে শুরুতেই মোথাবাড়ির যে ঘটনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেসময় তো বাংলাদেশের গতবছরের অশান্তির সময়কার ছবিও পোস্ট করে মোথাবাড়ির ঘটনা বলে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

টেপ সাঁটার পর হাতেনাতে ধৃত

প্রথম পাতার পর

সেই টাকা আটকে গিয়েছিল। পরে সেই টাকা এটিএম সংস্থার কর্মীরা শিক্ষকের হাতে তুলে দেন। এ নিয়ে ওই এটিএম সংস্থার তরফে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়।

এটিএমের কর্মী বিমান হালদার বলেন, 'এটিএমের একটা অংশ খুলে কালো রংয়ের সেলোফেন টেপ লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এরপর একজন টাকা তুলতে এসেছিল, সেই টাকা বেরিয়ে ওই নির্দিষ্ট অংশে থেকে যাচ্ছে। পরে প্রতারক এসে টাকা বের করে নিয়ে যাচ্ছে। এমন ঘটনা প্রায়ই হচ্ছিল। আজ হাতেনাতে এক তরুণকে পাকড়াও করে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।' বালুরঘাট সদর ডিএসপি হেডকোয়ার্টার্র বিক্রম প্রসাদ জানিয়েছেন, 'একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পুরো বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।'

অভিযুক্ত ফেরার, আহতরা মেডিকেলে

কটূক্তিতে প্রতিবাদী মা, মেয়ে আক্রান্ত

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ২০ এপ্রিল : মেয়েকে কটূক্তির প্রতিবাদ করায় এক মদ্যপ তরুণের হাতে আক্রান্ত হলেন মা। ভারী বস্তু দিয়ে মহিলার মাথায় আঘাত করে খুনের চেষ্টা করা হয় বলে অভিযোগ। মাকে বাঁচাতে গিয়ে আক্রান্ত হন কলেজ পড়ুয়া মেয়েও। শনিবার রাতে এই ঘটনায় উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। স্থানীয়রা রক্তাক্ত অবস্থায় মা ও মেয়েকে উদ্ধার করে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করে। ঘটনার পর রায়গঞ্জ থানায় অভিযুক্ত তরুণের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। তদন্ত শুরুর পাশপাশি অভিযুক্তের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ।

অভিযোগ, প্রায় প্রতিদিনই স্থানীয় এক তরুণ মদ্যপ অবস্থায় বাড়িতে চড়াও হয়ে কলেজ পড়ুয়া এক তরুণীকে উদ্দেশ্য করে কটূক্তি ও অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি করত। শনিবার রাতেও প্রতিবেশী ওই তরুণ একই কাণ্ড ঘটালে প্রতিবাদ করেন তরুণীর

> প্রতিদিন আমাদের বাড়িতে চড়াও হয়ে মদ্যপ ওই তরুণ অত্যাচার চালায়। আমাকে উদ্দেশ্য করে কটূক্তি ও অশ্লীল কথা বলে। সে একজন দাগী দুষ্কৃতী। এতদিন ভয়ে আমরা মুখ খুলিনি। কাল রাতে মাত্রা ছাড়িয়ে যাওয়ায় মা প্রতিবাদ করতেই সে আমাদের উপর প্রাণঘাতী হামলা চালায়।
>
> **আক্রান্ত কলেজ ছাত্রী**

মা। এরপরেই ওই মদ্যপ তরুণ প্রতিবাদী ওই মহিলার উপর হামলা চালায় বলে অভিযোগ। তাঁর মাথায় ভারী বস্তু দিয়ে সজোরে আঘাত করে খুনের চেষ্টা করা হয় বলে অভিযোগ। মাকে বাঁচাতে গিয়ে আক্রান্ত হন তরুণীও। তাঁর মাথার ডান পাশে ধারালো বস্তু ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। মা ও মেয়ের চিৎকারে প্রতিবেশীরা ছুটে এলে পালিয়ে যায় অভিযুক্ত তরুণ। রক্তাক্ত অবস্থায় মা ও মেয়েকে উদ্ধার করে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যান প্রতিবেশীরাই।

আক্রান্ত কলেজ ছাত্রী বলেন, 'প্রতিদিন আমাদের বাড়িতে চড়াও হয়ে মদ্যপ ওই তরুণ অত্যাচার চালায়। আমাকে উদ্দেশ্য করে কটূক্তি ও অশ্লীল কথা বলে। সে একজন দাগী দুষ্কৃতী। এতদিন ভয়ে আমরা মুখ খুলিনি। কাল রাতে মাত্রা ছাড়িয়ে যাওয়ায় মা প্রতিবাদ করতেই সে আমাদের উপর প্রাণঘাতী হামলা চালায়। থানায় অভিযোগ জানিয়েছি। আমরা তার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই।'

রায়গঞ্জ থানার এক পুলিশ আধিকারিক বলেন, 'অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করা হয়েছে। অভিযুক্ত তরুণের খোঁজে তল্লাশি চালানো হচ্ছে।'

পদ্মের মিছিলে অনুপস্থিত বিদায়ি জেলা সভাপতি

রাহুল দেব, রায়গঞ্জ, ২০ এপ্রিল : এসএসসি দুর্নীতি ও হিন্দুদের উপর অত্যাচার সহ বিভিন্ন ইস্যুতে বিজেপির বিক্ষোভ মিছিলে গরহাজির খোদ দলের জেলা সভাপতি। জেলা কমিটির আহ্বানে আয়োজিত আন্দোলন কর্মসূচিতে দলের বিদায়ি জেলা সভাপতি বাসুদেব সরকারের অনুপস্থিতি নিয়ে চর্চা চলছে বিজেপির অন্দরেই। জেলা সভাপতির পদ খোয়ানোর আভাস পেয়েই কি দলের কর্মসূচিতে অনুপস্থিত বাসুদেব উঠছে প্রশ্ন? রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে চাকরি চুরি এবং হিন্দু হত্যার অভিযোগে সরব হয়ে রবিবার পথে নামে উত্তর দিনাজপুর জেলা বিজেপি। দলের জেলা কার্যালয় থেকে শহরের শিলিগুড়ি মোড় পর্যন্ত মিছিল করেন বিজেপি নেতা-কর্মীরা। মিছিলে নেতৃত্ব দেন রায়গঞ্জের সাংসদ কার্তিকচন্দ্র পাল, দলের জেলা সহ-সভাপতি নিমাই কবিরাজ, শঙ্কর চক্রবর্তী, সুরজিৎ সেনের মতো নেতারা। কিন্তু মিছিলে দেখা যায়নি খোদ বিজেপির জেলা সভাপতি বাসুদেব সরকার ও জেলা সম্পাদিকা ফাল্গুনী চক্রবর্তীকে। বাসুদেবের অনুপস্থিতির কারণ নিয়ে দুই নেতার দুই রকম মন্তব্যে জল্পনা আরও জোরালো হয়েছে। মিছিলে বিদায়ি জেলা সভাপতি বাসুদেব সরকারের অনুপস্থিতির কারণ নিয়ে

> যেভাবে রাজ্যে চাকরি চুরি হয়েছে তা মেনে নেওয়া যায় না। আমরা চাই অবিলম্বে যোগ্য শিক্ষকদের তালিকা প্রকাশ করে তাদের চাকরি ফিরিয়ে দেওয়া হোক। যোগ্য শিক্ষকদের তালিকা প্রকাশ করে সরকার নিজের ভুল স্বীকার করুক এবং পদত্যাগ করুক।
>
> **কার্তিকচন্দ্র পাল**
> বিজেপি সাংসদ

প্রশ্ন করা হলে জেলা সহ-সভাপতি নিমাই কবিরাজ বলেন, 'শারীরিক অসুস্থতার কারণে বাসুদেব মিছিলে থাকতে পারেননি।' অন্যদিকে বাসুদেব সরকারকে ফোনে এই ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'পারিবারিক সমস্যার কারণে আজকের মিছিলে থাকতে পারিনি।' গতকালই জেলা সভাপতির পদের জন্য মনোনয়ন জমা দিয়েছেন বর্তমান জেলা সহ-সভাপতি নিমাই কবিরাজ। এরপর তাঁকেই নয়া হবু জেলা সভাপতি ধরে নিয়ে মাতামাতি শুরু করেন দলের একাংশ নেতা-কর্মী। ফুলের মালা দিয়ে ও মিষ্টি খাইয়ে অন্যদের পাশাপাশি তাঁকে স্বাগত জানান স্বয়ং বাসুদেব সরকারও। শনিবার দলীয় কার্যালয়ে নিমাইবাবুকে স্বাগত জানানোর কর্মসূচিতে শামিল হলেও আজ দলের মিছিলে বাসুদেবকে দেখতে না পেয়ে হতবাক দলের নীচুতলার অনেক কর্মী। এদিনের আন্দোলন প্রসঙ্গে বিজেপি সাংসদ কার্তিকচন্দ্র পাল বলেন, 'যেভাবে রাজ্যে চাকরি চুরি হয়েছে তা মেনে নেওয়া যায় না। আমরা চাই অবিলম্বে যোগ্য শিক্ষকদের তালিকা প্রকাশ করে তাদের চাকরি ফিরিয়ে দেওয়া হোক। যোগ্য শিক্ষকদের তালিকা প্রকাশ করে সরকার নিজের ভুল স্বীকার করুক এবং পদত্যাগ করুক।'

চাপা পড়ছে ভাতের লড়াই

প্রথম পাতার পর

বুঝেছি তোমার বুকে কি শাণিত অঙ্গীকার/ অভিনন্দন তোমাকে, কোচবিহার।' কোন এক নাম না জানা কবির কবিতায় এইভাবে ধরা পড়েছিল সেদিনের রক্তঝরা দিনের কথা।

বিগত ৭৪ বছরে জাতিসত্তার প্রশ্নে বহুবার উত্তাল হয়েছে কোচবিহার। যদিও রুটিরুজির লড়াই আর সেভাবে গড়ে উঠতে দেখেনি ওই এলাকার মানুষ। এই দীর্ঘ সময়ে মানুষের জীবন-জীবিকার সামগ্রিক মান অনেকটাই বেড়েছে এই জেলায় বা বৃহত্তর অর্থে সমগ্র উত্তরবঙ্গে। কিন্তু সেই উন্নয়ন কি এতটাই বেশি যে, সেদিনের 'দুচোখে আগুন' আর 'শাণিত অঙ্গীকার' একেবারে শান্ত সমাহিত হয়ে গিয়েছে? প্রশ্নটার উত্তর খুঁজতে গেলে কিন্তু এক অন্য বাস্তব আমাদের চোখে পড়বে। সেদিন খাদ্যের জন্য গুলি খেয়েছিল নুন আনতে পান্তা ফুরোনো সংসারের মানুষজন। আজ খাদ্যের জন্য ভিনরাজ্যে গিয়ে রংমিস্ত্রির কাজ করতে করতে কুড়িতলা থেকে পড়ে মারা যাচ্ছে উত্তরের তরুণরা। সময় বদলেছে, বদলেছে খাদ্যের চাহিদার ধরন আর খাদ্যের জন্য মরণ।

উত্তরের অর্থকরী ফসল পাট বা তামাক চাষ গত সাত দশকে রুগ্ন থেকে রুগ্নতর হয়েছে। স্বাধীনতার আগে থেকে গোটা উত্তরবঙ্গের একটা অন্যতম কর্মসংস্থানের জায়গা ছিল উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থা, যার স্থায়ী কর্মীসংখ্যা এখন তার অনুমোদিত পদের প্রায় দশ ভাগের এক ভাগে এসে দাঁড়িয়েছে। চা শিল্পের অবস্থা ডুবন্ত নৌকার মতো। উত্তরের পর্যটনশিল্পের মুনাফা লুটে নিচ্ছে দক্ষিণবঙ্গের বিনিয়োগকারীরা। দিশা দেখানোর মতো এমন কোনও শিল্প এখনও উত্তরে গড়ে ওঠেনি। এই সবের পরিণাম কোচবিহার থেকে মালদার অসংখ্য তরুণ-তরুণীর দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলোতে পরিযায়ী শ্রমিকের কাজ করে জীবন নির্বাহের লড়াই।

প্রশ্ন এখানেই, এতসবের পরেও শুধুমাত্র জাতপাতের প্রশ্নের বাইরে উত্তরবঙ্গজুড়ে জীবন-জীবিকার আন্দোলন কোথায়?

কোচবিহারে ১৯৫১-র খাদ্য আন্দোলনের উপর যেমন গুলি চলেছিল, ১৯৫৫-তে তো ঠিক তেমনি গুলি চলেছিল মার্গারেট হোপ চা বাগানে। ভারতবর্ষ তখন সবেমাত্র স্বাধীন হয়েছিল। তখনই উত্তরবঙ্গের এইসব অঞ্চল থেকেই তো প্রথম প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছিল দেশ। সমতলের কোচবিহারের মতো উত্তরের পাহাড়েও গত ৭০ বছরে জাতিসত্তার বাইরে সিকিভাগও অর্থনৈতিক সাম্য অর্জনের প্রশ্নে আন্দোলন আমরা দেখিনি। আমাদের দুর্ভাগ্য, নকশাল, তেভাগা আন্দোলন গোটা বাংলার উত্তরভূমিকে একসঙ্গে আলোড়িত করতে পারেনি।

কোচবিহার হোক বা দার্জিলিং, বা তরাই ডুয়ার্সের চা বাগানের আদিবাসীরা, জাতিসত্তার আন্দোলনকে হয়তো সামাজিক বঞ্চনার পাশাপাশি অর্থনৈতিক বঞ্চনা মেটানোরও আন্দোলন ভেবে এসেছেন। কিন্তু উত্তরবঙ্গের পরিচিতিসত্তার আন্দোলনগুলোর পেছনে সেরকমভাবে কোনও অর্থনৈতিক উন্নয়নের রূপরেখা বা দাবিসনদ আন্দোলনকারীরা এখনও অবধি তুলে ধরতে পারেননি। আসলে প্রায়োজনটাও হয়নি। জাতপাতের অঙ্কের বিভাজন রাজনৈতিক সমীকরণে লাভ দিয়ে যাচ্ছে বিভিন্ন রাজনৈতিক শক্তিকে। উত্তরের রাজবংশী বা আদিবাসীরা দীর্ঘদিন বামেদের ভরসাযোগ্য ভোটব্যাংক ছিল। কামতাপুরি বা গ্রেটার কোচবিহার আন্দোলন, গোর্খাল্যান্ড আন্দোলন সেই ভোটব্যাংকে চিড় ধরায়। যার সুফল তৃণমূল কংগ্রেস নিয়েছিল ২০১১ বা তার পরবর্তী কিছু সময়।

খুব দ্রুত সেই রাজনৈতিক সমীকরণেও বদল আসছে। গত কয়েক বছরে আরএসএস চা বাগান এলাকা থেকে আদিবাসী জনসমাজে নিবিড় যোগসূত্র সংগঠিত করেছে। প্যান-হিন্দু আইডেন্টিটি একসূত্রে গেঁথেছে গোর্খা, রাজবংশী-কামতাপুরি আর চা বাগানের আদিবাসীদের।

স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে উদ্বাস্তু মানুষরা সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে গোটা উত্তরজুড়ে যে প্রভাব বিস্তার করেছিল, সেটার রাশও একেবারেই আলগা হয়ে গিয়েছে। উদ্বাস্তু আন্দোলনের উত্তরাধিকার কার্যত হারিয়ে গিয়েছে। একটা সামগ্রিক সহাবস্থানের ভূখণ্ড এখন প্রকৃত অর্থেই খণ্ড খণ্ড জাতি গোষ্ঠীতে বিভক্ত। উত্তরের যুবসমাজ এখন পরিযায়ী শ্রমিক। দিল্লির ইটভাটা বা কেরলের বহুতলেই তাদের জীবন-জীবিকার মূল লড়াই। তাই তাদের ব্যবহার করে ভোট রাজনীতিতে ফায়দা লুটছে কিছু রাজনৈতিক নেতৃত্ব। সেই নেতাদের উপর ভাতের লড়াইয়ের কোনও চাপ কোনও জনগোষ্ঠী থেকেই আসছে না।

বাড়িতে দুষ্কৃতী হামলা

কুমারগঞ্জ, ২০ এপ্রিল : দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুমারগঞ্জ থানা এলাকার উত্তর আমুলিয়া গ্রামের বাসিন্দা প্রমোদ রায়কে প্রাণে মারার হুমকি ও তাঁর গাড়ি ফেরত না দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল কৌশিক কর্মকার নামে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। প্রমোদকে পুলিশের থেকে অভিযোগ তুলে নেওয়ার জন্য লাগাতার হুমকি দেয় কৌশিক। শনিবার রাতে ফের প্রমোদের বাড়িতে হামলা করেছিল দুষ্কৃতীরা। গ্রামবাসীরা ধাওয়া করে তাদের গ্রামছাড়া করেন। পালিয়ে যাওয়ার সময়ও দুষ্কৃতীরা মামলা তুলে নেওয়ার হুমকি দেয়। প্রাণ বাঁচাতে প্রমোদ ও তাঁর স্ত্রী ওই দিন থেকে বাড়িছাড়া। ঘটনায় পুলিশ প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে এলাকায়।

২১৫ জনকে ফেরাল প্রশাসন

প্রথম পাতার পর

মানুষগুলো ঘরে ফিরতে চাইলে তবেই প্রশাসন যেন তাদের ফিরিয়ে নিয়ে যায়। জোর করে কিছু করা যাবে না।

সেই কথাই বলছিলেন স্থানীয় বাসিন্দা উজ্জ্বল বিশ্বাস। পেশায় কৃষক। ধান-ভুট্টা তো বটেই, রকমারি সবজির চাষে দক্ষ। তাঁর কথায়, 'যেদিন এই মানুষগুলো স্কুলে আশ্রয় নিয়েছেন, সেদিন থেকেই আমাদের পরিস্থিতি বদলে গিয়েছে। ধুলিয়ানের অবস্থা এখনও স্বাভাবিক নয়। বাজার খোলেনি। আমরা নিজেদের সবজি ধুলিয়ান বাজারেই নিয়ে যাই। সবজি এখন জমিতে পাকছে, পচছে। শ্রমিকও পাওয়া যাচ্ছে না। সবাই ভোর হতে না হতেই স্কুলের সামনে। প্রতিদিন কেউ না কেউ নামকরা লোকজন আসছেন, দেখার জন্য ভিড় করছে গোটা গ্রাম। বাড়ির মেয়ে-বৌরাও এখন কোনওরকমে কাজ সারতে ব্যস্ত। ছোটদের পড়াশোনা লাটে উঠেছে। আমরাও চাইছি, মানুষগুলোকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হোক। তাতে আমাদের স্বাভাবিক কাজকর্ম ফের সচল হবে। কিন্তু ওদের নিরাপত্তা? সেটা কে দেবে?'

হরিশ্চন্দ্রপুর-১ নম্বর ব্লকের পারোশটোলায় সমস্যা

পানীয় জলের দাবিতে বিক্ষোভ গ্রামবাসীর

সৌরভ কুমার মিশ্র

হরিশ্চন্দ্রপুর, ২০ এপ্রিল : গরম পড়তেই হরিশ্চন্দ্রপুরের প্রায় সব অঞ্চলে দেখা দিয়েছে পানীয় জলের হাহাকার। প্রতিশ্রুতিমতো বাড়ি বাড়ি জলের কানেকশন এখনও পর্যন্ত সম্পন্ন করতে পারেনি জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর। অথচ গ্রামে পানীয় জলের ট্যাংকি থাকলেও সেখান থেকেও মিলছে না পানীয় জল। অভিযোগ, উলটে ওই ট্যাংকির জল দেওয়া হচ্ছে চাষের জমিতে। ফলত রবিবার পানীয় জলের দাবিতে রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ দেখাল গ্রামবাসীরা।

হরিশ্চন্দ্রপুর-১ নম্বর ব্লকের পারোশটোলা গ্রামে প্রায় ৭০০ পরিবারের বসবাস। এলাকায় পানীয় জলের জন্য এখনও বাড়ি বাড়ি হয়নি পাইপলাইন সংযোগ। অন্যদিকে ,এলাকায় পানীয় জলের জন্য সাবমার্সিবল পাম্পের যেটুকু ব্যবস্থা রয়েছে, সেখানেও সময়মতো মিলছে না পানীয় জল। গ্রামবাসীদের অভিযোগ গভীর রাতে পিএইচইর জল দেওয়া হচ্ছে চাষের জমিতে। সেই দৃশ্য ক্যামেরাতেও ধরা পড়েছে। স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত কংগ্রেস পরিচালিত। সংশ্লিষ্ট বুথেও রয়েছে কংগ্রেসের সদস্যা। এদিন সদস্যার স্বামী এলাকার গ্রামবাসীদের ক্ষোভের মুখে পড়েন। গ্রামের বাসিন্দা মেনকা রায় অভিযোগ করে

প্রতিশ্রুতি সার। মেলেনি জল। প্রতিবাদে বিক্ষোভ গ্রামবাসীর।

বলেন, 'পাইপলাইনের কাজ তো দীর্ঘদিন ধরেই চলছে, কিন্তু এখনও পর্যন্ত আমরা জল পেলাম না। গরম পড়ে গেছে অথচ প্রবল জলকষ্টের মধ্যে আমরা আছি, অথচ প্রশাসন নির্বিকার। তাই আজ আমরা জলের দাবিতে পথে নেমেছি।' আরেক বাসিন্দা লিটন আলি বলেন, 'ট্যাংকির কাজ সম্পন্ন হয়ে গেছে কিন্তু এখনও আমরা জল পাচ্ছি না। অথচ ওই ট্যাংকি থেকে জল পাশের জমিতে দেওয়া হচ্ছে।' এ বিষয়ে চাঁচল মহকুমা জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার সুমিত ঘোষ বলেন, 'জমিতে জল দেওয়ার কথা ভিত্তিহীন। ট্যাংকির কাজ শেষ হয়েছে তাই টেস্টিংয়ের কাজ চলছে। ওভারফ্লোর জন্য জল আশেপাশের জমিতে যাচ্ছে। এক মাসের মধ্যেই বাড়ি বাড়ি কালেকশন দিয়ে দেওয়া হবে।'

পরীক্ষা ফিনিশার রাসেলের

নাইটদের পথে কাঁটা সেই বাটলার

সঞ্জীবকুমার দত্ত

কলকাতা, ২০ এপ্রিল : আকাশ কখনও মেঘলা। কখনও রৌদ্র করোজ্জ্বল।

যোগফল ভ্যাপসা গরম। বাড়তি ঘাম। তার মধ্যেই সময়ের আগে ইডেন গার্ডেন্সে হাজির বরুণ চক্রবর্তী, সুনীল নারায়ণ। নেটে দুইজনের একান্ত অনুশীলন। জুটিতে টানা বোলিং। জস বাটলারদের বিরুদ্ধে স্পেশাল কোনও স্ট্র্যাটেজিতে শান দেওয়ার প্রয়াস? অনেকটা সেরকমই।

শুধু বাটলারই কেন, প্রতিপক্ষ গুজরাট টাইটান্সের টপ থ্রি স্পিনটা বেশ ভালো খেলে। বি সাই সুদর্শন-শুভমান গিল ভালো শুরু করে দিচ্ছেন। বাটলার সেখানে চেনা ফিনিশারের ভূমিকায়। তবে নাইট বোলিং বনাম গুজরাট ব্যাটিং, এরকম ভাবনার মধ্যে সোমবারের দ্বৈরথকে আটকে রাখলেও ভুল হবে।

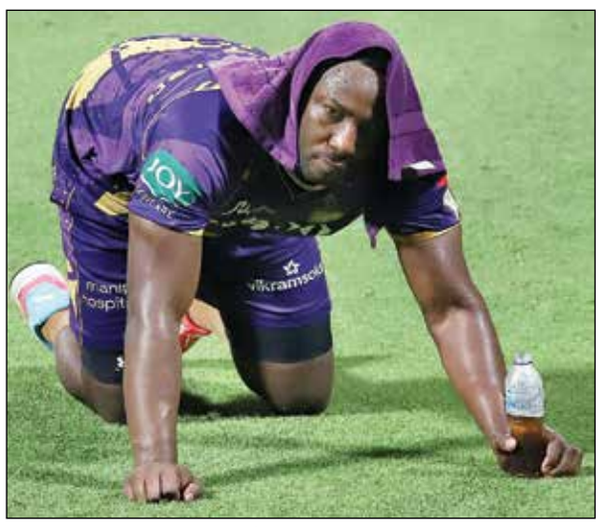

ব্যাটিংয়ে টানা অফফর্ম চিন্তায় রাখছে আন্দ্রে রাসেলকেও।

INDIAN PREMIER LEAGUE আইপিএলে আজ

কলকাতা নাইট রাইডার্স
বনাম
গুজরাট টাইটান্স

সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট, স্থান : কলকাতা

সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক, জিওহটস্টার

সৌজন্যে আশিস নেহেরার প্রশিক্ষণাধীন গুজরাটে বোলিং কম্বিনেশন। স্পিন-পেসের দুরন্ত সংমিশ্রণ। মহম্মদ সিরাজ ঘুরে দাঁড়ানোর মঞ্চ হিসেবে কাজে লাগাচ্ছেন চলতি আইপিএলকে। দীর্ঘদিন পর টানা ক্রিকেটের স্বাদ চুটিয়ে নিচ্ছেন বর্তমানে পার্পল ক্যাপের মালিক প্রসিধ কৃষ্ণা। ইশান্ত শর্মার বুড়ো হাড়ে ভেলকিতে চমক জারি।

প্রাক ম্যাচ সাংবাদিক সম্মেলনে নাইটদের স্পিন বোলিং কোচ কার্ল ক্রোর গলাতেও যে পেস আক্রমণ নিয়ে সমীহের সুর। অথচ, কিছুটা অবাক করেই বাইশ গজে সবুজের সমারোহ। ইডেনে এখনও পর্যন্ত তিনটি ম্যাচ খেলে দুইটিতে হার নাইটদের। জয় শুধু সানরাইজার্স হায়দরাবাদ ম্যাচে। সেই পিচে আগামীকাল লিগ-টপার গুজরাটের টক্কর। তবে সেদিন ছিল ন্যাড়া উইকেট, এদিন সেখানে ঘাস।

বল ব্যাটে আসবে, শট খেলে ব্যাটাররা যেমন মজা পাবেন, তেমনই সুবিধা পাবেন বোলাররা। স্পোর্টিং উইকেটের হাতছানি? প্রশ্ন নাইটরা কী করবে? পাঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে মুল্লানপুরের মন্থর পিচেও বেলাইন হয়েছিল চন্দ্রকান্ত পণ্ডিতের দল। একশো পেরোতে পারেনি। এদিনের অনুশীলনে পেস ব্রিগেডকে বিশ্রাম দেওয়া হয়। বিশ্রামে আন্দ্রে রাসেলও। হর্ষিত রানা, বৈভব অরোরা, রাসেলরা নামবেন পুরোদস্তুর এনার্জি নিয়ে। বাস্তব হল, পিচ বা এনার্জি নয়, সমস্যা আরও গভীরে।

কলকাতায় পা রাখার আগে শনিবারই দিল্লির বিরুদ্ধে দুরন্ত ৯৭-এ নাইট বোলারদের রক্তচাপ বাড়িয়ে রেখেছেন বাটলার। আর ইডেন মানেই বাটলারি রাজের লম্বা তালিকা। ২০২৪ সালের ১৬ এপ্রিল ইডেনে নিজের শেষ ম্যাচেই বাটলারের দুরন্ত শতরানে কম পড়ে গিয়েছিল নাইটদের ২২৩ স্কোর। আগামীকাল ফের বাটলার প্রাচীরে আটকে যাওয়ার আশঙ্কা। নাইট সংসারে সেখানে ফিনিশারের দেখা নেই। আন্দ্রে রাসেল ক্রমশ অতীতের ছায়া। রিঙ্কু সিংও ফিকে। আগামীকাল?

আজ প্ল্যান 'বি' হিসেবে নাইটদের অনুশীলনে বেশ কিছু ইঙ্গিত মিলল। রভম্যান পাওয়েল দীর্ঘসময় ব্যাটিং সারলেন। রহমানুল্লাহ গুরবাজের দিকেও বাড়তি নজর চন্দ্রকান্ত পন্ডিতের। মণীশ পান্ডে লম্বা সময় কাটান নেটে। ত্রয়ীর মধ্যে কাউকে দেখা গেলে অবাক হওয়ার থাকবে না। ইডেনের প্রেস কনফারেন্স রুমে বসে স্পিন বোলিং কোচ কার্ল সেই সম্ভাবনার দরজা খোলা রাখলেন।

রাসেলরা না এলেও, যাঁরা এসেছিলেন, তাঁদের নিয়ে নেট সেশনে ইনটেন্ট প্র্যাকটিস নাইটদের। এরমাঝে রিঙ্কু, ভেঙ্কটেশ আইয়ারের হালকা চোট চিন্তায় ফেললেও স্বস্তির খবর মারাত্মক কিছু নয়। দুইজনের খেলা নিয়ে কোনও সমস্যা নেই। তাগিদ গুজরাট শিবিরেরও। শনিবার দুপুরে আহমেদাবাদে ম্যাচ খেলে আজ কলকাতায় পা রাখে।

ক্লান্তি ঝেড়ে রাতের দিকে রশিদ খানরা হাজির অনুশীলনে! ঐচ্ছিক প্র্যাকটিস। ৮-৯ জনকে নিয়েই ইডেনে হাজির আশিস নেহেরা। চেনা বিন্দাস মেজাজে। প্র্যাকটিসের মাঝে মইন আলির সঙ্গে আড্ডাও মারলেন। আশিস নেহেরার এই 'কেয়ার ফ্রি' অ্যাটিটিউডই গুজরাটের বড় ইউএসপি-বলছিলেন দলের 'ডিরেক্টর অফ ক্রিকেট' বিক্রম সোলাঙ্কি। দাবি, মহম্মদ সিরাজ, প্রসিধ কৃষ্ণা সহ গোটা দলের পিছনেই নাকি আশু-ভাইয়ের হাত!

চাপকে সরিয়ে নিজেকে মেলে ধরো-অঘোষিত কোচিং মন্ত্র নেহেরার। শুভমান, সুদর্শনদের মধ্যে যা ভালোমতোই ঢুকিয়ে দিয়েছেন। সব ভালোর মধ্যে অস্বস্তির কাঁটা এখনও পর্যন্ত রশিদের (৭ ম্যাচে ৪ উইকেট) স্পিন অস্ত্র কাজ না করা। তবে রবিশ্রীনিবাসন সাই কিশোর প্রতি ম্যাচেই চমকে দিচ্ছেন। রশিদের ঘাটতি ঢাকছেন। বরুণ চক্রবর্তী-সুনীল নারায়ণ বনাম রশিদ-সাই কিশোর-জমাটি স্পিন যুদ্ধের হাতছানি।

ব্যাট-বলে চেনা অঙ্ক সবসময় অবশ্য মেলে না। বাটলার, গিল, নারায়ণ, কুইন্টন ডি ককদের ভিড়ে অঙ্গকৃশ রঘুবংশীর মতো কেউ নায়ক হয়ে যেতেই পারেন। এদিন অনুশীলনে শুরুতেই ব্যাট হাতে নেটে ঢুকলেন। লম্বা সেশন। আগামী লক্ষ্য থাকবে ইনিংসটাকেও দীর্ঘ করার।

৭ ম্যাচে তিনটি জয়ে ছয় পয়েন্ট নিয়ে গতবারের চ্যাম্পিয়নরা দাঁড়িয়ে ষষ্ঠ স্থানে। গুজরাট সেখানে পয়েন্ট টেবিলের মগডালে (১০ পয়েন্ট)। আগামীকাল গুজরাটকে মগডাল থেকে কি টেনে নামাতে পারবে শাহরুখ খান ব্রিগেড? একঝাঁক প্রশ্ন নিয়ে আগামীকাল নন্দনকাননে গুজরাট-নাইট দ্বৈরথ।

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২০ এপ্রিল : ঘড়ির কাঁটায় তখন প্রায় বিকেল চারটে। ক্রিকেটের নন্দনকাননের সামনে তখন ক্রিকেটপ্রেমীদের তুলনায় ভিড় বেশি ব্রিগেডের জনতার।

লাল পতাকায় মোড়া বিস্তর বাস থমকে দাঁড়িয়ে ইডেন গার্ডেন্সের আশপাশে। এমন সময় আচমকা কলকাতা নাইট রাইডার্সের স্টিকার দেওয়া একটি গাড়ি এসে থামল মূল প্রবেশদ্বারের সামনে। আর সেই গাড়ি থেকে নেমে গটগট করে ইডেনের সাজঘরের দিকে সেঁধিয়ে গেলেন বরুণ চক্রবর্তী ও সুনীল নারায়ণ। সঙ্গে দলের স্পিন বোলিং কোচ কার্ল ক্রো।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই সুনীল-বরুণ হাজির হয়ে গেলেন ইডেনের বাইশ গজের দিকে। এক ঝলক দেখে নিলেন কাল সন্ধ্যার গুজরাট ম্যাচের বাইশ গজ। ৩ এপ্রিল এই পিচেই সানরাইজার্স হায়দরাবাদকে হারিয়েছিল কেকেআর। সেই একই পিচে কাল শুভমান গিলদের বিরুদ্ধে ম্যাচ। যদিও হায়দরাবাদ ম্যাচের পিচ ছিল শুকনো, ঘাসহীন। তুলনায় কাল সন্ধ্যার ম্যাচের পিচে ঘাস রয়েছে ভালোরকম।

কেকেআর বনাম গুজরাট ম্যাচের পিচ দেখার পরই সুনীল-বরুণ ঢুকে গেলেন নেটে। স্পিন বোলিং কোচ ক্রো-র সঙ্গে পরামর্শ করে শুরু করলেন বোলিং। একটি বিশেষ লংথে টানা বোলিং করে গেলেন তাঁরা। সন্ধ্যার দিকে দুই নাইট স্পিনারের এমন বোলিংয়ের রহস্য ফাঁসও হল। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, স্বপ্নের ফর্মে থাকা গুজরাটের জস বাটলার, সেরফিন রদারফোর্ড, শুভমান গিলদের তাণ্ডব থামানোর লক্ষ্যে বিশেষ লেংথে বোলিং অনুশীলন করে গেলেন তাঁরা। গতরাতে ঘরের মাঠে তাণ্ডব চালিয়ে দিল্লিকে উড়িয়ে দেওয়ার পর গুজরাট এখন লিগ টেবিলের শীর্ষে। দলের আত্মবিশ্বাস এভারেস্টের উচ্চতাকেও ছাপিয়ে গিয়েছে।

> পিচ নিয়ে কেকেআর এবার একটু বেশিই লাফালাফি করছে। আগে ওরা নিজেদের দলের ব্যাটিং ও কম্বিনেশন ঠিক করুক। তারপর পিচ নিয়ে নাটক করবে।
>
> সিএবি কর্তা

এমন দলের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে নামার আগে রীতিমতো বেকায়দায় কেকেআর। যার মূল রয়েছে একাধিক সমস্যা। এক, আজ সন্ধ্যার অনুশীলনে থ্রো ডাউন নেওয়ার সময় আচমকা লাফিয়ে ওঠা বলে পাঁজরে চোট পেলেন রিঙ্কু সিং। চোট গুরুতর নয় বলে কেকেআরের তরফে দাবি করা হলেও পরে রিঙ্কুকে আর ব্যাটিং করতে দেখা যায়নি। দুই, ভেঙ্কটেশ আইয়ারও আজ নেটে ব্যাটিং চর্চার সময় হাঁটুতে চোট পেয়েছেন। তাঁকে দীর্ঘসময় মাঠের ধারে হাঁটুতে আইস প্যাক লাগিয়ে বসে থাকতে দেখা গিয়েছে। তিন, বৈভব অরোরা গতরাতের অনুশীলনে চোট পেয়েছিলেন। তাঁর হাতে লেগেছিল। সেই চোট নিয়ে জল্পনা চলছে প্রবলভাবে। নাইটদের সংসারে রকমারি সমস্যার শেষ এখানেই নয়। রয়েছে আরও। সৌজন্যে ইডেনের ঘাস থাকা বাইশ গজ। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা নাগাদ যেভাবে আচমকা ইডেনের কিউরেটার সুজন মুখোপাধ্যায় ও সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে মাঠের ধারে দাঁড়িয়ে যেভাবে কথা বলছিলেন, তার মধ্যে আর যাই হোক না কেন পিচ নিয়ে সন্তুষ্টির ইঙ্গিত ছিল না। রাতের ইডেনে দাঁড়িয়ে সিএবির এক কর্তা বলছিলেন, 'পিচ নিয়ে কেকেআর এবার একটু বেশিই লাফালাফি করছে। আগে ওরা নিজেদের দলের ব্যাটিং ও কম্বিনেশন ঠিক করুক। তারপর পিচ নিয়ে নাটক করবে।' পিচ নিয়ে কেকেআর আদতে ঠিক কী চাইছে, সেটা বোঝা ক্রমশ কঠিন হয়ে যাচ্ছে। সৌজন্যে দলের স্পিন বোলিং কোচ ক্রো। যিনি আজ বিকেলে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে পিচ নিয়ে বলেছেন, 'যে পিচে কাল গুজরাট ম্যাচ খেলব আমরা, সেই পিচে সানরাইজার্স ম্যাচ খেলেছিলাম। তাই পিচ নিয়ে কিছুটা ধারণা রয়েছে আমাদের। কিন্তু বল ঘুরবে কিনা, বলা কঠিন। তবে স্পিন বনাম স্পিন দুর্দান্ত একটা যুদ্ধ হতে চলেছে কাল।'

স্পিন বনাম স্পিন যুদ্ধে বরুণ-সুনীলদের চ্যালেঞ্জ জানানোর জন্য গুজরাট শিবিরে রয়েছেন ওয়াসিংটন সুন্দর, রসিদ খানরাও। ফলে স্পিন সহায়ক উইকেটের চাহিদা কাল নাইটদের জন্য বুমেরাং হলে অবাক হওয়ার থাকবে না।

জস দ্য বসকে থামাতে প্রস্তুতি বরুণদের

অনুশীলন সেরে ফিরছেন বরুণ চক্রবর্তী, সুনীল নারায়ণরা। - ডি মণ্ডল

শুভমান-প্রসিধকে নিয়ে আতঙ্কে নাইটরা

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২০ এপ্রিল : যাত্রাপথেও ছুটি নেই!

গত সন্ধ্যাতেই ঘরের মাঠ আহমেদাবাদে ম্যাচ খেলেছে গুজরাট টাইটান্স। দিল্লিকে উড়িয়ে দিয়ে লিগ টেবিলের মগডালে বসে পড়েছেন শুভমান গিলরা।

আহমেদাবাদ থেকে আজ বিকেলেই কলকাতায় পৌঁছেছে গুজরাট। টানা ম্যাচ, দীর্ঘ পথ পাড়ি দেওয়ার ধকল সামলেও সন্ধ্যার ইডেনে অনুশীলনে হাজির রসিদ খান, জস বাটলাররা। নিশ্চিতভাবেই চমকপ্রদ ঘটনা। সাধারণত আইপিএলে এমনটা দেখা যায় না।

কিন্তু শুভমানরা ভিন্ন ধাতুতে গড়া। মানসিকভাবে অনেক বেশি তাজা ও ফুরফুরে। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, আরও চমকপ্রদ তথ্য। সূত্রের খবর, ইডেনের পিচ নিয়ে চলতি মরশুমে বিস্তর বিতর্কের পর কলকাতায় পৌঁছে বাইশ গজ চাক্ষুস করার জন্যই হাজির হয়েছিলেন রসিদ-বাটলাররা। ঘটনার শেষ এখানেই নয়। বলা যেতে পারে, 'গুপ্তচরের' ভূমিকা পালনে রসিদ-বাটলাররা হাজির হয়েছিলেন আজ। ইডেনের পিচ দেখে দলের আগামীর পরিকল্পনার রসদ তাঁরা পৌঁছে দিয়েছেন অধিনায়ক শুভমানের কানে। সেই শুভমান, যিনি ২০১৮ থেকে ২০২১ পর্যন্ত নাইট সংসারের অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিলেন। ইডেনের পিচকে হাতের তালুর মতো চেনেন গুজরাট অধিনায়ক।

একা শুভমান নন, প্রসিধ কৃষ্ণাও কাল সন্ধ্যার কেকেআর বনাম গুজরাট ম্যাচের এক্স ফ্যাক্টার হতেই পারেন। প্রসিধও দীর্ঘসময় খেলেছেন কেকেআরে। চলতি অষ্টাদশ আইপিএলে মহম্মদ সিরাজের সঙ্গে প্রসিধও দারুণ ছন্দে। গতকালই দিল্লির বিরুদ্ধে ম্যাচে চার উইকেট নিয়েছেন। আজ সন্ধ্যার ইডেনে হাজির হওয়ার পর বাটলার-রসিদদের থেকে পিচে ঘাস থাকার খবর শুনে নিশ্চিতভাবেই প্রসিধও উৎফুল্ল হয়ে উঠবেন। ৭ ম্যাচে ১৪ উইকেট নিয়ে প্রসিধ এখন বোলারদের তালিকায় সবার আগে। প্রাক্তন ফ্র্যাঞ্চাইজি দলের বিরুদ্ধে কিছু প্রমাণ করার তাগিদটা শুভমানের পাশে প্রসিধের মধ্যেও দেখা যাবে। তাছাড়া ব্যক্তিগত কারণে দিন কয়েক আগে দেশে ফেরা কাগিসো রাবাদাও গুজরাটের সংসারে ফিরে এসেছেন। ইডেনের পিচ রাবাদার জন্যও 'হ্যাপি হান্টিং গ্রাউন্ড' হতেই পারে কাল।

গুজরাট টাইটান্স কোচ আশিস নেহেরার সঙ্গে আলিঙ্গনে মইন। - ডি মণ্ডল

শুভমান-প্রসিধ, দুই প্রাক্তন নাইট কাল সন্ধ্যার ইডেনে নাইটদের জন্য 'কাঁটা' হিসেবে হাজির হলে আজিঙ্কা রাহানের সংসারে প্লে-অফ স্বপ্ন প্রবলভাবে ধাক্কা খাবে।

সিরাজের জন্যও চলতি আইপিএল নিশ্চিতভাবেই স্মরণীয় হতে চলেছে। টিম ইন্ডিয়া থেকে বাদ পড়ার পর সিরাজকে নতুনভাবে দেখছে দুনিয়া। ৭ ম্যাচে ১১ উইকেট যার প্রমাণ। কীভাবে সম্ভব হল সিরাজের প্রত্যাবর্তন? সন্ধ্যার ইডেনে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে গুজরাটের ডিরেক্টর অফ ক্রিকেট বিক্রম সোলাঙ্কি বলছিলেন কোচ আশিস নেহেরার কথা। নেহেরাই সিরাজকে আগামীর নয়া দিশা দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন তিনি। সোলাঙ্কির কথায়, 'সিরাজ অত্যন্ত প্রতিভাবান। নেহারাও ওর সঙ্গে দারুণ কাজ করছে। সিরাজের ছন্দ আমাদের দলের জন্যও দারুণ ব্যাপার।' সিরাজের পাশে ক্রিকেট সমাজে আলোচনা চলছে গুজরাট অধিনায়ক শুভমানকে নিয়েও। গুজরাটের ডিরেক্টর অফ ক্রিকেটের কথায়, 'শুভমান দলকে দারুণভাবে নেতৃত্ব দিচ্ছে। যদিও এখনও ওর অনেক পথ চলার বাকি। শুভমানের সবচেয়ে বড় গুণ হল, দলের সবার সঙ্গে সমানভাবে মিশতে পারে।'

প্রাক্তন নাইট প্রসিধ-শুভমানরা কাল কাঁটা হিসেবে নাইটদের সামনে প্রাচীর তৈরি করলে কিন্তু ফের করব, লড়ব, হারব পরিস্থিতি উদয় হবে।

খাসির মাংস, পিৎজা ছেড়ে আইপিএলে বৈভব

অভিষেকে ৩৪ রান করেও চোখে জল ১৪ বছরের বৈভবের।

জয়পুর, ২০ এপ্রিল : নিঃসন্দেহে স্মরণীয় অভিষেক।

ছক্কা হাঁকিয়ে শুরু। আর আউট হওয়ার পর বাইশগজ ভিজল তারই চোখের জলে।

আইপিএল অভিষেকে প্রথম বলে ছয় মারার নজির অনেক রয়েছে। তবে বৈভব সূর্যবংশীর বয়স সবে ১৪। সেখানেই তার কৃতিত্ব। বিহার থেকে উঠে আসা বৈভবই এখন আইপিএলের ইতিহাসে সর্বকনিষ্ঠ ক্রিকেটার। শনিবার লখনউ সুপার জায়েন্টসের বিরুদ্ধে রাজস্থান রয়্যালসের হয়ে 'ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার' হিসাবে ওপেন করতে নামে বৈভব। প্রথম বলেই যে আত্মবিশ্বাস নিয়ে ছক্কা হাঁকাল, কে বলবে আইপিএলে প্রথম ম্যাচ খেলতে নেমেছে কৈশোরে পা দেওয়া বৈভব। দিনের শেষে রাজস্থান জিততে পারেনি। বৈভব অর্ধশতরানও ছুঁতে পারেনি। ২০ বলে ৩৪ রান করে ফিরতে হয়। তবুও তার নামই চর্চায়। ক্রিকেট দুনিয়া ছাড়িয়ে এখন বৈভবের উপস্থিতি বিশ্বের দরবারে।

কৈশোরের সারল্য তার চোখে-মুখে জ্বলজ্বল করছে। যে বয়সে বাকিরা প্রিয় খাবার বাছতে শেখে, সেই বয়সে পছন্দের পিৎজা, খাসির মাংস ছাড়তে হয়েছে। পরিবর্তে বৈভব বেছে নিয়েছে ক্রিকেটকে। সেই স্বাদই তার কাছে সেরা। বিহার থেকে উঠে আসা ক্রিকেটারের কোচ মণীশ ওঝা বলেছেন, 'খাসির মাংস খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে বৈভব। প্রিয় পিৎজাও এখন আর ওর খাদ্যতালিকায় নেই। ওগুলো ওর পছন্দের খাবার ছিল। আসলে বয়সটা খুব কম তো।' মণীশ মনে করছেন লম্বা রেসের ঘোড়া হতে পারে বৈভব। বলেছেন, 'ও খুব সাহসী ব্যাটার। রাহুল দ্রাবিড় স্যর আগেই জানিয়ে দেন লখনউ ম্যাচে ওর অভিষেক হবে। শুক্রবার অনুশীলনের পরই বৈভব আমাকে তা জানায়। আমি ঠান্ডা মাথায় খেলার পরামর্শ দিই। ও বলেছিল, সুযোগ পেলেই ছয় মারবে।' সেই সুযোগ বৈভবের সামনে চলে আসে প্রথম বলেই। সঙ্গে বলেছেন, 'ওর বাড়ি বিহারের সমস্তিপুরে। সেখান থেকে পাটনার দূরত্ব প্রায় ৯০ কিলোমিটার। তা অতিক্রম করে অনুশীলনে আসত। তারপর কঠোর পরিশ্রম। এটাই ওকে অনেকদূর নিয়ে যাবে।'

> খাসির মাংস খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে বৈভব। প্রিয় পিৎজাও এখন আর ওর খাদ্যতালিকায় নেই। ওগুলো ওর পছন্দের খাবার ছিল। আসলে বয়সটা খুব কম তো।
>
> মণীশ ওঝা
> *বৈভব সূর্যবংশীর কোচ*

প্রথম বলেই ছক্কা হাঁকিয়ে আইপিএল শুরু বৈভব সূর্যবংশীর। জয়পুরে শনিবার।

ইংল্যান্ডের ক্রিকেটার স্যাম বিলিংস সেরা সময়ের যুবরাজের সঙ্গে তুলনা করেছেন বৈভব সূর্যবংশীকে। মণীশও তাঁর সঙ্গে সহমত। বলেছেন, 'ওর মধ্যে যুবরাজ সিংয়ের মতো আগ্রাসী মনোভাব রয়েছে। সাহসীও। তবে রাহুল দ্রাবিড় ওর চোখে ভগবান। তবে ও খুব আবেগপ্রবণও।' সেজন্যই বোধহয় আউট হওয়ার পর চোখের জল ধরে রাখতে পারেনি। বৈভবের খেলা দেখে মুগ্ধ গুগল সিইও সুন্দর পিচাইও। সমাজমাধ্যমে তিনি লেখেন, 'আইপিএলে অষ্টম শ্রেণির এক কিশোরের খেলা দেখব বলে ঘুম থেকে উঠেছিলাম। কী দুর্দান্ত অভিষেক।'

স্টেডিয়াম থেকে মুছছে আজ্জুর নাম

হায়দরাবাদ, ২০ এপ্রিল : আবারও বিতর্কে প্রাক্তন ক্রিকেটার মহম্মদ আজহারউদ্দিন। হায়দরাবাদের রাজীব গান্ধি স্টেডিয়ামের নর্থ স্ট্যান্ড থেকে তাঁর নাম মুছতে চলেছে হায়দরাবাদ ক্রিকেট সংস্থা। প্রতিবাদে আদালতে যাচ্ছেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক।

২০১৯ সালে হায়দরাবাদ স্টেডিয়ামের নর্থ প্যাভিলিয়ন আজহারউদ্দিনের নামে নামকরণ করা হয়। তার আগে ওই স্ট্যান্ড প্রাক্তন ক্রিকেটার ভিভিএস লক্ষ্মণের নামে ছিল। এই নামকরণের সময় আজহার নিজেই হায়দরাবাদ ক্রিকেট সংস্থার সভাপতি ছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি নিজের প্রভাব খাটিয়ে লক্ষ্মণের নাম সরিয়ে এই নাম পরিবর্তন করেছিলেন।

আজহারের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ এনেছিল হায়দরাবাদের লর্ডস ক্রিকেট ক্লাব। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে হায়দরাবাদ ক্রিকেট সংস্থার এথিক্স অফিসার অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি ভি ঈশ্বরাইয়া স্টেডিয়ামের নর্থ স্ট্যান্ড থেকে আজহারের নাম সরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেন। পাশাপাশি হায়দরাবাদ সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, নর্থ স্ট্যান্ডের টিকিটেও আজহারের নাম থাকবে না।

> আদালতে যাচ্ছেন প্রাক্তন অধিনায়ক

বিষয়টি নিয়ে ক্ষুব্ধ প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক আজহার। তিনি বলেছেন, 'আমি এই সিদ্ধান্ত মেনে নেব না। আদালতে এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আবেদন জানাব। এইভাবে একজন প্রাক্তন ভারত অধিনায়কের নাম মুছে ফেলাটা খুব দুঃখজনক বিষয়।' তিনি দাবি করেন, এথিক্স অফিসারের এই নির্দেশ সম্পূর্ণ অবৈধ। আজহার বলেছেন, 'সংস্থার নিয়ম অনুযায়ী, এথিক্স অফিসারের মেয়াদ এক বছর থাকে। বর্তমান অফিসারের মেয়াদ চলতি বছরের ১৮ ফেব্রুয়ারি শেষ হয়ে গিয়েছে। তারপরেও উনি কীভাবে এই নির্দেশ দেন। পুরো বিষয়টি অবৈধ।'

লক্ষ্মণের নাম সরানো হয়নি বলেও দাবি করেছেন আজহার। তিনি বলেছেন, 'আমি বোকা নই, লক্ষ্মণের মতো কিংবদন্তি ক্রিকেটারের নাম সরিয়ে দেব। নর্থ স্ট্যান্ডে লক্ষ্মণের নাম রয়েছে। যে কেউ খোঁজ নিয়ে দেখতে পারে।'

লেওয়ানডস্কির চোটে চিন্তায় বার্সেলোনা

বার্সেলোনা, ২০ এপ্রিল : উচ্ছ্বাস, উদ্বেগ একইসঙ্গে বার্সেলোনা শিবিরে।

সেল্টা ভিগোর বিরুদ্ধে ৩-১ গোলে পিছিয়ে পড়ার পরও ৪-৩ ব্যবধানে দুর্দান্ত জয়। লা লিগা খেতাব জয়ের দৌড়ে আরও খানিকটা পথ এগিয়ে গেল বার্সা। এই জয় নিঃসন্দেহে আরও আত্মবিশ্বাস জোগাবে হ্যান্সি ফ্লিকের দলকে। এই ম্যাচেই গুরুতর চোট পেয়েছেন বার্সার পোলিশ স্ট্রাইকার রবার্ট লেওয়ানডস্কি। এর জেরে মরশুমের গুরুত্বপূর্ণ সময়ে তাঁর খেলা নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে।

লা লিগায় এখনও ছয় ম্যাচ বাকি। আগামী শনিবার কোপা ডেল রে-এর ফাইনাল। সেখানে কাতালান জায়েন্টদের প্রতিপক্ষ চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী রিয়াল মাদ্রিদ। এরপর আবার মে মাসের প্রথম সপ্তাহে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ সেমিফাইনাল। এরইমধ্যে লেওয়ানডস্কির চোট চিন্তায় ফেলে দিয়েছে বার্সা কোচ ফ্লিককে। শোনা যাচ্ছে, অন্ততপক্ষে দুই থেকে তিন সপ্তাহ মাঠের বাইরে থাকতে হতে পারে পোলিশ স্ট্রাইকারকে। ফ্লিক যদিও নিশ্চিতভাবে কিছু জানাতে পারেননি। বলেছেন, 'লেওয়ানডস্কির চোটের জায়গায় এমআরআই হবে। রিপোর্ট না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।' তবে মঙ্গলবার মায়োরকার বিরুদ্ধে লা লিগার ম্যাচে লেভা (লেওয়ানডস্কি) যে থাকছেন না, তা কার্যত নিশ্চিত।

জোড়া গোল করা রাফিনহার কোলে উঠে পড়েছেন গাভি।

শুভেচ্ছা
বিবাহবার্ষিকী

Sucharita (Maa), Manoj (Baba) : Happy 20th Marriage Anniversary to both of you. Wish you a happy, healthy, successful married life. Samonnoy (Son), Laku, Jalpaiguri.

মরশুম শেষ ইস্টবেঙ্গলের

কেরালা ব্লাস্টার্স-২ (জেমিনেজ-পেনাল্টি ও নোয়া)
ইস্টবেঙ্গল-০

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ২০ এপ্রিল : সুপার কাপের প্রথম ম্যাচেই ছিটকে গেল ইস্টবেঙ্গল।

সুপার কাপের প্রথম ম্যাচেই কেরালা ব্লাস্টার্সের বিরুদ্ধে ২-০ গোলে হেরে বিদায় গতবারের চ্যাম্পিয়নদের। আরও বিশদে বলা ভালো, একা নোয়া সাদাউই শেষ করে দিলেন কলিঙ্গ স্টেডিয়ামে উপস্থিত সাড়ে চার হাজার দর্শকের সিংহভাগ লাল-হলুদ সমর্থকদের যাবতীয় স্বপ্ন। যার অর্থ এবারের মরশুম কোনও ট্রফি ছাড়াই শেষ করল ইস্টবেঙ্গল। অস্কার ব্রুজোঁকেও বুঝতে হবে, সমর্থকরা দলের কাছে ট্রফি চান। উজ্জীবিত করার মতো স্তোকবাক্য নয়।

মাত্র দেড় মিনিটের মাথায় মাত্র একটা টোকায় গোলমুখ খুলে ফেলে তখনই যেন ম্যাচের ভাগ্য লিখে দেন নোয়া। অসহায় প্রভসুখান সিং গিল তখন দ্বিতীয় পোস্টে দাঁড়িয়ে। সারা কলিঙ্গ স্টেডিয়াম অবাক হয়ে দেখল, জেসুস জিমেনেজ বলটা বাইরে মারলেন। এদিন কেরালা ব্লাস্টার্সের পরিকল্পনাই ছিল, ডিফেন্স বা মাঝমাঠ থেকে উঁচু করে ডানদিকে নোয়াকে উদ্দেশ্য করে বল তুলে দেওয়া। প্রতিটি বলেই বিপজ্জনক পরিস্থিতি তৈরি করলেন এই মরোক্কান। প্রথমার্ধেই অন্তত তিনবার তিনি বক্সের মধ্যে একেবারে থালায় করে রসগোল্লার মতো বল সাজিয়ে দিয়েছেন। প্রতিবারই বল বাইরে মারেন জিমেনেজ। ৩৯ মিনিটে নোয়াই ফের পেনাল্টি আদায় করে দিলেন, গোল হল ৪১ মিনিটে।

বল কাড়তে ব্যর্থ আনোয়ার আলি। ভুবনেশ্বরের মাঠে ধরাশায়ী ইস্টবেঙ্গল।

নোয়া বক্সে ঢুকে পড়লে আনোয়ার আলি সরাসরি তাঁর পায়ে মারেন। রেফারি আদিত্য পুরকায়স্থ সামনেই ছিলেন। আশ্চর্যজনকভাবে অ্যাড্রিয়ান লুনা নয়, পেনাল্টিটা মারতে এলেন জিমেনেজ। মজার কথা হল, তাঁর প্রথম শট গিল আটকে দিলেও তিনি বাঁ পায়ের দর্শনীয় শটে ২-০ করে জয় নিশ্চিত করে ফেলেন। গিল নড়ার সুযোগ পাননি। সেল্টা ভিগোর প্রাক্তন ফুটবলার ডেভিড কাটালার প্রথম ম্যাচ কেরালার কোচ হিসাবে। দলটাকে এই কয়েকদিনে দারুণ জায়গায় নিয়ে যেতে না পারলেও আত্মবিশ্বাসী করে

প্রথম ম্যাচেই বিদায় গতবারের চ্যাম্পিয়নদের

আগে বেরিয়ে আসায় ফের নেওয়ার সুযোগ পাওয়ায় অবশেষে গোল করে দলকে এগিয়ে দেন জিমেনেজ। লুনা এদিন হোল্ডিং মিডফিল্ডার হিসাবে খেললেন। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই চোট পেয়ে তাঁর বসে যাওয়ার পর ফ্রেডি নেমে আক্রমণে ঝাঁঝ বাড়াতেই দ্বিতীয় গোল কেরালার। ৬৪ মিনিটে পিভি বিষ্ণু, নাওরেম মহেশ সিংদের একে একে কাটিয়ে প্রায় ২৫ গজ দূর থেকে তুলতে পেরেছেন বলে মনে হল।

এদিন ইস্টবেঙ্গলের হয়ে একশোতম ম্যাচ খেলার বিশেষ জার্সি হাতে নিয়ে যতটা উজ্জ্বল লাগছিল নাওরেমকে খেলায় ততটা লাগলে হয়তো ম্যাচের ফল অন্যরকম হত। জিকশন সিংও তথৈবচ। আক্রমণ সচল রাখার চেষ্টা করছিলেন রাফায়েল মেসি বাউলি, রিচার্ড সেলিসরা। তবে বিষ্ণুকে নিয়ে এবারের দলবদলের বাজার সরগরম হলে অবাক হওয়ার কিছু তাকবে না। গতির সঙ্গে আছে একরোখা মনোভাব। বহু সুযোগ যেমন তৈরি করলেন তেমনি অন্তত বার কয়েক নোয়াকে রুখে দিতেও দেখা গেল তাঁকে। ৪৩ মিনিটে তাঁর শট বার ছুঁয়ে যায়। দ্বিতীয়ার্ধেও তাঁর চেষ্টা ছিল। প্রথমার্ধে একবার ছাড়া অবশ্য একেবারেই নজরে পড়েননি দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোস। একবারই তাঁর বাড়ানো বল থেকে সহজ সুযোগ নষ্ট করেন সেলিস। এই দুজনই অঙ্গভঙ্গি করার থেকে যদি খেলায় বেশি মন দেন, তাহলে দলের উপকার হয়। পরে সাউল ক্রেসপো-ডেভিড লালহালানসাঙ্গাদের

> অত্যন্ত হতাশ। এটা আমাদের খেলা নয়। দ্বিতীয় গোল হওয়ার পর ছেলেরা হাল ছেড়ে দেওয়া মনোভাব দেখিয়েছে। খেলাটা যে ৯০ মিনিটের সেটা ওরা ভুলে গিয়েছিল।
>
> **অস্কার ব্রুজোঁ**

নামিয়েও লাভ হয়নি।

আবার পরবর্তী মরশুমের জন্য অপেক্ষা শুরু হল লাল-হলুদ সমর্থকদের। বছরের পর বছর যায় বদলায় না তাঁদের দুর্ভাগ্য। হেলদোল থাকে না কোচ-ফুটবলারদের। সঙ্গে বহালতবিয়তে থেকে যান শুধু কর্তারা।

ইস্টবেঙ্গল ঃ গিল, রাকিপ (নীশু), আনোয়ার, হেক্টর, নুঙ্গা (সৌভিক), বিষ্ণু, মহেশ, জিকসন (সাউল), সেলিস (নন্দ), মেসি বাউলি (ডেভিড) ও দিয়ামান্তাকোস।

বিরাট নজিরে বদলা আরসিবি-র

মুল্লানপুর, ২০ এপ্রিল : দুই ম্যাচের সিরিজ। আইপিএলের ক্রীড়াসূচি সামনে আসার পর একদিনের ব্যবধানে পাঞ্জাব কিংস বনাম রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর জোড়া দ্বৈরথকে এভাবেই বর্ণনা করা হয়েছিল। শুক্রবার এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে প্রথম টক্করে ৯৫ রানে আটকে গিয়ে আরসিবি একরাশ লজ্জা উপহার দিয়েছিল। ৪৮ ঘণ্টার ব্যবধানে রবিবার বিরাট কোহলির নজিরে বদলা নিল বেঙ্গালুরু। ডেভিড ওয়ার্নারকে টপকে আইপিলে সবাধিক অর্ধশতরানের মালিক হয়ে গেলেন বিরাট (৫৪ বলে অপরাজিত ৭৩। পাঞ্জাবকে ৭ উইকেটে উড়িয়ে চলতি টুর্নামেন্টে টানা পাঁচটি অ্যাওয়ে ম্যাচে জয় পেল রজত পাতিদার ব্রিগেড।

ঘরের মাঠে বাঘ, বাইরে বিড়াল। এবারের আইপিএলে আরসিবি-র জন্য প্রবাদটা অবশ্য উলটে গিয়েছে। চিন্নাস্বামীতে জোড়া ম্যাচ খেলে হার। কিন্তু অ্যাওয়ে ম্যাচে উলোটপুরান। রবিবারও মুল্লানপুরে যার অন্যথা হল না। এদিন টসে জিতে আরসিবি অধিনায়ক রজত পাতিদার জানিয়েছিলেন, ৪০ ওভারই পিচের চরিত্র একই থাকবে। তাই ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত। কিন্তু পাওয়ার প্লে-তে প্রভসিমরান সিংয়ের (১৭ বলে ৩৩) দাপটে ৬২ রান তুলে বড় স্কোরের মঞ্চ তৈরি করে ফেলেছিল পাঞ্জাব।

স্পিনাররা আসরে নামতেই ম্যাচে ফেরে আরসিবি। ক্রুণাল পান্ডিয়া (২৫/২) প্রভসিমরানকে তুলে নেন। ব্যর্থ হন পাঞ্জাব অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ার (৬) ও নেহাল ওয়াধেরা (৫)। তবে জোশ ইনগ্লিস (১৭ বলে ২৯) ও শশাঙ্ক সিং (৩১) ৩৬ রানের জুটিতে খেলা ধরার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু ভুবনেশ্বর কুমার (২৬/০), সুযশ শর্মাদের (২৬/২) নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ের সামনে পাঞ্জাব ইনিংস কখনই কাঙ্খিত গতি পায়নি। শেষদিকে মার্কো জানসেন কার্যকরী ব্যাটিং করলেও পাঞ্জাব আটকে যায় ১৫৭/৬ স্কোরে।

শুক্রবার ম্যাচের চতুর্থ বলে ফিল সল্টকে ফিরিয়েছিলেন অর্শদীপ সিং (২৬/১)। এদিনও অর্শদীপ রিপিট টেলিকাস্ট দেখান। প্রথম ওভারে সল্টকে (১) হারালেও বিরাট স্পেশালে জয়ের রাস্তায় সমস্যা হয়নি আরসিবি-র। রানতাড়া করাটা বিরাটের বিশেষজ্ঞ। আইপিএল কেরিয়ারের রেকর্ড সংখ্যক অর্ধশতরানে এদিন আবারও যা বোঝালেন 'চেজমাস্টার।' প্রথম ২০ বলে বিরাটের ব্যাট থেকে এল চারটি চার। সবকয়টাই পাওয়ার প্লে-র মধ্যে। পরের ২৪ বলে শুধুমাত্র স্ট্রাইক রোটেটে মনোযোগ দিলেন বিরাট। কারণ কখন রানের গতি বাড়াতে হয়, কোন বোলারকে ইনিংসের কোন পর্বে আক্রমণ করতে হবে-সেটা রানতাড়ায় বিরাটের থেকে সম্ভবত ভালো কেউ বোঝে না।

অ্যাঙ্কর রোলে থাকা বিরাটকে যোগ্য সংগত করলেন দেবদত্ত পাডিক্কাল (৩৫ বলে ৬১)। তাঁদের ৬৯ বলে ১০৩ রানের পার্টনারশিপ আরসিবি-র জয়ের রাস্তা গড়ে দেয়। ৪২ বলে অর্ধশতরান সম্পূর্ণ করার পর জিতেশ শর্মাকে (অপরাজিত ১১) নিয়ে ম্যাচ ফিনিশ করে আসেন কোহলি। ৭ বল হাতে রেখে বেঙ্গালুরু ১৮.৫ ওভারে ৩ উইকেটে ১৫৯ রান তুলে নেয়।

আইপিএলে ৬৭ নম্বর অর্ধশতরানের পর বিরাট কোহলি। মুল্লানপুরে।

সুপার কাপে আজ

এফসি গোয়া বনাম গোকুলাম কেরালা এফসি
স্থান : ভুবনেশ্বর
সময় : বিকাল ৪.৩০ মিনিট

ওডিশা এফসি বনাম পাঞ্জাব এফসি
স্থান : ভুবনেশ্বর, সময় : রাত ৮টা
সম্প্রচার : জিওহটস্টার

বেঙ্গালুরুতে গলফে ট্রফি জয় পারমিতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২০ এপ্রিল : বেঙ্গালুরুর কর্ণাটক গলফ ক্লাবে মহিলাদের সর্বভারতীয় অ্যামেচার টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হলেন শিলিগুড়ির ৫৫ বছরের পারমিতা মুখোপাধ্যায়। সেখানে তিনি অবশ্য শিলিগুড়ি বা পশ্চিমবঙ্গের কোনও দলের নয়, প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন বেঙ্গালুরুর প্রেস্টিজ অগাস্টা গলফ ক্লাবের। অ্যামেচারদের প্রতিযোগিতা হলেও ট্রফি জয়ের রাস্তা সহজ ছিল না বলেই জানিয়েছেন পারমিতা। বলেছেন, 'খুব কঠিন টুর্নামেন্ট ছিল। প্রতি রাউন্ডে ১৮টি করে হোল, সবমিলিয়ে তিনদিনে ৫৪টি হোলকে টার্গেট করতে হয়েছে। এজন্য প্রতিদিন পাঁচ ঘণ্টা করে হাঁটতে হয়েছে। ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ১২০ জন প্রতিযোগী এসেছিলেন। তাঁদের মধ্যে নিকটতম প্রতিযোগীর সঙ্গে ২০ স্ট্রোকের ব্যবধান রেখে আমি চ্যাম্পিয়ন হয়েছি।'

একটা সময় টেবিল টেনিসে সাব-জুনিয়ারে জাতীয় র‍্যাংকিংয়ে পারমিতা দেশে এক নম্বর ছিলেন। ১৫ বছর আগে সৌদি আরবের রিয়াধে থাকার সময় তাঁর গলফে আসা। পেশাগত জীবনে তিনি শিক্ষিকা হলেও খেলাটির প্রতি ভালোবাসা থেকেই পারমিতা দেশে-বিদেশে বিভিন্ন টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করছেন। তাঁর কথায়, 'আগামী শনিবার শ্রীলঙ্কায় একটি টুর্নামেন্ট খেলতে যাচ্ছি। সেখানে আমি বেঙ্গালুরুর প্রতিনিধিত্ব করব।

বেঙ্গালুরুর কর্ণাটক গলফ ক্লাবে মহিলাদের সর্বভারতীয় অ্যামেচার টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর শিলিগুড়ির পারমিতা মুখোপাধ্যায়।

এখন পর্যন্ত সাতটি অ্যামেচার গলফ টুর্নামেন্টে আমি চ্যাম্পিয়ন হয়েছি।'

মে মাসের শুরুতেই তিনি ফিরছেন শৈশবের শহর শিলিগুড়িতে। তার আগে দেশে অ্যামেচার মহিলাদের মধ্যে এক নম্বর গলফার পারমিতার লক্ষ্য ট্রফি জয়ের সংখ্যা আটে নিয়ে যাওয়া।

শুরু হল চেয়ারম্যান কাপ

বালুরঘাট, ২০ এপ্রিল : বালুরঘাট ক্রিকেটার্স অ্যাকাডেমির চেয়ারম্যান কাপ ২০২৫ শুরু হল বালুরঘাটে। রবিবার টাউন ক্লাব মাঠে উদ্বোধনী ম্যাচে আত্রেয়ী হিলি ব্রাদার্স ৯ রানে শুভম একাদশ ইটাহারকে হারিয়েছে। প্রথমে হিলি ৮ ওভারে ৫ উইকেটে ১১৯ রান তোলে। জবাবে ইটাহার ৮ ওভারে ৮ উইকেটে ১১০ রানে আটকে যায়। দ্বিতীয় ম্যাচে নবাব একাদশ রায়গঞ্জ ৯৯ রানে খিদিরপুর স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনকে হারিয়েছে। রায়গঞ্জ ৮ ওভারে ৩ উইকেটে ১৫৯ রান তোলে। জবাবে খিদিরপুর ৬.৪ ওভারে ৬০ রানে অল আউট হয়।

তৃতীয় ম্যাচে স্পন্দন কালচারাল ফোরাম ৭ রানে জয় পায় করণদিঘি একাদশ ষ্টারের বিপক্ষে। স্পন্দন ৮ ওভারে ৭ উইকেটে ১০৬ রান তোলে। জবাবে করণদিঘি ৮ ওভারে ৮ উইকেটে ৯৯ রানে থামে। চতুর্থ ম্যাচে চেয়ারম্যান একাদশ ৯ উইকেটে হারায় ফ্রেন্ডস একাদশ তপনকে। তপন ৮ ওভারে ৮ উইকেটে ৪৬ রান করে। জবাবে চেয়ারম্যান ২.৪ ওভারে ১ উইকেটে ৫০ রান তুলে নেয়।

স্টেডিয়াম থেকে মুছছে আজ্জুর নাম

- খবর এগারোর পাতায়

জিতল চেলসি, আর্সেনাল

লন্ডন, ২০ এপ্রিল : ইপিএলের ম্যাচে সহজ পেল আর্সেনাল। দুর্বল ইপসওয়াচকে ৪-০ গোলে উড়িয়ে দিল তারা। পাশাপাশি অপর ম্যাচে উলভসের কাছে হার লাল ম্যাঞ্চেস্টারের।

কয়েকদিন আগেই রিয়াল মাদ্রিদকে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ কোয়ার্টার ফাইনালে হারিয়েছে আর্সেনাল। ফলে আত্মবিশ্বাসের চুড়ায় থেকে রবিবার ইপসওয়াচের বিরুদ্ধে খেলতে নেমেছিল মিকেল আর্তেতার ছেলেরা। ম্যাচের ১৪ মিনিটে লিনার্ডো টসার্ডের গোলে এগিয়ে যায় আর্সেনাল। ২৮ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন গ্যাব্রিয়েল মার্টিনেল্লি। ৩২ মিনিটে ইপসওয়াচ ডিফেন্ডার লেইফ ডেভিস লাল কার্ড দেখায় আরও সুবিধা পেয়ে যায় মিকেল আর্তেতার দল।

দ্বিতীয়ার্ধের ৬৯ মিনিটে দলের তৃতীয় ও নিজের দ্বিতীয় গোলটি করেন লিনার্দো টসার্ড। ৮৮ মিনিটে ইপসওয়াচের কফিনে শেষ পেরেকটি পোঁতেন ইথান। এমনিতেই ইপিএল চ্যাম্পিয়ন হওয়ার আশা একদম ক্ষীণ আর্সেনালের। বিশাল বড় কোনও অঘটন না ঘটলে লিগ এবার অ্যানফিল্ডে যেতে চলেছে। তবে লিগ জিততে না পারলেও দ্বিতীয়স্থান ধরে রাখাই লক্ষ্য তাদের। আপাতত এই জয়ের সুবাদে ৩৩ ম্যাচে ৬৬ পয়েন্ট পেয়েছে গানার্স।

হার ম্যাঞ্চেস্টারের

এদিকে অপর ম্যাচে ফুলহ্যামের বিরুদ্ধে পিছিয়ে থেকেও শেষমুহূর্তে জয় পেয়েছে চেলসি। ম্যাচের ২৮ মিনিটে অ্যালেক্স লোবির গোলে এগিয়ে যায় ফুলহ্যাম। ৮৩ মিনিটে 'দ্য ব্লুজ'-কে সমতায় ফেরান টাইরিন জর্জ। সংযোজিত সময়ে গোল করে চেলসির জয় নিশ্চিত করেন পেদ্রো নেটো। এই জয়ের সুবাদে ৩৩ ম্যাচে ৫৭ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলে পঞ্চমস্থানে উঠে এল এনজো মারেস্কার দল। আপাতত তাদের লক্ষ্য, প্রথম পাঁচটি দলের মধ্যে লিগ শেষ করে আগামী মরশুমে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে খেলা।

তবে আর্সেনাল ও চেলসি জয় পেলেও পরাজিত হয়েছে লাল ম্যাঞ্চেস্টার। ঘরের মাঠে উলভসের কাছে ১-০ গোলে হেরেছে রুবেন আমোরিমের দল। ম্যাচের ৭৭ মিনিটে উলভসের হয়ে জয়সূচক গোলটি করেছেন পাবলো সারাবিয়া। এই মুহূর্তে ৩৩ ম্যাচে ৩৮ পয়েন্ট নিয়ে লিগে চতুর্দশ স্থানে রয়েছেন হ্যারি মিগুইয়েররা।

ওয়াংখেড়েতে রো-হিট

চেন্নাই সুপার কিংস-১৭৬/৫
মুম্বই ইন্ডিয়ান্স-১৩৫/১
(১৪ ওভার পর্যন্ত)

মুম্বই, ২০ এপ্রিল : শনিবার রাজস্থান রয়্যালসের বৈভব সূর্যবংশীর পর রবিবার চেন্নাই সুপার কিংসের আয়ুষ মাত্রে (১৫ বলে ৩২)। সপ্তাহ শেষের দুইদিন দুই টিনএজারের আইপিএল অভিষেকে টাটকা বাতাস

অভিষেকে উজ্জ্বল আয়ুষ

ভারতীয় ক্রিকেট মহলে। বৈভব শুরু করেছিলেন ছক্কা হাঁকিয়ে। এদিন ১৭ বছরের আয়ুষ দ্বিতীয় বলেই বাউন্ডারি মারলেন। প্রথম চার বলে আয়ুষ হাঁকালেন এক বাউন্ডারি ছাড়াও জোড়া ছক্কা। আয়ুষ যখন দীপক চাহারের (৩২/১) বলে মিচেল স্যান্টনারের হাতে ক্যাচ দিয়ে ফিরছেন, তখন পিঠ চাপড়ে দিলেন সূর্যকুমার যাদব। পরের ওভারেই আর এক তরুণ শাইক রাশিদকে (১৯) বোকা বানিয়ে স্টাম্পড আউট করেন স্যান্টনার (১৪/১)।

আক্রমণাত্মক ব্যাটিংয়ে মন জয় করলেন ১৭ বছরের আয়ুষ মাত্রে।

এরপরই আঁটোসাঁটো বোলিংয়ে জাঁকিয়ে বসেন জসপ্রীত বুমরাহ (২৫/২), হার্দিক পান্ডিয়ারা (১৩/০)। ৮-১১ এই চার ওভারে একটাও বাউন্ডারি আসেনি চেন্নাইয়ের। তবে চতুর্থ উইকেটে ৫০ বলে ৭৯ রানের জুটিতে ইয়োলো আর্মিকে ম্যাচ থেকে হারিয়ে যেতে দেননি শিবম দুবে-রবীন্দ্র জাদেজা জুটি। শেষ পর্যন্ত মুম্বইয়ের ছেলে শিবম ঘরের মাঠে ৩২ বলে ৫০ করে যান। লখনউয়ের বিরুদ্ধে শেষ ম্যাচে ম্যান অফ দ্য ম্যাচ হলেও এদিন চলল না মাহি-ম্যাজিক। ৪ রানে বুমরাহর বলে তিলক ভার্মার হাতে ক্যাচ দিয়ে ফেরেন মহেন্দ্র সিং ধোনি। তবে একটা দিন ধরে রেখেছিলেন জাদেজা। তাঁর ৩৫ বলে অপরাজিত ৫৩ রানের ইনিংসে ১৭৬/৫ স্কোরে পৌঁছায় চেন্নাই।

রানতাড়ায় নেমে প্রথমবার চলতি আইপিএলে চলল রোহিত শর্মার ব্যাট। চার ছক্কায় ৩৩ বলে পঞ্চাশে পা রাখেন রোহিত। তাঁর সঙ্গে মানানসই হয়ে উঠেছেন সূর্যকুমার যাদবও। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত মুম্বই ১৪ ওভারে ১ উইকেটে ১৩৫ রান তুলেছে। ক্রিজে রোহিত (৫৮) ও সূর্য (৪৫)।

তুষারের ৭৫ রান

গাজোল, ২০ এপ্রিল : দেশবন্ধু ক্লাব ও লাইব্রেরির টি২০ ক্রিকেটে রবিবার ধীরাজ একাদশ ১৩৭ রানে মাঝরা একাদশকে হারিয়েছে। প্রথমে ধীরাজ ২৯১ রান তোলে। তুষার পাল ৭৫ ও ম্যাচের সেরা দীপঙ্কর মণ্ডল ৬৬ রান করেন। সমীর এবং বাপন ২ উইকেট নেন। জবাবে মাঝরা ১৫৪ রানে আটকে যায়। মনোজ সরকার ৩০ রান করেন। দেবাশিস দত্ত পেয়েছেন ৩ উইকেট। ২ উইকেট নেন কৃষ্ণ বাঁশরি।

অন্য ম্যাচে কলেজ মাঠ ক্রিকেট কোচিং ক্যাম্প ২৪ রানে বিধানপল্লির বিরুদ্ধে জয় পায়। কলেজ ১৯২ রান তোলে। অভিষেক ৫৪ ও সাগর সেন ৩৩ রান করেন। টোটন ও দেবাশিস ২ উইকেট নেন। জবাবে বিধানপল্লি ১৬৮ রানে অল আউট হয়। অরিজিৎ ৪৭ ও আশুতোষ ২৩ রান করেন। আমান কুমার এবং ভূদেব ২ উইকেট নেন। ম্যাচের সেরা অভিষেক। সোমবার প্রথম সেমিফাইনালে খেলবে ধীরাজ একাদশ এবং চাঁচল ক্রিকেট কোচিং ক্যাম্প।

বাংলার বিদায়

বেলাকোবা, ২০ এপ্রিল : মণিপুরের ইম্ফলে আয়োজিত জাতীয় স্কুল গেমসের অনূর্ধ্ব-১৯ ফুটবল থেকে বিদায় নিল বাংলার মেয়েরা। রবিবার সেমিফাইনালে তারা ১-৪ গোলে হেরেছে মণিপুরের কাছে। প্রতযোগিতা থেকে আগেই বিদায় নিয়েছিল ছেলেদের দল।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ১ কোটির বিজয়িনী হলেন মাদারিহাট-এর এক বাসিন্দা

23.01.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 81L 36277 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারিতে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়িনী বললেন "ডিয়ার লটারি এবং সিকিম রাজ্য লটারির প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার জন্য শব্দ ফুরিয়ে গেছে। অর্থ যে কোনো ব্যক্তির জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যা ব্যক্তির অবস্থা নির্ধারণ করে। মাত্র কিঞ্চিত পরিমাণ অর্থ খরচ করেই একজন কোটিপতি হওয়া সম্ভব হয়েছে। আমি সকলকে ডিয়ার লটারি কেনার পরামর্শ দেবো।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

পশ্চিমবঙ্গ, মাদারিহাট - এর একজন বাসিন্দা আয়েশা খাতুন - কে

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

টাউন ক্লাবের মাঠে চলছে রায়গঞ্জ সুপার লিগ। ছবি : দিবাকর সাহা

টাউন ক্লাবের ফুটবল শুরু

রায়গঞ্জ, ২০ এপ্রিল : রায়গঞ্জ টাউন ক্লাবের ১০ দলীয় রায়গঞ্জ সুপার লিগ ফুটবল রবিবার শুরু হল। উদ্বোধনী ম্যাচে কালিয়াগঞ্জ ফুটবল ক্লাব ২-০ গোলে টাউন ক্লাবকে হারিয়েছে। টাউনের মাঠে স্বপন চোরে ও শিশু পাহান গোল করেন। সোমবার খেলবে কেবিসি ফুটবল দল এবং চেকপোস্ট এফসি ইটাহার।

ফাইনালে বেলবাড়ি

বালুরঘাট, ২০ এপ্রিল : বালুরঘাট খাদিমপুর হাইস্কুলের প্ল্যাটিনাম জুবিলি উপলক্ষ্যে আন্তঃস্কুল ফুটবলে ফাইনালে উঠল দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কাদিহাট বেলবাড়ি হাইস্কুল। রবিবার প্রথম সেমিফাইনালে তারা ১-০ গোলে শিলিগুড়ি হিব্রন স্কুলকে হারিয়েছে। নেতাজি স্পোর্টিং ক্লাবের মাঠে প্রণব হাঁসদা গোল করেন।